উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন

উপজেলা-পবা, জেলা-রাজশাহী

পরিকল্পনা প্রণয়নে

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, পবা, রাজশাহী

সমন্বয়ে

সুশীলন
Shushilan

আগস্ট, ২০১৪

সার্বিক সহায়তায়

কম্প্রিহেন্সিভ ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি-২)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

UKaid from the British people
European Union
NORWEGIAN EMBASSY
SWEDEN
Australian Aid
UNDP Empowered lives. Resilient nations.

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগ প্রবণ দেশ। ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু ও আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে স্থানভেদে এদেশে প্রতি বছর বন্যা (নদীবাহিত/বৃষ্টিপাত জনিত), টর্নেডো (ঘূর্ণিঝড়), খরা/অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প, ঘন কুয়াশার মত বিভিন্ন ধরণের আপদ আঘাত হানে। বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় প্রায় প্রতিবছর এলাকা ভিত্তিক নদী ভাঙ্গনের শিকার বহু লোক ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং নদী-খাল ভরাট জনিত কারণে এলাকা ভিত্তিক অধিবাসীদের সংশ্লিষ্ট নানা ধরণের আপদের সম্মুখীন হতে হয়। এ ছাড়াও মানব সৃষ্ট ও শিল্প কারখানা জনিত বিভিন্ন ধরণের আপদ প্রতিনিয়ত মানুষকে আতংকগ্রস্থ করে রাখে। এ সমস্ত আপদের প্রভাবে সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে শুধু আক্রান্ত জনগোষ্ঠী-ই ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, জাতীয় সম্পদ এবং অর্থনীতিতেও ব্যাপকভাবে এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। দুর্যোগ প্রবণ দেশ হলেও পূর্বে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনার মাধ্যমে মানুষের সহায় সম্পদসহ জান-মাল, পশু সম্পদ ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার সুদুর প্রসারী কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ব্যতিরেকে শুধুমাত্র ত্রাণ ও পুনর্বাসনকেই বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার সমন্বিত দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কর্মসূচীর (CDMP-II) মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা বিষয়ক এক কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় প্রাথমিকভাবে সমাজের বিভিন্ন স্তরের জনসাধারণ, ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কমিটির সমন্বয়ে স্থানীয় ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনা প্রনয়ণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় স্থানীয় আপদসমূহ চিহ্নিত করে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন ও ঝুঁকি নিরসনের জন্য পবা উপজেলায় কার্যকরী একটি দুর্যোগ ব্যবস্থা পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়েছে যা স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় সুদুর প্রসারী অবদান রাখতে পারবে বলে উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কমিটি মনে করে।

কর্মপরিকল্পনাটি প্রনয়ণে এলাকার নারী-পুরুষ, কৃষক-ভূমিহীন, প্রবীণ ও তথ্য প্রদানে সক্ষম অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, ইউনিয়ন এবং উপজেলা দুর্যোগ ব্যাবস্থাপণা কমিটির (UDMC) সদস্যবৃন্দ সরাসরি সম্পৃক্ত ছিলেন। বিশেষ করে অত্র এলাকায় কর্মরত 'সুশীলন' এর কর্মকর্তা ও গবেষকদের নিষ্ঠা ও অক্লান্ত পরিশ্রম স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়নে যথাযথ অবদান রেখেছে। এ কর্ম প্রচেষ্টা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি একটি বাস্তবসম্মত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়েছে। অত্র উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনায় দুর্যোগ মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ প্রাধান্য লাভ করেছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি, স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধ্যমে দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহন এবং দুর্যোগ কালীন সময়ে অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরুপণ, ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ, দুর্যোগ পরিকল্পনায় অংশগ্রহন এবং কার্যকর অংশীদারীত্ব যা বাস্তবায়িত হলে আপদ সংশ্লিষ্ট স্থানীয় ঝুঁকি সমূহ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং জনগণের সহায় সম্পত্তি, জানমাল এবং ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। পাশাপাশি দুর্যোগ পূর্ব, দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি গ্রহন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে স্থানীয় অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো, সামাজিক সম্পদ ও নিরাপদ স্থানসমূহের তালিকা প্রনয়ন, ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ, সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা চিহ্নিত করণ, ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব নিরুপণ, উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ চিহ্নিত করণ এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন সমূহের স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রনয়ন করা হয়েছে।

২০১৪ সালে সিডিএমপি'র সহায়তায় প্রনীত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি প্রনয়নে যে সকল সরকারী এবং বেসরকারী সংস্থা ও ব্যাক্তিবর্গ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও পরামর্শ প্রদান করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি আশাবাদী, স্থানীয় জনগন, স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে পবা উপজেলায় প্রণীত দুর্যোগ ব্যবস্থপনা পরিকল্পনাটি দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।

চেয়ারম্যান

১৯/১২/১৪

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও
উপজেলা চেয়ারম্যান
পবা উপজেলা
রাজশাহী জেলা

মোঃ মোকবুল হুসাইন
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
পবা, রাজশাহী।

সূচীপত্র

মুখবন্ধ i

সূচিপত্র Ii

টেবিলের তালিকা Iv

চিত্রের তালিকা Iv

গ্রাফচিত্রের তালিকা V

মানচিত্রের তালিকা V

প্রথম অধ্যায়: স্থানীয় এলাকা পরিচিতি **১-১৯**

১.১ পটভূমি ১

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য ২

১.৩ পবা উপজেলার পরিচিতি ২

১.৩.১ উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান ২

১.৩.২ আয়তন ৩

১.৩.৩ জনসংখ্যা ৪

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো ৫

১.৪.১ অবকাঠামো ৫

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ ৮

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু ১৪

১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ ১৬

দ্বিতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা **২০—৩৭**

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস ২০

২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ ২১

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ভবিষ্যৎ চিত্র ২২

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা ২৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ২৫

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ ২৬

২.৭ সামাজিক মানচিত্র ৩১

২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ ৩১

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩১

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩৩

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা ৩৩

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা ৩৩

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস **৩৮ — ৫৬**

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ ৩৮

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ ৪১

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪৫

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ৪৭

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি ৪৭

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতি ৪৯

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতি ৫২

৩.৪.৪ স্বাভাবিক সময়ে/ ঝুঁকিহ্রাস সময়ের ব্যবস্থাদী ৫২

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরী সাড়া প্রদান **৫৭ – ৬৭**
৪.১ জরুরী **অপরেশন সেন্টার** (EOC) ৫৭
৪.১.১ জরুরী কন্ট্রোল রুমপরিচালনা ৫৭
৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা ৫৯
৪.২.১ স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা ৬১
৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার ৬১
৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি ৬১
৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসাপ্রদান ৬১
৪.২.৫ আশ্রয়কেদ্র রক্ষনাবেক্ষন ৬১
৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা ৬২
৪.২.৭ দূর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেদন প্রেরণঃ ৬২
৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা ৬২
৪.২.৯ শুকনা খাবার, জীবন রাক্ষাকারী ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা ৬২
৪.২.১০ গবাদী পশুর চিকিৎসা/টিকা ৬২
৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা ৬২
৪.২.১২ জরুরী কন্ট্রোল রুম (EOC) পরিচালনা ৬৩
৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র / নিরাপদ স্থান সমুহ ৬৩
৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ননা ৬৩
৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন ৬৪
৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে) ৬৫
৪.৬ অর্থায়ন ৬৫
৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ ৬৬
পঞ্চম অধ্যায়ঃ উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা **৬৮ - ৯৯**
৫.১ ক্ষয়ক্ষতি মূল্যায়ন ৬৮
৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার ৬৯
৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা ৬৯
৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার ৬৯
৫.২.৩ জনসেবা পুনরারম্ভ ৬৯
৫.২.৪ জরুরী জীবীকা সহায়তা ৭০
সংযুক্তি ১: আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট ৭১
সংযুক্তি ২ :উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ৭৩
সংযুক্তি ৩: উপজেলার সেচ্ছাসেবকদের তালিকা ৭৪
সংযুক্তি ৪: আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা ৭৫
সংযুক্তি ৫: এক নজরে পবা উপজেলা ৭৮
সংযুক্তি ৬: বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী ৭৯
সংযুক্তি ৭: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ৮০
সংযুক্তি ৮: উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ ৮২
সংযুক্তি ৯: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮৪
সংযুক্তি ১০: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা) ৮৬
সংযুক্তি ১১: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী ঝড়) ৮৮
সংযুক্তি ১২: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙন) ৯০
সংযুক্তি ১৩: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ) ৯২
সংযুক্তি ১৪: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি) ৯৪

সংযুক্তি ১৫: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক) ৯৬
সংযুক্তি ১৬: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর) ৯৮

টেবিলের তালিকা

টেবিল ১.১: উপজেলা ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম। ৩
টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা। ৪
টেবিল ১.৩: ধরন অনুসারে রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য। ৬
টেবিল ১.৪: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক গভীর নলকূপ ও স্যালো মেশিন সংখ্যা। ৬
টেবিল ১.৫: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক হাট ও বাজারের সংখ্যা। ৭
টেবিল ১.৬: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ধর্মীও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা। ১১
টেবিল ১.৭: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ব্যাংক সমূহের অবস্থান। ১২
টেবিল ১.৮: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সমূহের অবস্থান। ১৩
টেবিল ১.৯: ৩১ বছরের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান। ১৫
টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ। ২০
টেবিল ২.২ :আপদ ও আপদের চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকার। ২১
টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা। ২৪
টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা। ২৫
টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়। ২৬
টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি। ৩২
টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি ৩৩
টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা। ৩৩
টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি। ৩৪
টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব। ৩৪
টেবিল ৩.১: পবা উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ। ৩৮
টেবিল ৩.২: পবা উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়। ৪১
টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা ৪৫
টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৪৭
টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৪৯
টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা। ৫২
টেবিল ৩.৭: স্বাভাবিক সময়ে প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা। ৫৩
টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ। ৫৭
টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক। ৫৯
টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৬৩
টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা ৬৫
টেবিল ৪.৫: দুর্যোগকালে ব্যবহারযোগ্য উপজেলার সম্পদ সমূহের তালিকা ও বর্ণনা। ৬৫
টেবিল ৪.৬: পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা। ৬৬
টেবিল ৪.৭: পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা। ৬৭
টেবিল ৫.১: খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন। ৬৮
টেবিল ৫.২: প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৩: ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৪: জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা। ৬৯
টেবিল ৫.৫: জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা। ৭০

গ্রাফচিত্রের তালিকা

গ্রাফচিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থা। ৮
গ্রাফচিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার। ৯
গ্রাফচিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের পরিসংখ্যান । ১০
গ্রাফচিত্র ১.৪: বছর ভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমান ১৫

মানচিত্রের তালিকা

মানচিত্র ১.১: পবা উপজেলার মানচিত্র ১৯
সংযুক্তি ৯: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা) ৮৪
সংযুক্তি ১০: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র (বন্যা) ৮৬
সংযুক্তি ১১: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র (কালবৈশাখী ঝড়) ৮৮
সংযুক্তি ১২: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র (নদীভাঙন) ৯০
সংযুক্তি ১৩: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র (তাপদাহ) ৯২
সংযুক্তি ১৪: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র (ফাঁপি) ৯৪
সংযুক্তি ১৫: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র (আর্সেনিক) ৯৬
সংযুক্তি ১৬: আপদ ও ঝুঁকিরমানচিত্র (পানির স্তর) ৯৮

চিত্রের তালিকা পৃষ্ঠা

চিত্র ১.১: পবা উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের প্রধান ফটক। ২
চিত্র ১.২: শহর রক্ষা বাঁধ। ৫
চিত্র ১.৩: পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলার একটি স্লুইচগেট। ৫
চিত্র ১.৪: জোহাখালী নদী উপর নির্মিত ব্রীজ। ৬
চিত্র ১.৫: বরেন্দ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গভীর নলকূপ। ৬
চিত্র ১.৬: উপজেলার একটি বাজার। ৭
চিত্র ১.৭: চর খিদিরপুরে খড় দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি ঘর। ৮
চিত্র ১.৮: কালবৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত পবা উপজেলার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১০
চিত্র ১.৯: পবা উপজেলায় অবস্থিত পবাধানী মসজিদ। ১১
চিত্র ১.১০: পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। ১২
চিত্র ১.১১: পবা উপজেলার হুজরী পাড়া ইউনিয়নের একটি খেলার মাঠ। ১৩
চিত্র ১.১২: পানি সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা। ১৬
চিত্র ১.১৩: উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের ডায়াগ্রাম। ১৬
চিত্র ১.১৪: উপজেলার একটি কৃষিক্ষেত ১৭
চিত্র ১.১৫: খরা মৌসুমে জোহাখালী নদীতে ধান চাষ (দর্শনপাড়া)। ১৭
চিত্র ১.১৬: হুজরীপাড়া ইউনিয়নের একটি আদর্শ গ্রাম পুকুর। ১৭
চিত্র ২.১: দুর্যোগের সামগ্রিক চিত্র। ২০
চিত্র ২.২: ভয়াবহ খরায় বিপর্যস্ত জন-জীবন। ২২
চিত্র ২.৩: ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত জন-জীবন। ২২
চিত্র ২.৪: ভয়াবহ নদী ভাঙ্গনে ঝুঁকির মুখে স্থানীয় অবকাঠামো। ২২
চিত্র ২.৫: ভয়াবহ কালবৈশাখী ঝড়ে বিধস্ত এলাকা। ২৩
চিত্র ২.৬: প্রচন্ড তাপদাহের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন। ২৩
চিত্র ২.৭: পরিবারের পানি সংগ্রহে ন্যাস্ত শিশু। ২৩
চিত্র ২.৮: আর্সেনিকে আক্রান্ত মানব শরীর। ২৩
চিত্র ২.৯: ফাঁপির ফলে ঝুঁকিগ্রস্ত জনজীবন। ২৪

প্রথম অধ্যায়
স্থানীয় এলাকা পরিচিতি

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে অন্যতম একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ গুলোর মধ্যে অন্যতম। জলবায়ু পরিবর্তন ভবিষ্যতের ব্যাপার, একথা এখন আর ঠিক নয়, এটা এখনই আমাদের চারপাশে ঘটছে এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনের লক্ষণগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এটি স্পষ্ট ও বাস্তব ঘটনা যা বাংলাদেশের সামাজিক ও মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলছে। দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরা, লু-হাওয়া, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া, উত্তর-পূর্ব ও মধ্যাঞ্চলে পৌনপৌনিক বন্যা, পাহাড়ী অঞ্চলে ঢল ও ভূমিধ্বস এবং দেশব্যাপী নদীভাঙ্গন এ পরিস্থিতিকে আরও বিপদাপন্ন করে তুলেছে। এগুলোর ভবিষ্যৎ প্রভাবের অনেক কিছুই এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি এবং সম্ভাব্য প্রতিকার ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাও অনিশ্চিত।

দুর্যোগের স্থায়ী আদেশাবলীতে ঝুঁকিহ্রাস ও কন্টিনজেন্সী পরিকল্পনাকে অন্তর্ভুক্ত করে জেলা, উপজেলা, পৌরসভার ও সিটিকর্পোরেশন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা বিষয়টি সিডিএমপি খুবই গুরুত্বের সাথে নিয়েছে। পরিকল্পনার স্থায়ীত্বশীলতা ও কার্জকারিতা, নিবিড় এবং ফলাফলধর্মী কর্মপদ্ধতি, সংশ্লিষ্ট সংগঠন, প্রতিষ্ঠানের ও জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের উপর নির্ভরশীল। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি ৩-৫ বছরের জন্য করা হবে। এদেশের প্রতিটি জেলাই কম বেশি দুর্যোগ আক্রান্ত হয়। এ জেলা গুলোর মধ্যে রাজশাহী জেলা অন্যতম। পদ্মার তীরবর্তী অবস্থান হওয়ায় রাজশাহী জেলার প্রতিটি উপজেলা প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে আক্রান্ত হয়। ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে নদীভাঙ্গন, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, তাপদাহ, শৈত্যপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এই এলাকার প্রধান দুর্যোগ।

রাজশাহী জেলার উপকণ্ঠ পবা উপজেলা বিভিন্ন দিক দিয়ে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। রাজশাহী মহানগরীর চতুর্দিকে বেষ্টিত এই উপজেলায় রয়েছে বেশ কিছু গুরত্বপূর্ণ স্থাপনা। এ গুলোর মধ্যে রয়েছে শাহমখদুম বিমান বন্দর, হরিয়ান ও শিতলাই রেলওয়ে ষ্টেশন, রাজশাহী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির সদর দপ্তর, কাটাখালী পাওয়ার প্লান্ট, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়, রাজশাহী সরকারী শিশু সদন এবং মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র, আশ্রয় প্রশিক্ষন ও আবাসন কেন্দ্র এবং ব্র্যাক আঞ্চলিক প্রশিক্ষন কেন্দ্র (টার্ক)। পবা উপজেলা একটি অত্যন্ত দুর্যোগ ঝুঁকি প্রবন এলাকা। ফলে অত্র অঞ্চলের জনসাধারন প্রতিনিয়ত ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় জীবনযাপন করে। দুর্যোগের পূর্ব প্রস্তুতি সম্পর্কে ধারনা না থাকায় এবং যথাযথ প্রশিক্ষনের অভাবে কার্যকরী ভুমিকা রাখতে না পারায় প্রতি বছর বিভিন্ন দুর্যোগে পতিত হলেও উপজেলা পর্যায়ে ঝুঁকি হ্রাসপূর্বক দুর্যোগ প্রতিরোধে আগাম প্রস্তুতিমূলক কোন কর্মপরিকল্পনার প্রতিফলন দেখা যায়নি। এই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি পবা উপজেলার জন্য প্রনয়ণ করা হয়েছে, যা স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ও তাদের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিহ্রাস করে তাদের আপদকালীন বিপদাপন্নতা নিরসনে সহায়তা করবে। এটি একটি জীবন্ত দলিল হিসেবেই থাকবে এবং নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক তথ্য, জাতীয় উন্নয়ন অগ্রাধিকার এবং আলোচনার প্রকৃতি ও ফলাফলের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হবে। এই দলিলের ১ম থেকে ৩য় অধ্যায়ে পবা উপজেলার সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রাকৃতিক ও অবকাঠামোগত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা, কৌশলপত্রের প্রাসঙ্গিকতা, অন্তর্নিহিত কারণগুলোর রূপরেখা ও উপজেলায় জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন অভিযোজন কৌশলের বিবরণ এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে ৩-৫ বছরের কর্মপরিকল্পনার সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেয়া হয়েছে। ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায়ে সাধারণ মানুষ, বিশেষত সমাজ-রাজনৈতিক কর্মী ও উন্নয়ন কর্মীদের অংশগ্রহনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বাড়ানো ও প্রতিরোধক্ষমতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রাতিষ্ঠানিকিকরনের রূপরেখা দেয়া হয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া থেকে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন জনসাধারনের সুরক্ষা এবং একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্দেশ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়' সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) অধীনে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসনকল্পের অংশ হিসেবে একটি বহুমুখী পূর্ব প্রস্তুতিমূলক পরিকল্পনা প্রনয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যেহেতু উপজেলা পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়, জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ বিপদাপন্নতা মোকাবেলায় জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন ও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়নের আগ্রাধিকার নিরূপণ ও বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে সেহেতু এ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের ধারনা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১.২ পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য মাঠ পর্যায়ের যেকোন কার্যকরী সর্বোত্তম উদ্যোগকে জাতীয়ভাবে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে উপস্থাপন করা প্রয়োজন। বর্তমানে দুর্যোগ বাবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয় সার্বিক দুর্যোগ বাবস্থাপনা কর্মসূচীর (সিডিএমপি) মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও হ্রাসকল্পে একটি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা কৌশল পরিবর্তন করে দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলা কার্যক্রম হাতে নিয়েছে যার প্রধান প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হল-

- পরিবার ও সমাজ পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে গনসচেতনতা সৃষ্টি ও সকল প্রকার ঝুঁকি হ্রাস করনে পরিবার, সমাজ, ইউনিয়ন প্রশাসন পর্যায়ে বাস্তব সম্মত উপায়ে উদ্ভাবন করা।
- স্থানীয় উদ্যোগে যথাসম্ভব স্থানীয় সম্পদ ব্যাবহারের মাধমে ঝুঁকি হ্রাস করন ও ব্যবস্থাদির বাস্তবায়ন পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন।
- অপসারণ, উদ্ধার, চাহিদা নিরূপণ ত্রাণ ও তাৎক্ষনিক পুনর্বাসন ব্যাবস্থার জন্য স্থানীয়ভাবে প্রনীত পরিকল্পনার অনুশীলন ও প্রয়োগ।
- একটি নির্দিষ্ট এলাকা এবং নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কৌশলগত দলিল তৈরী করা।
- দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সেক্টরের (সরকারী, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় এনজিও, দাতা সংস্থা ইত্যাদি) জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা হিসেবে কাজ করবে।
- দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের পরিকল্পনা প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান করে।
- সংশ্লিষ্ট কমিউনিটির দুর্যোগ পরিকল্পনায় আন্তরিক অংশগ্রহন, কার্যকর অংশীদারিত্ব ও মালিকানাবোধ জাগ্রত করা।

১.৩ পবা উপজেলার পরিচিতি

১৯৮৩ সালের ১১ নভেম্বরে পবাকে থানা হতে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। পবা মৌজা হতে পবা উপজেলার নামকরণ হয়। পবা মৌজায় পবা থানা অবস্থিত ছিল। সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পবা মৌজা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং পবা থানার নামকরণ করা হয় শাহমখদুম থানা। কিন্তু পবা উপজেলার নামটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। বর্তমানে পবা থানাটি পবা উপজেলার নওহাটা পৌরসভায় অবস্থিত।

চিত্র ১.১: পবা উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সের প্রধান ফটক।

১.৩.১. উপজেলার ভৌগলিক অবস্থান

- উপজেলাটি কোন জেলায় অবস্থিতঃ পবা উপজেলাটি রাজশাহী জেলায় অবস্থিত।
- নির্বাচনী এলাকাঃ ৫৪, রাজশাহী-৩
- চারপাশের ইউনিয়ন গুলোর নাম: পবা উপজেলার উত্তরে মোহনপুর ও তানোর উপজেলা, দক্ষিণে চারঘাট ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, পূর্বে পুঠিয়া ও দূর্গাপুর উপজেলা এবং পশ্চিমে গোদাগাড়ী উপজেলা।
- নদী, বাঁধ, রাস্তাঘাট ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বর্ণনাঃ পবা উপজেলার উপর দিয়ে ৩টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। ৪টি ইউনিয়নে ও ২টি পৌরসভায় বাঁধ রয়েছে। পবা উপজেলায় মোট পাকা রাস্তার পরিমাণ ৪০৯ কিমি, কাঁচা রাস্তার পরিমাণ ৬৫০ কিমি এবং আধাপাকা রাস্তার পরিমাণ ৩৫কিমি। সর্বমোট ৫৫০টি ব্রীজ-কালভার্ট রয়েছে। বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে প্রধান যোগাযোগের মাধ্যম সাইকেল, রিক্সা, ভ্যান, মোটর সাইকেল, সিএনজি, মিশুক, ভটভটি, বাস, ট্রেন ও নৌকা। এই উপজেলা থেকে কোন দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত না হলেও এখানকার মানুষ রাজশাহী মহানগর থেকে প্রকাশিত দৈনিক সোনালী সংবাদ, দৈনিক নতুন প্রভাত, দৈনিক সানশাইন, দৈনিক সোনারদেশ সহ ঢাকা থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রিকা পড়ে থাকেন।

- আয়তন, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা: বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমে বরেন্দ্র ভূমি রাজশাহী জেলার অর্ন্তগত ফলমূল আর কৃষি সমৃদ্ধ উপজেলা পবা। ভৌগলিক ভাবে এ উপজেলা ২৪.২৩ ডিগ্রী থেকে ২৪.৩২ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮.৪০ ডিগ্রী থেকে ৮৮.৫২ ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। পবা উপজেলার মোট আয়তন ৩৩৯.৬২ বর্গ কিলোমিটার। এখানে নদী, খাল, বিল ও জলাশয় আছে। এ উপজেলার মাটি মূলত ৪ ধরনের । যেমন বেলে, দো-আঁশ, এঁটেল ও বেলে দো-আঁশ মাটি। এই উপজেলার অধিকাংশটাই সমতল ভূমি। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল না থাকা সত্ত্বেও চমৎকার উর্বর ভূমি এবং প্রাকৃতিক বিন্যাস উপজেলাকে সুন্দরতর করে তুলেছে। বৃহৎ আকারে কোন জরিপ না হওয়ায় এখন পর্যন্ত পবা উপজেলায় কোন খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক এলাকার মতো এই উপজেলায়ও আর্সেনিক এর প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে।
- জেলা হতে উপজেলার দূরত্বঃ রাজশাহী জেলা সদর হতে পবা উপজেলার দূরত্ব ১২ কিঃ মিঃ।

১.৩.২ আয়তনঃ

রাজশাহী জেলার পবা উপজেলা ০৮ টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভা সমন্বয়ে গঠিত যার আয়তন ৩৩৯.৬২ বর্গ কিলোমিটার। মোট গ্রামের সংখ্যা ২৬২ এবং মোট মৌজার সংখ্যা ২১৬ টি।

টেবিল ১.১: উপজেলা, ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক মৌজার নাম।

উপজেলা নাম ও জিও কোড	ইউনিয়ন নাম ও জিইও কোড নম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
পবা উপজেলা (৭২)	দর্শনপাড়া (৪৩)	বারইপাড়া, বাগশাইল, বাগচাপা, বিলধর্ম্মপুর, তালুক ধর্মপুর, সন্দলপুর, প্রসাদপাড়া, বিলনেপালপাড়া, ঘোষপুকুর, দর্শনপাড়া, তিশলাই, তেতুলিয়া ডাংগা , চক দর্শনপাড়া। মোট মৌজা সংখ্যা = ১৩ টি
	হজরীপাড়া (৬৫)	নেপালপাড়া, সরিষাকুড়ি, হজরীপাড়া, রাধানগর, ধর্মহাটা, করমজা, ঘিপাড়া, তুরাপুর, তেতুঁলিয়া, সরমংলা, উত্তর লক্ষ্মীপুর, সাহাপুর, মোল্লা ডাইং, বাতাস মোল্লা, কুমড়াপুকুর, কর্ণহার। মোট মৌজা সংখ্যা = ১৬ টি ।
	দামকুড়া (৩৫)	মধুপুর, মেদোবাড়ী, রাহী, বাইস বলদ, দেলুয়াবাড়ী, গোসাইপুর, হরিষার ডাইং, কাদিরপুর, বাথানবাড়ী, আশগ্রাম, আলোকছত্র, ভীমের ডাইং, শিতলাই। মোট মৌজা সংখ্যা = ১৩ টি
	হড়গ্রাম (৫১)	বালিয়া, গোবিন্দপুর, কাশিয়াডাংগা, পুকুরিয়া, কুলপাড়া, বড়বাড়িয়া, বুজকাই, মিঞাপুর, বিল বড়বাড়ীয়া, আলীগঞ্জ, বহড়া, বসুয়া, খিরসন, বাজে সিলিন্দা, বারইপাড়া। মোট মৌজা সংখ্যা =১৫ টি
	হরিপুর (৬১)	চর মাঝাড় দিয়াড়, নবী নগর, বশুরি, গোপালপুর, মাদনপুর, কসবা, হরিপুর, হাড়ুপুর, নবগংগা, আসবাবপুর, চর নবিনগর, চর নবগংগা, চর হরিপুর, জাজিরা চর, চর ঝাউবোনা, জাজিরা চর সোনাইকান্দি, মাঝার দিয়ার, নয়ামাঝার দিয়ার, জাজিয়া চর ডুমুরিয়া। মোট মৌজা সংখ্যা = ১৯ টি
	হরিয়ান (৫৪)	হরিয়ান, কাপাসিয়া, সমসাদিপুর, শ্যামপুর, রুপসীডাংগা, সুছরণ, জাগির, এমাদপুর, মল্লিকপুর, রণহাট, নলখোলা, কুখন্ডি, কিসমত কুখন্ডি, কালিয়ারপাড়া, বখরাবাদ, মাসকাটাদিঘি, মোহনপুর, হাজরাপুকুর, দিয়াড় খিদিরপুর, চর খিদিরপুর, বিবাদী তারনগর, চর বিন্দাদহ, চর কেশবপুর, চর রামপুর, চর শ্যামপুর, শ্রীরামপুর, চর সাইপাড়া, কাদিরপুর, টিটামারী, দিয়াড় শিবনগর। মোট মৌজা সংখ্যা =৩০ টি।
	বড়গাছি (২৭)	আমগাছি, জোতকান্দর, সূর্য্যপুর, ইটাঘাটি, মাধায়পাড়া, হায়দারহাটী, তেকাটা বাড়া, দাদপুর, চক গোয়ালদহ, গোয়ালদহ, কানপাড়া, তালগছি, গোপালহাট, বড়গাছি, মাধবপুর, বীর গোয়াল, কানসিপাড়া, সুভিপাড়া, মথুরা, সবসার, নাগশাশা, বিরস্তইল, পানিশৈল, জয়কৃষ্ণপুর, ভাবানীপুর। মোট মৌজা সংখ্যা = ২৫ টি।
	পারিলা (৮৭)	সারংপুর, কৈপুকুরিয়া, তেবাড়িয়া, রামচন্দ্রপুর, খড়খড়িয়া, ললিতাহার, কালুমেড়,

উপজেলা নাম ও জিও কোড	ইউনিয়ন নাম ও জিইও কোড নম্বর	ইউনিয়ন ভিত্তিক মৌজার নাম
		পুরাপুকুর, নারিকেলবাড়ী, মুশরাইল, কেচুয়া তৈল, বালানগর, মাড়িয়া, ভগিরতপুর, উজিরপুকুর, চকপারিলা, বজরাপুর, দুর্গাপাড়া, পারিলা, তরফপারিলা, ঘোলহাড়িয়া, শিরলিয়া, কাপাসমল, কাঁঠালপাড়া, ভালুকপুকুর, কয়রা, বামন শিকড়, চাপাপুকুর, পান্থাপাড়া। মোট মৌজা সংখ্যা = ২৯ টি
	নওহাটা পৌরসভা	শ্রীপুর, পিল্লাপাড়া, কাজীপাড়া, টিকরীপাড়া, দুয়ারী, চৌবাড়ীয়া, মাঝিগ্রাম, কুমড়াপুকুর, সন্তোষপুর, বায়া, ভোলাবাড়ী, নওহাটা, মহানন্দাখালী, দৌলতপুর, বারইপাড়া, থালতা, তকিপুর, তেলি পাড়া, বাগধানী, বসন্তপুর, বাগসারা, তেঘর, আলাই বিদিরপুর, মদনহাটী, মধুসুদনপুর, পালোপাড়া, পুঠিয়াপাড়া, বারইকুড়ি, ভোগরাইল, বালিয়া ডাংগা, পাকুড়িয়া, বৈরাগী পাড়া, পাল পাড়া, চালাকি পাড়া, চন্দ্র পুকুর, নামো পাড়া, পাইক পাড়া, শিয়াল বেড়, সিন্দুর কুসুম্বী (দেওয়ান পাড়া), সোনা পাড়া। মোট মৌজা সংখ্যা = ৪০ টি।
	কাটাখালী পৌরসভা	কাপাসিয়া, এমাদপুর, সমসাদিপুর, মাসকাটাদিঘী, বাঁকরাবাদ, দেওয়ানপাড়া, শ্যামপুর গোয়ালপাড়া, শ্যামপুর নগরপাড়া, শ্যামপুর মধ্যপাড়া, শ্যামপুর মৌলভীপাড়া, শ্যামপুর নতুনপাড়া, শ্যামপুর মোল্লাপাড়া, শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া (অংশ), শ্যামপুর ঠাণ্ডারপাড়া, শ্যামপুর চরপাড়া, শ্যামপুর পশ্চিমপাড়া (অংশ)।মোট মৌজা সংখ্যা = ১৬ টি।

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা পরিসংখ্যান অফিস, ২০১৪

১.৩.৩ জনসংখ্যা

এই উপজেলায় প্রধানত মুসলিম, হিন্দু, খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে। তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর উপস্থিতি দেখা যায়। অন্য সম্প্রদায়ের আচার অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় মূল্যবোধে কেউ আঘাত করে না এবং ধর্মীয় হিংসা-বিদ্বেষ শোনা যায় না। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে সম্প্রীতির সাথে বসবাস করে আসছে। পবা উপজেলার মোট জনসংখ্যা ৩১৪১৯৬ জন। এর মধ্যে ২৭৫১৬৩ জন পুরুষ এবং ২৬৭৪৯৭ জন নারী। জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯০০ জন (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ২.০৮%। ইউনিয়ন ভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যান নিম্নের টেবিলের মাধ্যমে উল্লেখ করা হল:

টেবিল ১.২: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধি, পরিবার ও ভোটার সংখ্যা।

ইউনিয়ন নাম	পুরুষ	মহিলা	শিশু (০-৫)%	বৃদ্ধ (৬০+)%	প্রতিবন্ধি %	মোট জনসংখ্যা	পরিবার/ খানা	ভোটার
দর্শনপাড়া	৬৬১৩	৬৬৪৩	৩১.৮	৭.১	২.২	১৩২৫৬	৩৩৯৪	১০২০৩
হুজরীপাড়া	১৩৩৭২	১৩০৫৬	৩২.৫	৭.৩	১.২	২৬৪২৮	৬৫৮৪	২২৫৮২
দামকুড়া	১০৪৪৩	১০৩৩৮	৩২.১	৬.৬	১.৩	২০৭৮১	৫০০৩	১৮৫২১
হরিপুর	১৪৪০৮	১৩৭৩০	৩৪.৭	৬.৭	১.৫	২৮১৩৮	৬৪৮৪	১৬৬৫৩
হড়গ্রাম	১৯৩৩৭	১৮৮৬৭	৩২.৮	৬.১	১.৪	৩৮২০৪	৮৮২৮	২৭৬৫৩
হরিয়ান	১২৪৮৮	১২০৭২	৩০.৬	৬.৫	১.৭	২৪৫৬০	৫৯৫২	১৯৮৮০
বড়গাছি	১৯৪৫০	১৯২০৩	২৯.৫	৬.৯	১.৮	৩৮৬৫৩	৯৬০৭	২৫৬৬৬
পারিলা	১৯৬০০	১৮৮৪৪	৩০.১	৬.৬	১.৫	৩৮৪৪৪	৯৭৭২	২৩৯৮৬
নওহাটা পৌরসভা	২৮৮২৬	২৮২৯৩	৩২.৭	৭.৮	১.১	৫৭১১৯	১৪০৪৫	৪৯৬৮৩
কাটাখালী পৌরসভা	১৪৯১৫	১৩৬৯৮	৩৩.২	৭.১	১.৩	২৮৬১৩	৬৯৫৩	২৪৮৩২
সর্বমোট	**২৭৫১৬৩**	**২৬৭৪৯৭**	**৩১.২**	**৬.৭**	**১.৫**	**৩১৪১৯৬**	**১৫৩২৪৪**	**২৩৯৬৫৯**

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা পরিষদ, ২০১৪ এবং আদম শুমারি, ২০১১

১.৪ অবকাঠামো ও অ-অবকাঠামো

পবা মুলতঃ কৃষি প্রধান উপজেলা। এখানকার সিংহভাগ মানুষের জীবিকার প্রধান উৎস কৃষি। তাই এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু কৃষি ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান। উপজেলার সকল ওয়ার্ড, ইউনিয়ন পল্লী বিদ্যুতের আওতাধীন। উপজেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প এবং বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এরমধ্যে হাঁস-মুরগীর খামার, গবাদিপশুর খামার, অটো রাইস মিল, ছাপা খানা, ঝালাই কারখানা, কোল্ডস্টোরেজ, ইট-ভাটা এবং বিভিন্ন ধরনের কুটির শিল্প অন্যতম। এছাড়াও শিল্পো-কলকারখানা, বরফকল, আটাকল, স'মিল ইত্যাদি রয়েছে। ব্যাংক, বীমা, বিমান বন্দর, রেলস্টেশন, বাস টার্মিনাল ও পেট্রোল পাম্প সহ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের বিস্তার লাভ করেছে বহুলাংশে।

১.৪.১ অবকাঠামো

বাঁধ

পবা উপজেলার দর্শনপাড়া ইউনিয়নের জোহাখালী নদী সংলগ্ন এলাকায় প্রায় ৬ কিমি বাঁধ আছে। বাঁধটি নওহাটা পৌরসভা পর্যন্ত অবস্থিত। হুজরীপাড়া ইউনিয়নের শির্শাপাড়া হতে মোল্লারডাইং ভায়া কালিতলার বিল পর্যন্ত খালের ধার দিয়ে এবং কুমড়া পুকুর হতে সরমংলা ভায়া ভাগাইল এর মধ্য দিয়ে পুরাখালি পর্যন্ত বাঁধ আছে। হরিপুর ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ধার দিয়ে বশরী হয়ে গহমাবনা পর্যন্ত ১৯ কিমি বাঁধ বিদ্যমান। হড়গ্রাম ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ধার দিয়ে সাবেক ১ নং ওয়ার্ডের গোবিন্দপুর ও বালিয়া গ্রামে বাঁধ আছে। বড়গাছী ইউনিয়নের বারনই নদীর ধার দিয়ে মথুরা হতে কালুপাড়া পর্যন্ত ১৭ কিমি বাঁধ আছে। হরিয়ান ইউনিয়ন ২০১৩ সালে ভয়াবহ নদী ভাঙ্গনের পর পানি উন্নয়ন বোর্ডের তত্ত্বাবধানে চর খিদিরপুর ও চর খানপুরে বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ তৈরী করা হয়। বাধটির দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ কিমি। কাঁটাখালী পৌরসভার চরশ্যামপুর মিজানের মোড় হতে নগরপাড়া পর্যন্ত বাঁধ আছে। নওহাটা পৌরসভার নওহাটা গরুর হাট থেকে নদীর ধার দিয়ে পুঠিয়াপাড়া বাগধানী ব্রীজ পর্যন্ত
৬ কিমি বাঁধ আছে। বাঁধটি হুজরীপাড়া ইউনিয়নের বারনই নদী সংলগ্ন বাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়া নওহাটা হতে বাগধানী পর্যন্ত এবং দুয়ারী হতে পাকুরিয়া পর্যন্ত অধিকাংশ জায়গায় বাঁধ আছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.২: শহর রক্ষা বাঁধ।

স্লুইচগেট

পবা উপজেলায় মোট ৩০ টি স্লুইচ গেট আছে। এর মধ্যে নওহাটা পৌরসভায় ১০ টি, কাটাখালি পৌরসভায় ২ টি, দর্শন পাড়া ইউনিয়নে ৩ টি, হুজরীপাড়া ইউনিয়নে ২ টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ৩টি, হরিপুর ইউনিয়নে ৪ টি, পারিলা ইউনিয়নে ২ টি, বড়গাছি ইউনিয়নে ১ টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ১ টি এবং হরিয়ান ইউনিয়নে ৩ টি স্লুইচগেট আছে। এই স্লুইচগেট গুলো পবা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পানি সরবরাহ এবং বন্যা ও জলাবদ্ধতার সময় অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। স্লুইচ গেটগুলো পদ্মা, জোহাখালী ও বারনই নদী সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত। অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলাবদ্ধতা ইত্যাদি আপদ অত্র এলাকায় নতুন নয়। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে আপদগুলো দুর্যোগে পরিনত হচ্ছে এবং তাদের তীব্রতা ও মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় স্লুইচগেট গুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার অত্র এলাকার জনগণের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে স্থানীয় জনগন মনে করে। *(তথ্য সূত্রঃ এফজিডি ও মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.৩: পানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের জন্য উপজেলার একটি স্লুইচগেট।

ব্রীজ

পবা উপজেলায় মোট ৩৫ টি ব্রীজ আছে। এর মধ্যে দামকুড়া ইউনিয়নে ৩টি, কাটাখালি পৌরসভায় ৬টি, হরিয়ান ইউনিয়নে ২টি, পারিলা ইউনিয়নে ৩টি, দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ৪টি, নওহাটা পৌরসভায় ৫টি, বড়গাছি ইউনিয়নে ৫টি, হুজুরীপাড়া ইউনিয়নে ৩টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ২টি এবং হরিপুর ইউনিয়নে ২টি স্লুইচ গেট আছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.৪: জোহাখালী নদী উপর নির্মিত ব্রীজ।

কালভার্ট

পবা উপজেলার ৮ টি ইউনিয়নে মোট ৫১৫ টি কালভার্ট রয়েছে। এর মধ্যে দামকুড়া ইউনিয়নে ৫৫ টি, কাটাখালি পৌরসভায় ৪০ টি, হরিয়ান ইউনিয়নে ৬০ টি, পারিলা ইউনিয়নে ৩৮ টি, দর্শন পাড়া ইউনিয়নে ৬৫ টি, নওহাটা পৌরসভায় ৫৫ টি, বড়গাছি ইউনিয়নে ৫৬ টি, হুজুরীপাড়া ইউনিয়নে ৬৫ টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ৩৫ টি এবং হরিপুর ইউনিয়নে ৪৬ টি কালভার্ট আছে। *((তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

রাস্তা ঘাট

পবা উপজেলায় মোট ৯৪৪.১৭ কিমি রাস্তা রয়েছে যার মধ্যে পাকা রাস্তা ৪০৯.০৬ কিমি এবং কাচা রাস্তা ৬৯৫.১২ কিমি। উপজেলার সব ধরনের রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য নিচের ছকে দেওয়া হলঃ

টেবিল ১.৩: ধরন অনুসারে রাস্তার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য।

উপজেলা	রাস্তার ধরন	রাস্তার সংখ্যা	দৈর্ঘ্য (কিমি)
পবা (৭২)	উপজেলা রোড	১৪	১২০.৯৬
	ইউনিয়ন রোড	২৪	১১৮.০০
	ভিলেজ রোড এ	২১৪	৫০৯.৩৭
	ভিলেজ রোড বি	২০০	৩৫৫.৮৫

পবা উপজেলার ভিলেজ রোড ‘এ’ তে পাকা রাস্তা ১৩১ কিমি এবং মাটির রাস্তার ৩৪৮.৫৭ কিমি। ভিলেজ রোড ‘বি’ তে পাকা ৩৯.১০ কিমি এবং মাটির রাস্তার দৈর্ঘ্য ৩০২.৯৪ কিমি। *(তথ্য সূত্রঃ এলজিইডি, ২০১৪)*

সেচ ব্যবস্থা

ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে উপজেলার কৃষিখাত, মৎস্যখাত রক্ষার জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) এবং উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। “বৃষ্টির পানি সংরক্ষন ও সেচ প্রকল্প” এর মাধ্যমে পদ্মা নদী থেকে পাম্পের মাধ্যমে খালে পানি ফেলে সংরক্ষণ ও প্রয়োজনের সময় ব্যবহার করা, কম পানি প্রয়োজন এমন ফসল (ছোলা, টমেটো, ডাল জাতীয়) এবং অধিক পরিমান পানি ধরে রাখে এমন ফসল (ধইঞ্চা) চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা, পুকুর ও খালে বৃষ্টির পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

চিত্র ১.৫: বরেন্দ্র সেচ প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত গভীর নলকূপ।

বিএমডিএ বিভিন্নভাবে উপজেলার কৃষিখাতকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। পবা উপজেলার ৮টি ইউনিয়নে মোট ২৮৮ টি গভীর নলকূপ রয়েছে। অত্র উপজেলায় অগভীর নলকুপের গড় গভীরতা সাধারনত ৯০-১০০ ফুট এবং গভীর নলকুপের গড় গভীরতা সাধারনত ৯০০-১০০০ ফুট হয়ে থাকে।

টেবিল ১.৪: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক গভীর নলকূপ ও স্যালো মেশিন সংখ্যা।

এলাকার নাম	গভীর নলকূপ	স্যালো মেশিন
দামকুড়া ইউনিয়ন	২৮	৪৭
কাটাখালি পৌরসভা	৩৭	৭০
হরিয়ান ইউনিয়ন	৩	৪৫০০
পারিলা ইউনিয়ন	৩৩	৯০
নওহাটা পৌরসভা	৩৬	১৩২
বড়গাছি ইউনিয়নে	৩৩	১৫০
দর্শন পাড়া ইউনিয়নে	৪২	৬৫
হড়গ্রাম ইউনিয়ন	২৫	১২০
হুজরীপাড়া ইউনিয়ন	৩৬	৯০
হরিপুর ইউনিয়নে	১৫	৩০

তথ্য সূত্রঃ এফজিডি ও মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

হাট ও বাজার

চিত্র ১.৬: উপজেলার একটি বাজার।

পবা উপজেলা কৃষি প্রধান হলেও এখানে ছোট পরিসরে শিল্প কারখানা রয়েছে, তার মধ্যে অটো-রাইস মিল, তেল মিল, আটার মিল, স-মিল, ঝালাই কারখানা, ইটভাটা ইত্যাদি। পবা উপজেলায় ২৪টি হাট ও ১১টি বাজার উপজেলার মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জোগান দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণ করে থাকে। এগুলির মধ্যে খড়খড়ি হাট, গোপাল হাট, ডাংয়ের হাট, দামকুড়া পশুহাট, দামকুড়া তহহাট, দারুশা হাট, বড়গাছী হাট, মড়মড়িয়া হাট, হরিপুর হাট অন্যতম। হাটগুলো সাধারনত সপ্তাহে ২ দিন এবং বাজার গুলো সপ্তাহের প্রতিদিন বসে। এ সব হাটবাজার থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমানে ধান, চাল, পাট, পান, আলু, আম, আঁখ, পেয়ারা, তরমুজ, কলা, পেঁপে, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি দেশ ব্যাপী রপ্তানী করা হয়। এছাড়াও এ উপজেলায় ৩০ জন স্বর্ণকার, ৪০ জন কামার, ৬৭ জন কুমার, ৯০ জন রাজমিস্ত্রী, ৫০ জন তাঁতশিল্পী, ৪০০ জন দর্জি এবং ১৫০ জন বাঁশ শিল্পের শ্রমিক রয়েছে। পবা উপজেলার ইউনিয়ন ভিত্তিক হাট-বাজারের তথ্য এখানে উল্লেখ করা হল।

টেবিল ১.৫: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক হাট ও বাজারের সংখ্যা।

এলাকার নাম	হাটের সংখ্যা	বাজার সংখ্যা
দামকুড়া ইউনিয়ন	০২	--
কাটাখালি পৌরসভা	০২	০২
হরিয়ান ইউনিয়ন	০১	--
পারিলা ইউনিয়ন	০৩	--
নওহাটা পৌরসভা	০৪	০২
বড়গাছি ইউনিয়নে	০৩	০২
দর্শন পাড়া ইউনিয়নে	০৩	--
হড়গ্রাম ইউনিয়ন	০১	০৩
হুজরীপাড়া ইউনিয়ন	০৪	০২
হরিপুর ইউনিয়নে	০১	--
মোট	২৪টি	১১টি

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

১.৪.২ সামাজিক সম্পদ

একটি এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সম্পদের সমৃদ্ধি সেই এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল। পবা উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ, প্রার্থনাস্থান, খেলার মাঠ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ডাকঘর, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন, বনায়ন প্রভৃতি সামাজিক সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হয়। অত্র এলাকায় অবস্থিত এনজিও সমূহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করায় তাদেরকেও সামাজিক সম্পদ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ঘরবাড়ি

পবা উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় অবস্থিত বেশির ভাগ ঘরবাড়ি অস্থায়ী যেগুলো বাঁশ, টিন ও খড় দিয়ে তৈরী। এছাড়াও পাকা এবং আধাপাকা ঘরবাড়ি এই উপজেলায় তুলনামূলক ভাবে কম হলেও বেশ দেখতে পাওয়া যায়। তবে উপজেলার চর অঞ্চলে ঝুপড়ি ঘর বেশী দেখা যায়। সম্প্রতি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পাকা ঘরবাড়ি তৈরির প্রবনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পবা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কাঁচা, পাকা, আধাপাকা ও ঝুপড়ি ঘরে বসবাসকারী পরিবারের তুলনামূলক পরিসংখ্যান (শতকরা হার) নিম্নে গ্রাফ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

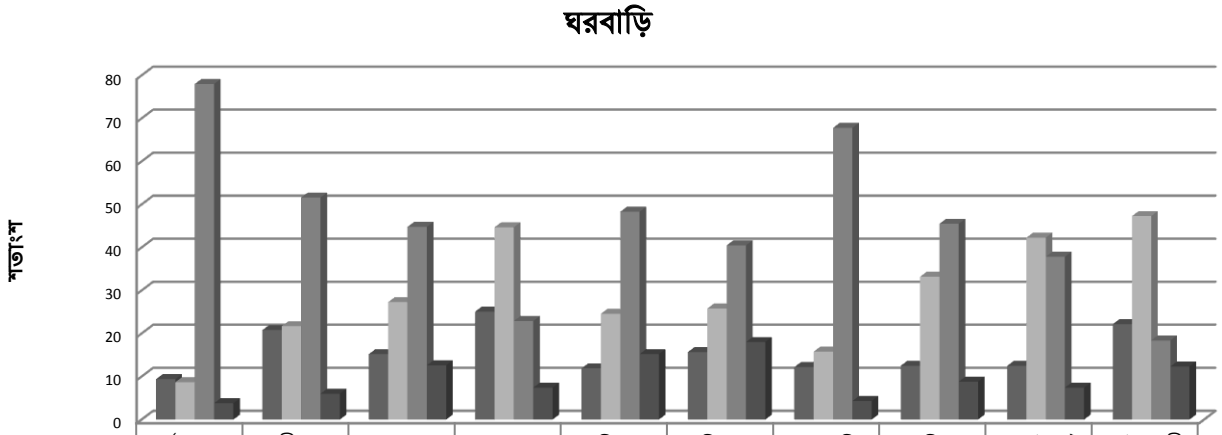

	দর্শন পাড়া ইউপি	হুজরী পাড়া ইউপি	দাম কুড়া ইউপি	হড়গ্রাম ইউপি	হরিপুর ইউপি	হরিয়ান ইউপি	বড়গাছি ইউপি	পারিলা ইউপি	নওহাটা পৌ	কাটা খালী পৌ
পাকা	৯.৪	২০.৮	১৫.২	২৫.১	১১.৯	১৫.৭	১২.২	১২.৫	১২.৪৭	২২.১৮
আধা পাকা	৮.৭	২১.৭	২৭.৩	৪৪.৭	২৪.৬	২৫.৮	১৫.৮	৩৩.২	৪২.২৮	৪৭.২৯
কাঁচা	৭৮	৫১.৬	৪৪.৮	২২.৯	৪৮.৩	৪০.৫	৬৭.৮	৪৫.৫	৩৭.৮৩	১৮.৩৯
ঝুপড়ি	৩.৮	৬	১২.৬	৭.৪	১৫.২	১৮	৪.৩	৮.৮	৭.৪১	১২.৩৩

গ্রাফচিত্র ১.১: বিভিন্ন প্রকৃতি অনুসারে ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ঘরবাড়ির অবস্থা। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

গ্রাফচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পবা উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায় ১৫.৯% পরিবার পাকা ঘরে, ৩১.৮% পরিবার আধাপাকা ঘরে, ৪৩.১% পরিবার কাঁচা ঘরে এবং ৯.২% পরিবার ঝুপড়ি ঘরে বসবাস করে। হরিপুর, হরিয়ান ইউনিয়ন এবং কাটাখালী পৌরসভা পদ্মা নদীর তীর ঘেঁসে রয়েছে এবং এই এলাকার চর অঞ্চলে অনেক মানুষের বাস। যেহেতু এই সব ইউনিয়নে কাঁচা ও আধাপাকা ঘরের সংখ্যা অত্যাধিক এবং চর অঞ্চলে ঝুপড়ি ঘর বেশী সুতরাং বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, ফাঁপি, শৈত্যপ্রবাহ, তাপদাহ, নদী ভাঙ্গান প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে অত্র ইউনিয়নের মানুষ ও গবাদিপশু অত্যন্ত ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় বসবাস করে ও প্রতিবছর ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

চিত্র ১.৭: চর অঞ্চলে বাঁশ, খড় ও মাটি দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি ঘর।

পানি

পবা উপজেলা বাসী তাদের নিত্যপ্রয়োজনীয়, দৈনিক ব্যবহার্য কাজে যে পানি ব্যবহার করে থাকে তার প্রধান উৎস মূলতঃ নলকূপ। উপজেলায় ৩৮১৫টি অ-গভীর নলকূপ এবং ২৮৮টি গভীর নলকূপ রয়েছে। তবে ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটছে এবং ক্রমেই বৈরী/ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার পূর্ব লক্ষনগুলো প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় আর্সেনিকের আতংক বিরাজ করায় নিরাপদ পানির উৎস কমতে শুরু করেছে। সাধারনত খরা মৌসুমে এই এলাকার পানির স্তর নীচে নেমে যায়। ফলে খাবার পানির

	দর্শন পাড়া ইউপি	হুজরীপাড়া ইউপি	দামকুড়া ইউপি	হড়গ্রাম ইউপি	হরিপুর ইউপি	হরিয়ান ইউপি	বড়গাছি ইউপি	পারিলা ইউপি	নওহাটা পৌ	কাটাখালি পৌ
টেপ	৯.৮	৬.২	১৩.৪	০.৮	৯.৩	৪.৯	০.৪	১.৮	৬.৩৮	৬.৫৬
নলকূপ	৮৯.৬	৯০.৯	৮০.৪	৯৬.২	৮৭.৭	৯০.৯	৯৭.৬	৯৩	৮২.৯৮	৯০.৫১
অন্যান্য	০.৬	২.৯	৫.৮	৩	৩	৫	২	৫.২	০.৯৮	২.৮৪

গ্রাফচিত্র ১.২: বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ পানি ব্যবহারকারী পরিবারের শতাংশ হার। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

সংকট সৃষ্টি হয়। এ সময় এলাকাবাসী গোসল, থালা-বাসন ধোয়া, গবাদীপশু গোসল করানো সহ অন্যান্য কাজে সাপ্লাই পানি, পুকুর, খাল, বিল ও নদীর পানি ব্যবহার করে থাকে। তবে যথাযথ পরিচর্যার অভাব, অসচেতনতা, মাছ চাষে অতিরিক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার এবং পুকুর ও খাল-বিল পুনঃখনন না করায় এ পানি দিন দিন দূষিত হয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। পবা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ, ট্যাপ ও অন্যান্য উৎসের পানি ব্যবহারকারী পরিবারের তুলনামূলক পরিসংখ্যান (শতকরা হার) নিম্নে গ্রাফ চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

গ্রাফ চিত্রের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পবা উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভায় মোট ৯০% পরিবারের মানুষ খাবার পানির উৎস হিসেবে নলকূপের পানি, ৫.৮৭% পরিবারের মানুষ ট্যাপের পানি এবং ৩.১৩% মানুষ অন্যান্য উৎস যেমন পুকুর, খাল/খাড়ি, নদী ইত্যাদি থেকে পানি সংগ্রহ ও ব্যবহার করে থাকে। এছাড়া দর্শনপাড়া, নওহাটা পৌরসভা সহ সকল ইউনিয়নেই বিশুদ্ধ পানির বিকল্প উৎসের পরিমান অত্যন্ত নগন্য। ফলে খরা মৌসুমে যখন ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যায় এবং নলকূপের স্বাভাবিক পানির সরবরাহ ব্যাহত হয় তখন অত্র এলাকার জনসাধারণ বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসুতি মা এবং গবাদি পশুপাখি ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হয়। বিভিন্ন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এখন থেকেই যদি বিশুদ্ধ পানির বিকল্প ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করা না হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে যদি ভয়ংকর আর্সেনিকের বিস্তার ঘটে তাহলে পবা উপজেলায় মানবিক বিপর্যয় ঘটবে সেকথা সহজেই অনুমেয়। *(তথ্য সূত্রঃ এফজিডি ও মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা

পয়ঃনিস্কাশনের ক্ষেত্রে পবা উপজেলার অগ্রগতি আশানুরূপ বলা যায় না। অন্যান্য এলাকায় পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা মোটামুটি ভালো থাকলেও চর অঞ্চলে পয়ঃনিস্কাশনের অবস্থা বড়ই নাজুক। উপজেলা জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ব্যক্তিগত উদ্যোগ, এনজিও ও বিভিন্ন দাতা সংস্থাদের সহায়তায় রিং-স্লাব বিতরণ কর্মসূচী গ্রহন করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। পবা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার তুলনামূলক পরিসংখ্যান (শতকরা হার) গ্রাফচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

ওয়াটার সীল্ড স্যানিটারি সিস্টেমে মল-মুত্র ত্যাগের প্যানের নীচে ইংরেজি 'ইউ'/U আকৃতির কাঠামো বিদ্যমান থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থায় পোকা-মাকড় বসার সম্ভাবনা থাকে না, যার ফলে এটি অধিক মাত্রায় নিরাপদ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা। অন্যদিকে

নন ওয়াটার সীল্ড সিস্টেমে 'ইউ'/U আকৃতির কাঠামো বিদ্যমান থাকে না, ফলে পোকা-মাকড় বসে রোগ-জীবাণু বিস্তারের সম্ভাবনা থাকে। গ্রাফ চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় পবা উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার ২০% পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত (ওয়াটার সীল্ড), ২৩% পরিবার স্বাস্থ্যসম্মত (নন ওয়াটার সীল্ড) এবং ৪৮% অস্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহার করে। এছাড়া ১১% পরিবারের পয়ঃনিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই। হরিপুর, হুজরীপাড়া, বড়গাছী ইউনিয়নে অস্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। তাছাড়া স্বাস্থ্যসম্মত (ওয়াটার সীল্ড এবং নন ওয়াটার সীল্ড) পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাও খুবই নাজুক অবস্থায় রয়েছে। পয়ঃনিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা নেই এমন পরিবারের সংখ্যা সকল ইউনিয়ন ও পৌরসভায়

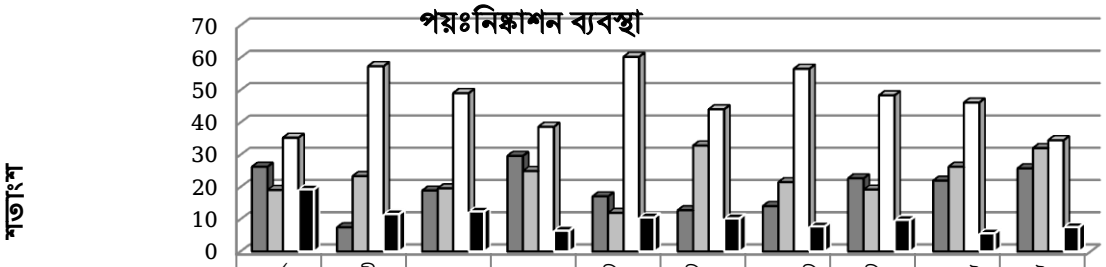

	দর্শন পাড়া ইউপি	হুজরীপাড়া ইউপি	দামকুড়া ইউপি	হড়গ্রাম ইউপি	হরিপুর ইউপি	হরিয়ান ইউপি	বড়গাছি ইউপি	পারিলা ইউপি	নওহাটা পৌ	কাটাখালি পৌ
স্বাস্থ্যসম্মত (ওয়াটার সীল্ড)	২৬.৩	৭.৫	১৮.৯	২৯.৭	১৭.১	১২.৮	১৪.১	২২.৭	২১.৯৯	২৫.৮১
স্বাস্থ্যসম্মত (নন ওয়াটার সীল্ড)	১৯.১	২৩.৪	১৯.৬	২৫	১২	৩২.৯	২১.৫	১৯.২	২৬.৩২	৩২.০৯
অস্বাস্থ্যসম্মত	৩৫.৩	৫৭.৪	৪৯.১	৩৮.৭	৬০.৩	৪৪.১	৫৬.৬	৪৮.৪	৪৬.১৮	৩৪.৫৪
পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নাই এমন	১৯.৩	১১.৬	১২.৪	৬.৫	১০.৬	১০.৩	৭.৮	৯.৮	৫.৬৩	৭.৬

গ্রাফচিত্র ১.৩: বিভিন্ন পদ্ধতির পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা ব্যবহারকারী পরিবারের পরিসংখ্যান। *তথ্যসূত্র: আদমশুমারী, ২০১১*

বিদ্যমান থাকলেও দর্শনপাড়া, দামকুড়া, হুজরীপাড়া ইউনিয়নে অনেক বেশী। ফলে খরা, বন্যা, জলাবদ্ধতা, কালবৈশাখী ঝড়ের মৌসুমে যখন পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ভেঙ্গে পড়ে তখন অত্র এলাকার জনগন বিশেষ করে শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসূতি মা এমনকি গবাদি পশুপাখিও মারাত্নক ঝুঁকির মধ্যে পতিত হয়। *(তথ্য সূত্রঃ এফজিডি ও মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/পাঠাগার

শিক্ষা ও ঐতিহ্যের দিক দিয়ে পবা উপজেলার অবস্থান অত্যন্ত চমকপ্রদ। এখানে বেশ কয়েকটি মান সম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এখানে ২টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৭৯টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১টি কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৬টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১৮টি দাখিল, ৫টি আলিম, ১টি ফাজিল মাদ্রাসা বিদ্যমান, যেগুলোর তালিকা সংযুক্তি ৭ এ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন এনজিও শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। উপজেলার সাক্ষরতার হার ৪৩.৬২%।

উল্লেখ্য অতীতে বিভিন্ন সময়ে এলাকা ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হলেও অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ছিল অপ্রতুল। বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান নদী ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেছে এবং বাকি গুলোর অবস্থা আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে অত্যন্ত আসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়ায় সেগুলো এখন আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্তমানে অবকাঠামোগত দুর্বলতা ও পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা না থাকা সত্তেও মাত্র ২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেগুলোতে ধারনক্ষমতা অনেক কম। অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ একতলা হওয়াতে মানুষ ও গবাদি পশুকে পৃথক রাখা সম্ভব হয় না। অতীতে এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষের আশ্রয় স্থল

চিত্র ১.৮: কালবৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত পবা উপজেলার একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

হিসেবে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়নি। উল্লেখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বসতি এলাকার কাছাকাছি খোলা জায়গা বা মাঠ সংলগ্ন উঁচু ও অপেক্ষাকৃত ভালো জায়গায় গড়ে ওঠে। যেখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সারাবছর যাতায়াত করে থাকে এবং সকলের কাছে পরিচিত স্থান। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণ মনে করে যেহেতু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বসতি এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত এবং এখানে যাতায়াতের পথ সবার পরিচিত সুতরাং ভবিষ্যতে আকস্মিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রাথমিক আশ্রয়স্থল হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যেগুলো দুর্যোগ সহনশীল সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। অবকাঠামোগত দূর্বলতা কাটিয়ে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা হলে, নিরাপদ পানি, নারীপুরুষ ভেদে পর্যাপ্ত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন মাঠ উঁচু করে গবাদিপশুর জন্য নিরাপদ জায়গা নিশ্চিত করা গেলে প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে আদর্শ আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। এরফলে দুর্যোগের সময় মানুষ যেমন অল্প সময়ে আশ্রয়স্থলে যেতে পারবে তেমনই অস্থায়ী সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

পবা উপজেলায় মোট মসজিদের সংখ্যা ৪৭০টি, মন্দির ১৮টি, গীর্জা ৯টি। অতীতে এই সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্যোগের সময় অসহায় মানুষের আশ্রয় স্থল হিসেবে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়নি। উল্লেখ্য ধর্মীয় স্থাপনাগুলো বসতি এলাকার কাছাকাছি সাধারনত উঁচু ও অপেক্ষাকৃত ভালো জায়গায় গড়ে ওঠে, ফলে এগুলো বন্যা ও জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। এখানে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সারাবছর যাতায়াত করে থাকে এবং সকলের কাছে পরিচিত। এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণ মনে করে যেহেতু মসজিদ মন্দির গুলো বসতি এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত এবং এখানে যাতায়াতের পথ সবার পরিচিত সুতরাং ভবিষ্যতে আকস্মিক দুর্যোগে তাৎক্ষণিক ভাবে প্রাথমিক আশ্রয়স্থল হিসেবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে যেগুলো দুর্যোগ সহনশীল সেগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। এরফলে অল্প সময়ে মানুষ যেমন আশ্রয়স্থলে যেতে পারবে তেমনই ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করা সম্ভব হবে।

চিত্র ১.৯: পবা উপজেলায় অবস্থিত বাঘধানী মসজিদ।

টেবিল ১.৬: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ধর্মীও প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা।

পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম	মসজিদ	মন্দির	গির্জা
নওহাটা পৌরসভা	৮১	০৪	০২
কাটাখালী পৌরসভা	৪৪	০২	০০
দর্শনপাড়া ইউনিয়ন	২২	০১	০১
হুজরীপাড়া ইউনিয়ন	৪১	০৩	০০
দামকুড়া ইউনিয়ন	২৮	০১	০১
হড়গ্রাম ইউনিয়ন	৩৭	০২	০১
হরিয়ান ইউনিয়ন	৫৫	০১	০১
হরিপুর ইউনিয়ন	২১	০১	০১
বড়গাছী ইউনিয়ন	৮০	০২	০২
পারিলা ইউনিয়ন	৬১	০১	০০
মোট	৪৭০	১৮	০৯

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

ধর্মীয় জমায়েত স্থান (ঈদগাঁহ্)

পবা উপজেলায় ধর্মীয় জমায়েত স্থান ঈদগাঁহ' সংখ্যা মোট ২১৩টি। এর মধ্যে নওহাটা পৌরসভায় ৪৪টি, কাঁটাখালী পৌরসভায় ১৬টি, দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ২৩টি, হুজরীপাড়া ইউনিয়নে ২৬টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ১৬টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ১০টি, হরিপুর

ইউনিয়নে ১৫টি, হরিয়ান ইউনিয়নে ১১টি, বড়গাছী ইউনিয়নে ৩৪টি ও পরিলা ইউনিয়নে ১৮টি ঈদগাহ রয়েছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

স্বাস্থ্য সেবা

রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উপকণ্ঠে পবা উপজেলার অবস্থান। সিটি কর্পোরেশনের চারিদিক ঘিরেই পবা উপজেলার অবস্থান থাকায় এখানে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র বিদ্যমান থাকলেও খুব মান-সম্পন্ন চিকিৎসা ব্যবস্থা অনুপস্থিত, প্রত্যন্ত গ্রাম ও দুর্গম চরাঞ্চলে স্বাস্থ্য সেবার জন্য ভালো কোন ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। গুটি কয়েক পল্লী চিকিৎসক এবং কবিরাজের কাছ থেকে চরের মানুষ স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকে।। পবা উপজেলায় ১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স ও ৮টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র বিদ্যমান যেগুলোতে কর্মরত ডাক্তারের সংখ্যা ১৭ জন, সিনিয়র নার্স ৯ জন এবং ১ জন সহকারী নার্স কর্মরত আছেন। এছাড়া পবা উপজেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা মোট ৩৩টি। এর মধ্যে নওহাটা পৌরসভায় ৫টি, কাঁটাখালী পৌরসভায় ৬টি, দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ১টি, হুজরীপাড়া ইউনিয়নে ৩টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ১টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ১টি, হরিপুর ইউনিয়নে ২টি, হরিয়ান ইউনিয়নে ৫টি, বড়গাছী ইউনিয়নে ৫টি ও পারিলা ইউনিয়নে ৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.১০: পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

পবা উপজেলার চর অঞ্চলে প্রায় ৫ হাজার মানুষের বাস। অথচ মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবার অভাবে এখানে শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার তুলনা মূলক ভাবে অনেক বেশি। উল্লেখ্য একদিকে যেমন চর অঞ্চলের যাতায়াত ব্যবস্থা ভালো না, অন্য দিকে তেমনই কবিরাজ, ঝাড়-ফু, লতা-পাতার উপর চর অঞ্চলের মানুষের অগাধ আস্থা থাকার ফলে গর্ভবতী মহিলা ও অসুস্থ রোগী উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনতে আনতে পথেই অনেকের মৃত্যু ঘটে। চরের অধিবাসীদের সাধারণ ও জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যেতে হয়, যা প্রয়োজনের সময় অনেক অর্থ ও সময় সাপেক্ষ। এলাকাবাসীর মতে বন্যার সময় ও বর্ষাকালে সাপের কামড়ে অনেক লোক মারা যায়। তাছাড়া ঘরের মাচান থেকে পড়ে অনেক শিশু মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও গর্ভবতী মায়েরা স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত বিধায় বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্ম চর অঞ্চলে বেশি দেখা যায়। (তথ্য সূত্রঃ এফজিডি)

ব্যাংক

পবা উপজেলাতে সরকারী-বেসরকারী ৭টি ব্যাংকের মোট ২৫টি শাখা রয়েছে। এরমধ্যে সরকারী মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের ৪টি শাখা, জনতা ব্যাংকের ৪টি,রুপালী ব্যাংকের ১টি, অগ্রণী ব্যাংকের ২টি, পূবালী ব্যাংকের ১টি, গ্রামীন ব্যাংকের ১০টি এবং রাকাব এর ৩টি শাখা বিদ্যমান। এছাড়াও জীবন বীমা কর্পোরেশণ, পদ্মা ইসলামী লাইফ ইন্সুরেন্স লিঃ এবং ইসলামী ব্যাংক ইন্সুরেন্স এর অফিস রয়েছে। এ সকল বীমা প্রতিষ্ঠান সমূহ পবা উপজেলায় তাদের শাখা অফিস, এজেন্ট এবং বুথ দ্বারা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নে পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক ব্যাংকগুলোর অবস্থানগত সংখ্যা ছক আকারে দেয়া হলো

টেবিল ১.৭: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক ব্যাংক সমূহের অবস্থান।

পৌরসভা/ইউনিয়নের	সোনালী ব্যাংক	জনতা ব্যাংক	রুপালী ব্যাংক	অগ্রনী ব্যাংক	রাকাব	পুবালী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক
নওহাটা পৌরসভা	১	১	--	১	--	--	১
কাটাখালী পৌরসভা	১	১	--	--	--	১	১
দর্শনপাড়া ইউনিয়ন	--	--	--	--	--	--	--
হুজরীপাড়া ইউনিয়ন	--	--	--	--	১	--	১
দামকুড়া ইউনিয়ন		১	১	--	--	--	--

পৌরসভা/ইউনিয়নের	সোনালী ব্যাংক	জনতা ব্যাংক	রুপালী ব্যাংক	অগ্রনী ব্যাংক	রাকাব	পুবালী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক
হড়গ্রাম ইউনিয়ন	১	১	--	--	--	--	১
হরিয়ান ইউনিয়ন	--	--	--	১	--	--	--
হরিপুর ইউনিয়ন	১	--	--	--	--	--	--
বড়গাছী ইউনিয়ন	--	--	--	--	১	--	--
পারিলা ইউনিয়ন	--	--	--	--	১	--	১
মোট	৪	৪	১	২	৩	১	৫

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

পোষ্ট অফিস/ সাব পোষ্ট অফিস

পবা উপজেলায় পোস্ট অফিসের সংখ্যা সর্বমোট ১৫টি। এর মধ্যে নওহাটা পৌরসভায় ২টি, কাঁটাখালী পৌরসভায় ১টি, দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ১টি, হুজরীপাড়া ইউনিয়নে ১টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ২টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ১টি, হরিপুর ইউনিয়নে ১টি, পরিলা ইউনিয়নে ২টি, বড়গাছী ইউনিয়নে ২টি, ও হরিয়ান ইউনিয়নে ২টি পোস্ট অফিস রয়েছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

ক্লাব/ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র/ বিনোদন

পবা উপজেলায় কয়েকটি সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে। এগুলো বিভিন্ন রেজিষ্টার্ড ক্লাবের মাধ্যমে সামাজিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই এলাকা উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে ১টি লাইব্রেরী, ২৮টি ক্লাব, ৫টি সিনেমা হল, ৬৪টি মহিলা সংগঠন এবং বিনোদনের জন্য এই উপজেলায় বেশ কয়েকটি সিনেমা হল নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে দুইটি চালু রয়েছে।

এনজিও/ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ

পবা উপজেলা দুর্যোগ ঝুকি প্রবন এলাকা হওয়ায় জনসাধারনের জীবন-যাত্রার মান উন্নতিকল্পে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এনজিও এখানে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। যে সমস্ত বেসরকারী সেচ্ছেসেবী সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান/ এনজিও দীর্ঘ দিন ধরে পবা উপজেলায় কাজ করে আসছে সেগুলো হল আশা, গ্রামীণ ব্যাংক, পদক্ষেপ, ব্র্যাক, আশার প্রদীপ, কারিতাস, উত্তরায়ণ, টি এম এস এস, ভার্ক, পার্টনার প্রভিতি অন্যতম।

খেলার মাঠ

পবা উপজেলায় ৭০টি খেলার মাঠ রয়েছে। এর মধ্যে দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ৫টি, হুজুরীপাড়া ইউনিয়নে ১৩টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ৬টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ৭টি, হরিপুর ইউনিয়নে ৬টি, বড়গাছী ইউনিয়নে ৩টি, পারিলা ইউনিয়নে ৬টি, হরিয়ান ইউনিয়নে ৬টি, নওহাটা পৌরসভায় ১০টি, কাঁটাখালী পৌরসভায় ৭টি রয়েছে। এই উপজেলার কাটাখালী পৌরসভাতে ৫৬ বিঘা জমির উপর বাংলা ট্র্যাক ক্রিকেট একাডেী নামে একটি জাতীয়মানের ক্রিকেট প্রশিক্ষণ একাডেমী রয়েছে।

চিত্র ১.১১: পবা উপজেলার হুজরী পাড়া ইউনিয়নের একটি খেলার মাঠ।

কবরস্থান / শ্মশানঘাট

পবা উপজেলায় মোট ১৫১ টি কবরস্থান ও ১২ টি শ্মশানঘাট রয়েছে। সবগুলো কবরস্থান ও শ্মশানঘাট বন্যা লেভেলের উপর অবস্থিত। নিম্নে পৌরসভা/ইউনিয়ন ভিত্তিক কবরস্থান ও শ্মশানঘাট গুলোর অবস্থানগত সংখ্যা টেবিল আকারে দেয়া হলো :

টেবিল ১.৮: ইউনিয়ন ও পৌরসভা ভিত্তিক কবরস্থান ও শ্মশানঘাট সমূহের অবস্থান।

পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম	কবরস্থান	শ্মশানঘাট
দর্শনপাড়া ইউনিয়ন	১০	-
হুজরীপাড়া ইউনিয়ন	১৫	০২
দামকুড়া ইউনিয়ন	১২	-

পৌরসভা/ইউনিয়নের নাম	কবরস্থান	শ্মশানঘাট
হড়গ্রাম ইউনিয়ন	০৭	০১
হরিয়ান ইউনিয়ন	১২	০১
হরিপুর ইউনিয়ন	১২	০২
বড়গাছী ইউনিয়ন	২২	০৩
পারিলা ইউনিয়ন	২২	০১
নওহাটা পৌরসভা	২৪	০১
কাটাখালী পৌরসভা	১৫	০১
মোট	**১৫১**	**১২**

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

যোগাযোগ ও পরিবহনের মাধ্যম

পবা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে জেলা ও উপজেলার সাথে সাইকেল, রিক্সা, ভ্যান, মোটর সাইকেল, টেম্পু, মিশুক, ভটভটি, বাস ও ট্রেন যোগে যোগাযোগ করা যায়। জলপথে উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত দেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী পদ্মা নদীর মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন গন্তব্যে যাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। নদীর অপর পাড়ে চরখিদিরপুর, চরখানপুর ও চরমাঝাড়দিয়ারে যাতায়াত করার জন্য গাবতলী, বিষপুর ও আমীরপুর ঘাট ব্যবহৃত হয়। এছাড়া উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বারনই ও জোয়াখালী নদী দিয়ে বিভিন্ন মালামাল পরিবহন করা যায়।

বনায়ন

পবা উপজেলায় কোন প্রাকৃতিক বন নাই। তবে রাজশাহী জেলার সামাজিক বনায়ন বিভাগ "জীব বৈচিত্র সংরক্ষন ও দারিদ্র বিমোচন" প্রকল্পের আওতায় চর এলাকায় বনায়ন সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ইয়নিয়ন/পৌরসভা পর্যায়ে বিভিন্ন রাস্তায় বনায়ন কার্যক্রম চালু আছে। বনায়নকৃত গাছ পালার মধ্যে আকাশ মনি, শিশু, জামরুল, ইউক্যালিপটাস, অর্জুন, আকাশিয়া (বাবলা) ও বরই অন্যতম। স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন এনজিওর উদ্যোগে ইউনিয়ন/পৌরসভার বিভিন্ন রাস্তায় বনায়ন কার্যক্রম চালু আছে। এছাড়া উপজেলার জনগণ নিজ নিজ উদ্যোগে তাদের জমিতে বনায়ন করে থাকে।

১.৪.৩ আবহাওয়া ও জলবায়ু

এই উপজেলার বার্ষিক বৃষ্টিপাত গড় ৪৫ ইঞ্চির নীচে। এতদসত্বেও এই হার পরিবর্তনশীল অর্থাৎ কিছুটা উঠানামা করে। চরম উষ্ণ আবহাওয়া, মাত্রাধিক্য আর্দ্রতা, মাঝারি বৃষ্টিপাত এবং ঋতু বৈচিত্র্যতার সমারহের কারনে এই সহানকে গ্রীষ্মীয় মৌসুমী এলাকার আদর্শ সহান বলে আখ্যায়িত করলেও অত্যুক্তি হবে না। গ্রীষ্মের সুচনা হয় এপ্রিল এবং মে মাসের দিকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রী ফারেনহাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট থাকে। এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বলতে এপ্রিল, মে এবং জুন মাসের প্রথমার্ধের তাপমাত্রাকে এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা গড় ৭৬ ডিগ্রী ফারেন হাইট এবং সর্বনিম্ন গড় তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট।

বৃষ্টিপাতের ধারা

বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী অঞ্চলে বিগত ১৯৭৬ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ৩১ বছরে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণের রেকর্ড অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৭৬-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত এই দশকে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় ১৯৮১ সালে ২২৪১ মিলিমিটার। এই দশকে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ছিল ১৬৩৯ মিলিমিটার। ১৯৮৬-১৯৯৫ সাল পর্যন্ত এই দশকে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের গড় রেকর্ড করা হয় ১৯৯৩ সালে ১৬২৩ মিলিমিটার এবং সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত হয় ১৯৯২ সালে ৮৪৩ মিলিমিটার। এই দশকে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ছিল ১৩৯২.৫ মিলিমিটার। আবার ১৯৯৬-২০০৫ সাল পর্যন্ত এই দশকে সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের গড় রেকর্ড করা হয় ১৯৯৭ সালে ২০৬২ মিলিমিটার এবং সর্বনিম্ন গড় বৃষ্টিপাত হয় ১৯৯৬ সালে ১২৬৯ মিলিমিটার। এই দশকে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমান ছিল ১৫৮৫.৩ মিলিমিটার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ১৯৯৬-২০০৫ দশকের বৃষ্টিপাত ১৯৭৬-১৯৮৫ দশকের চেয়ে ৪৩.৭ মিলিমিটার কম এবং ১৯৮৬-১৯৯৫ দশকের চেয়ে ১৯২.৮ মিলিমিটার বেশি। *(তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর)।*

বৃষ্টিপাত

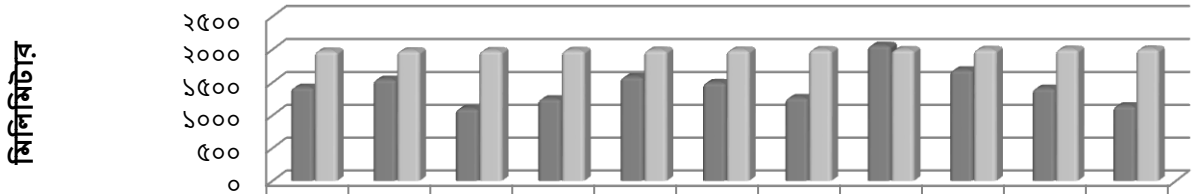

	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)	১৪২৭	১৫৪৮	১১০৩	১২৫২	১৫৮৪	১৪৯৮	১২৬৯	২০৬২	১৬৯০	১৪১২	১১৪৫
বছর	১৯৭৬	১৯৭৯	১৯৮২	১৯৮৫	১৯৮৮	১৯৯১	১৯৯৬	১৯৯৭	২০০০	২০০৩	২০০৬

গ্রাফচিত্র ১.৪: বছর ভেদে বৃষ্টিপাতের পরিমান। *তথ্যসূত্র: আবহাওয়া অফিস*

তাপমাত্রা

বৈজ্ঞানিক তথ্য অনুযায়ী রাজশাহী অঞ্চলে বিগত ১৯৭৯ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত ৩১ বছরের বার্ষিক গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড অনুযায়ী দেখা যায় ১৯৭৯-১৯৮৮ সাল পর্যন্ত এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৭৯ সালে ৩১.৮ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৮৩ সালে ২০ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিমান ছিল ৩১.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান ছিল ২০.৫৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। ১৯৮৯-১৯৯৮ সাল পর্যন্ত এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৯২ সালে ৩১.৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৮৯ সালে ১৯.৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিমান ছিল ৩১.২৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান ছিল ২০.০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আবার ১৯৯৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ২০০৬ সালে ৩১.৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ১৯৯৯ সালে ২০.১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। এই দশকে গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পরিমান ছিল ৩১.০৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান ছিল ২০.৬৯ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সুতরাং ১৯৭৯-২০০৯ সাল পর্যন্ত তিন দশকের তাপমাত্রার গড় থেকে দেখা যাচ্ছে রাজশাহী অঞ্চলে তাপমাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে যা জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে পরিবেশগত পরিবর্তনেরই বহিঃপ্রকাশ।

টেবিল ১.৯: ৩১ বছরের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পরিমান।

বছর	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	বছর	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেলসিয়াস)
১৯৭৯	৩১.৮	২১.১	১৯৯৫	৩১.২	২০.৬
১৯৮০	৩১.২	২০.৯	১৯৯৬	৩১.৫	২০.৫
১৯৮১	৩০.৫	২০.৫	১৯৯৭	৩০.৫	২০.২
১৯৮২	৩১.৭	২০.৩	১৯৯৮	৩০.৯	২০.১
১৯৮৩	৩০.৯	২০	১৯৯৯	৩১.৬	২০.১
১৯৮৪	৩০.৯	২০.২	২০০০	৩০.৭	২০.৬
১৯৮৫	৩১.৩	২০.৩	২০০১	৩১.২	২০.৫
১৯৮৬	৩১.	২০.১	২০০২	৩১	২০.৬
১৯৮৭	৩১.৫	২০.৫	২০০৩	৩০.৮	২০.৭
১৯৮৮	৩১.৪	২০.৪	২০০৪	৩১.১	২০.৭
১৯৮৯	৩১.৪	১৯.৪	২০০৫	৩১.৩	২০.৯
১৯৯০	৩০.৯	১৯.৬	২০০৬	৩১.৭	২১.
১৯৯১	৩১.৩	১৯.৮	২০০৭	৩২.	২১.১
১৯৯২	৩১.৬	১৯.৭	২০০৮	৩২.২	২১.২
১৯৯৩	৩১.১	২০.১	২০০৯	৩২.৫	২১.৩
১৯৯৪	৩১.১	২০.৪			

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর

ভূগর্ভস্থ পানির স্তর

ভূমিরূপের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তন, ভূ-গর্ভস্থ পানির অপরিকল্পিত ব্যবহার এবং জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি অত্র এলাকার ভূ-প্রকৃতির ক্রমাবনতি ঘটিয়ে চলেছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের ভবিষ্যৎ লক্ষনগুলো এখনই স্পষ্ট হতে শুরু করেছে। এই অঞ্চলের জলবায়ুগত পরিবেশের বর্তমান পরিস্থিতি কোন ভাবেই অনুকুল নয় বরং ক্রমেই তা ভয়ংকর রূপ ধারন করছে। বৃষ্টিপাতের ধারা আশংকাজনক হারে কমে যাওয়া, দিনের বেলা উত্তপ্ত আবহাওয়া একই সাথে রাতের শেষভাগে অধিকতর ঠান্ডা হয়ে আসা পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। যার প্রভাব ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরকেও প্রভাবিত করেছে। অত্র এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃযোজনের প্রধান অবলম্বন বৃষ্টিপাত না হওয়া এবং একই সাথে পদ্মা নদীতে পানি কমে যাওয়া ও বনভূমির আয়তন হ্রাস পাওয়ার কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন তথা অনাবৃষ্টি ও মরুকরণ পরিস্থিতি এই অঞ্চলের ভূ-গর্ভস্থ পানির পুনঃযোজন প্রক্রিয়ার প্রধান অন্তরায়।

চিত্র ১.১২: পানি সংগ্রহের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা।

অপরিকল্পিত কৃষি পদ্ধতি, অসামঞ্জস্য শস্য-বিন্যাস এবং সেচের জন্য ব্যপক হারে পানি উত্তোলনের ফলে খরা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ৬ মিটারের নীচে নেমে গেলে সাধারনভাবে প্রচলিত হস্তচালিত নলকুপে পানি ওঠে না। পবা উপজেলায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর স্থান ভেদে উঠা নামা করে। বর্ষা মৌসুমে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর ভূপৃষ্ঠের খুব কাছে উঠে আসে। আবার এপ্রিল-মে মাসে তা সবচেয়ে গভীরে নেমে যায়। তবে সাধারানত ৫.৬ মিটার থেকে ২০.৫ মিটার এর মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পাওয়া যায়।

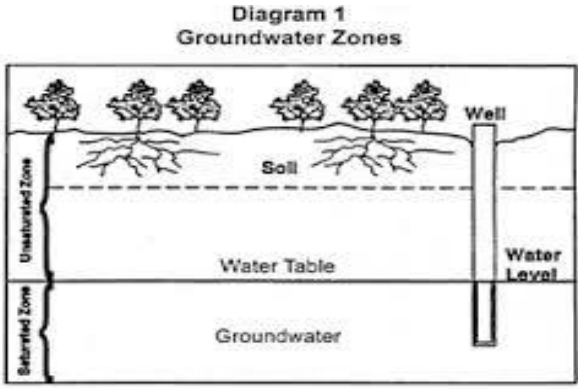

চিত্র ১.১৩: উপজেলার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের ডায়াগ্রাম।

মাঘের শেষ সপ্তাহ হতে ফাল্গুনের মাঝামাঝি সময়ে শতকরা ৫০ শতাংশ নলকূপ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর না পেয়ে অকেজো হয়ে পড়ে। ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়া এবং পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার গতি প্রকৃতি অনুসারে বিগত কয়েক বছরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর প্রতি বছর প্রায় ২.৫০ ফুট ক্রমনিম্নমুখী হচ্ছে। ফলে যে সমস্ত নলকূপে ৩৫ থেকে ৯০ ফুট গভীরতা পর্যন্ত অতি সহজেই পানি পাওয়া যেত সেগুলো অকেজো হয়ে চর ও গ্রামাঞ্চলে দেখা দিয়েছে অসহনীয় বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট। এছাড়া পদ্মা নদীতে স্বাভাবিক পানি প্রবাহ না থাকা, বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাওয়া এবং মৌসুমী জলবায়ুর অস্বাভাবিক পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও দীর্ঘমেয়াদী পানি সমস্যায় এই অঞ্চলের মানুষ ঝুঁকিগ্রস্থ অবস্থায় পতিত হচ্ছে। যার ফলে ভবিষ্যতে অনাকাংখিত স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে বলে স্থানীয় এলাকাবাসী মনে করে। *(তথ্যসূত্রঃ কেআইআই, এফজিডি ও মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

১.৪.৪ অন্যান্য সম্পদ

ভূমি ও ভূমির ব্যবহার

পবা উপজেলায় ৪টি ইউনিয়ন ভূমিঅফিস রয়েছে যার মধ্যে ২টি আদায় ক্যাম্প। ২টি পৌর ভূমিঅফিস রয়েছে যার ১টি নওহাটা পৌর আদায় ক্যাম্প অন্যটি কাপাশিয়া পৌর ভূমিঅফিস। পবা উপজেলার মোট জমির পরিমাণ ২৯৭৮৩ হেক্টর, যার মধ্যে মোট ফসলী জমি ৪৬,৪৮৫ হেক্টর, বরেন্দ্র অঞ্চল ৫৯৩.৬৯ হেক্টর, সেচের আওতায় আছে ৮২১৩.৩৪ হেক্টর। এছাড়াও এক ফসলী জমি ২৪৮০ হেক্টর, দুই ফসলী জমি ৮৪৭৫ হেক্টর এবং তিন ফসলী জমি রয়েছে ৮৭০৫ হেক্টর। পবা উপজেলায় ফসলের নিবিরতা ২৫১%। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

কৃষি ও খাদ্য

পবা উপজেলার প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য হচ্ছে আলু, আম, আখ, গম, ধান ইত্যাদি। সারাবছর ধান, গম, ভুট্টা, পাট, চাষ করা হয়। এরপরে যেসব কৃষিজাত দ্রব্যের নাম করতে হয় সেগুলো হচ্ছে মাসকলাই, মসুরি, ছোলা ইত্যাদি ডাল জাতীয় শস্য। তৈল বীজের মধ্যে রয়েছে সরিষা ও তিল। এখানকার উল্লেখযোগ্য ফল হচ্ছে আম, তরমুজ, ক্ষীরা ইত্যাদি। মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, ধনে, আদা ইত্যাদি মসলা জাতীয় শস্য, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, চাল কুমড়া, উচ্ছে, করলা, চিচিঙ্গা, ঝিঙ্গা, ধুন্দুল, শিম, বরবটি, কাকরল, ঢেড়শ, গোল আলু, বেগুন, টমেটো ফুলকপি, বাঁধাকপি ইত্যাদি সবজি প্রচুর পরিমানে উৎপাদিত হয়। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.১৪: উপজেলার একটি কৃষিক্ষেত

নদী

পবা উপজেলার উপর দিয়ে তিনটি নদী প্রবাহিত হয়েছে। দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে জোহাখালি ও উত্তরে বারনই নদী। এরমধ্যে পদ্মা নদী অন্যতম। এর সাথে এতদঞ্চলের মানুষের অনেক সুখ দুঃখের লোক গাঁথা জড়িত রয়েছে। পদ্মার কড়াল গ্রাসে যেমন বিলীন হয়েছে অনেক মানুষের সহায় সম্বল তেমনি একে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জীবিকা নিবার্হ করছে অনেক মানুষ। নদীটি এতদঞ্চলের কৃষি,জীব বৈচিত্র ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়া পর্যটক সহ তরুন তরুনীরা বিনোদনের উদ্দেশ্যে এই নদীতে নৌকায় বিচরণ করে থাকে। পবা উপজেলায় মোট নদী এলাকার আয়তন ১৫২.৪০ বর্গ কিমি। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.১৫: খরা মৌসুমে জোহাখালী নদীতে ধান চাষ (দর্শনপাড়া)।

খাল

পবা উপজেলায় খালের সংখ্যা ৩৭টি। এর মধ্যে হরিয়ান ইউনিয়নে ৪টি, দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ৪টি, হুজুরীপাড়া ইউনিয়নে ৫টি, পারিলা ইউনিয়নে ৬টি, হরিপুর ইউনিয়নে ২টি, কাঁটাখালী পৌরসভায় ৪টি, নওহাটা পৌরসভায় ৪টি, বড়গাছী ইউনিয়নে ৩টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ৩টি, হড়গ্রাম ইউনিয়নে ২টি খাল রয়েছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

বিল

পবা উপজেলায় বিলের সংখ্যা ৪৭টি। এর মধ্যে হরিয়ান ইউনিয়নে ৪টি ,দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ৫টি, হুজুরীপাড়া ইউনিয়নে ৬টি, পারিলা ইউনিয়নে ৬টি, হরিপুর ইউনিয়নে ৫টি, বড়গাছী ইউনিয়নে ৬টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ২টি, নওহাটা পৌরসভায় ৫টি, কাঁটাখালী পৌরসভায় ৫টি এবং হড়গ্রাম ইউনিয়নে ৩টি বিল রয়েছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

পুকুর

পবা উপজেলায় মোট পুকুরের সংখ্যা ২১৪০টি। এর মধ্যে হরিয়ান ইউনিয়নে ২৩০টি, দর্শনপাড়া ইউনিয়নে ১১০টি, হুজরীপাড়া ইউনিয়নে ৪১৩টি, পারিলা ইউনিয়নে ২১৫টি, হরিপুর ইউনিয়নে ২১টি, কাঁটাখালী পৌরসভায় ২৫৪টি, নওহাটা পৌরসভায় ১৫০টি, বড়গাছী ইউনিয়নে ৬১৭টি, দামকুড়া ইউনিয়নে ৫৮টি এবং হড়গ্রাম ইউনিয়নে ৭২টি পুকুর রয়েছে। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

চিত্র ১.১৬: হুজরীপাড়া ইউনিয়নের একটি আদর্শ গ্রাম পুকুর।

লবণাক্ততা

পবা উপজেলায় লবনাক্ততার কোন প্রভাব নাই। *(তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪)*

আর্সেনিক দুষণ

বাংলাদেশের অন্যান্য অনেক এলাকার মতো এই উপজেলায়ও আর্সেনিক এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। এ-এলাকায় অগভীর নলকূপগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত আর্সেনিক ও আয়রন থাকায় তা মানুষের খাওয়ার কাজে ব্যবহারের অনুপযোগী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে এলাকার পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াতে অগভীর নলকূপগুলোতে পানি পাওয়া যায় না এবং গভীর নলকূপগুলোতে পানি উঠাতে খুবই কষ্ট হয়। বর্তমান সময় পর্যন্ত ১৫ হাজার ৯১৮ টি নলকূপ পরীক্ষা করে ১৪ হাজার ৫১৬ টি আর্সেনিক মুক্ত এবং ১ হাজার ৩৯৯ টিতে আর্সেনিক এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় এখন পর্যন্ত ২০ জন পুরুষ ও ১৬ জন নারীকে আর্সেনিক আক্রান্ত হসেবে তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে। *(তথ্য সূত্রঃ NGO ফোরাম, ২০১৩)*

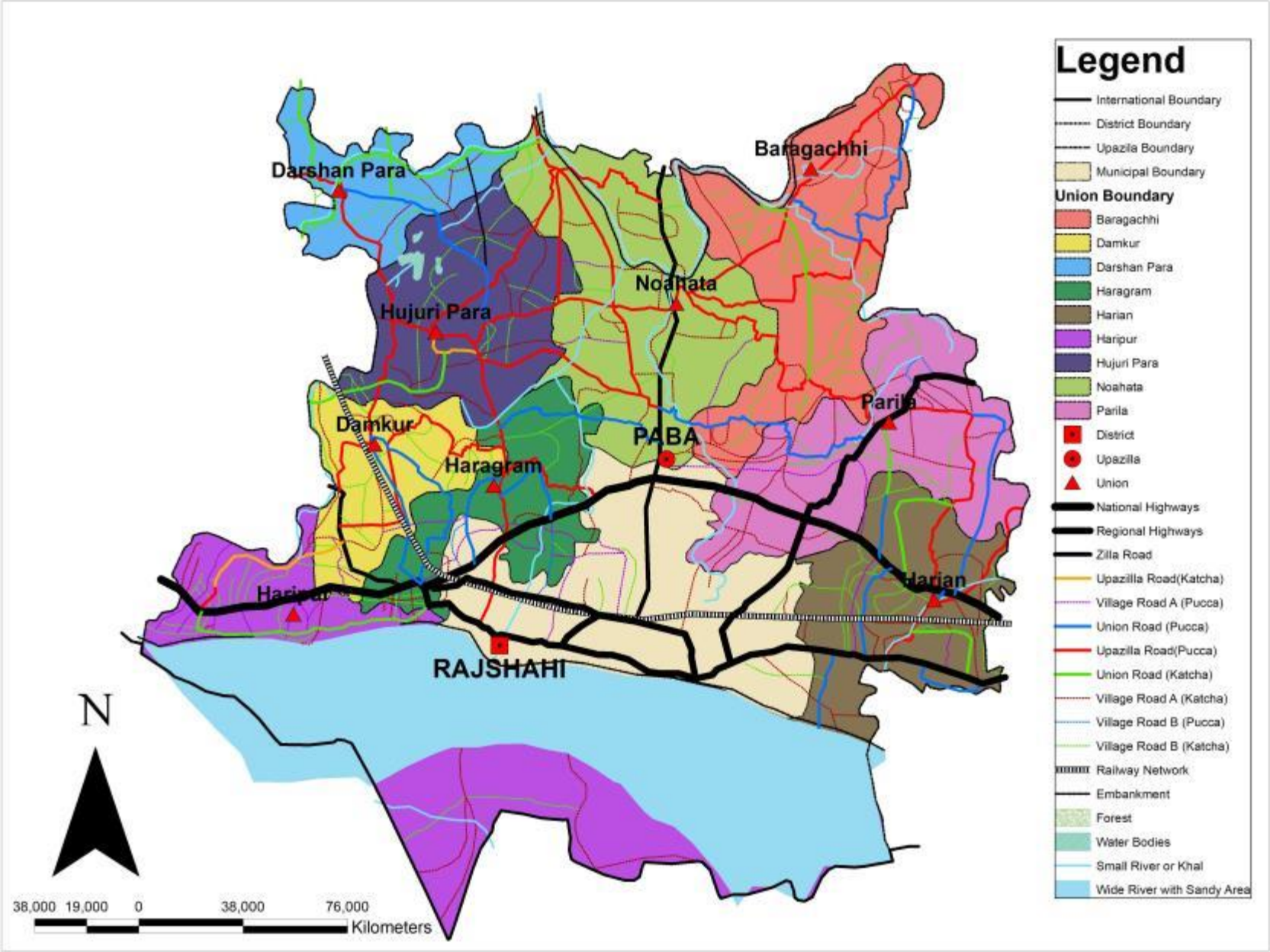

Legend
International Boundary
District Boundary
Upazila Boundary
Municipal Boundary
Union Boundary
Baragachhi
Damkur
Darshan Para
Haragram
Harian
Haripur
Hujuri Para
Noahata
Parila
District
Upazilla
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazilla Road(Katcha)
Village Road A (Pucca)
Union Road (Pucca)
Upazilla Road(Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Forest
Water Bodies
Small River or Khal
Wide River with Sandy Area
Darshan Para
Baragachhi
Noahata
Hujuri Para
Parila
Damkur
PABA
Haragram
Harian
Haripur
RAJSHAHI
N
38,000 19,000 0 38,000 76,000
Kilometers

দ্বিতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ, আপদ এবং বিপদাপন্নতা

২.১ দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস

ভৌগলিক অবস্থানগত ও প্রকৃতিগত কারনে বাংলাদেশ বিশ্বের দুর্যোগ প্রবন দেশের মধ্যে একটি অন্যতম দেশ হিসেবে চিহ্নিত। যুগ যুগ ধরে এ দেশে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হয়ে আসছে। যার মধ্যে বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, ঘনকুয়াশা, অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, আর্সেনিক, টর্নেডো, তাপদাহ ও কালবৈশাখী অন্যতম। প্রায় প্রতিবছরই কোন না কোন দুর্যোগের সন্মুখীন হয়ে পবা উপজেলায় যান মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। দুর্যোগের সার্বিক ইতিহাস বিশ্লেষন করলে দেখা যায় পূর্বে ১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৩ ও ২০০৪ সালে পবা উপজেলায় ব্যাপক বন্যা হয়। ২০০০ সালের পর প্রায় প্রতিবছরই ঝড়ের কারনে এই এলাকায় ব্যাপক ক্ষতি হয় এসব দুর্যোগের কারনে কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, অবকাঠামো, পশুসম্পদ ও জীব বৈচিত্র্য সহ উন্নয়ন কর্মকান্ড মারাত্নক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হচ্ছে। এছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হঠাৎ করে পদ্মা নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে চরাঞ্চলের ৫০০/৬০০ পরিবারকে গৃহ হারা হতে হেয়েছে। এছাড়া অন্যান্য দুর্যোগগুলি যেমন ২০০৩ সালে অতিবৃষ্টির কারনে ২০০ টি মাটির ঘর ধ্বসে পড়ে এবং জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়ে ৫০০ একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এছারা ২০০৩ সালে সংগঠিত টর্নেডোতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

চিত্র ২.১: দুর্যোগের সামগ্রিক চিত্র।

২০০৫ সালে খরার কারনে ৭০০ একর জমির ফসল পুড়ে যায় এবং পানির স্তর নেমে যাওয়ায় ৭১২ পুকুরের মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ২০০৪-২০০৬ সালে ঝড়ের কারনে এলাকার আম বাগান, ফসলী জমি সহ ঘর বাড়ীর ব্যাপক ক্ষতি হয়। কালবৈশাখীর কারণে মানুষের কৃষি ফসল ও ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে। দুর্যোগে ক্ষতির পরিমাণ, ঘটার সময়কাল এবং ঝুঁকিগ্রস্থ খাতসমূহ ছক আকারে নিম্নে দেয়া হলোঃ

টেবিল ২.১: দুর্যোগের নাম, বছর, ক্ষতির পরিমান ও ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষাতসমূহ।

দুর্যোগের নাম	বছর	ক্ষতির পরিমাণ	কোন কোন খাত /উপাদান ক্ষতিগ্রস্থ হয়
খরা	১৯৭৬, ১৯৯২, ১৯৯৬, ১৯৯৯, ২০০৫, ২০০৭,	বেশি	মৎস্য, গবাদিপশু
	১৯৭৯, ১৯৮৯, ২০০৪, ২০১০, ২০১১, ২০১২	মাঝারী	কৃষি সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা
বন্যা	১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৪	বেশি	মৎস্য, স্বাস্থ্য খাত, অবকাঠামো, যোগাযোগ
	২০১৩	মাঝারী	কৃষি সম্পদ, প্রানীসম্পদ
কালবৈশাখী ঝড়	১৯৮৮, ১৯৯২, ২০০৪, ২০০৬, ২০১৪	বেশি	মৎস্য, প্রানীসম্পদ, যোগাযোগ
	১৯৯৫, ১৯৯৭, ২০০৯, ২০১১	মাঝারী	কৃষি, মানব সম্পদ, অবকাঠামো
নদীভাঙ্গন	১৯৮৮, ১৯৯৮, ২০১৩	বেশি	অবকাঠামো, রাস্তাঘাট ইত্যাদি
	১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪, ২০০৫, ২০০৬	মাঝারী	কৃষি, মৎস্য, গবাদিপশু, মানব সম্পদ

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.২ ইউনিয়নের আপদ সমুহ

পবা উপজেলার ইউনিয়ন ও পৌরসভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন আপদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি করে থাকে। এর মধ্যে যেমন প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ রয়েছে তেমনই মানব সৃষ্ট আপদও রয়েছে। স্থানীয় সাধারণ জনগণের সাথে সাথে গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের মতামতের উপর ভিত্তি করে সকল আপদের মধ্য থাকে ৮টি আপদ বাছাই করা হয়েছে। এলাকাবাসী মনে করে এই ৮টি আপদের ফলে প্রতিবছর তাদের সর্বাধিক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হছে এবং দিন দিন এর প্রভাব তীব্রতর হচ্ছে। সুতরাং এখন থেকে যদি কালবিলম্ব না করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া না হয় তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অমানবিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হব।

টেবিল ২.২ :আপদ ও আপদের চিহ্নিত করণ ও অগ্রাধিকার।

উপজেলার সকল ইউনিয়নের সম্মিলিত আপদ সমূহ		উপজেলার চিহ্নিত আপদ সমূহ ও আপদের অগ্রাধিকার
প্রকৃতি সৃষ্ট আপদ		১. খরা ২. বন্যা ৩. কালবৈশাখী ঝড় ৪. নদীভাঙ্গন ৫. পানির স্তর ৬. তাপদাহ ৭. ফাঁপি ৮. আর্সেনিক
১. তাপদাহ	১২. ভূমিকম্প	
২. বন্যা	১৩. লু-হাওয়া	
৩. পানির স্তর	১৪. জলাবদ্ধতা	
৪. অতিবৃষ্টি	১৫. অনাবৃষ্টি	
৫. শৈত্যপ্রবাহ	১৬. টর্নেডো	
৬. খরা	১৭. শিলাবৃষ্টি	
৭. নদীভাঙ্গন	১৮. বজ্রপাত	
৮. ঘনকুয়াশা	১৯. ইঁদুরের আক্রমণ	
৯. ফাঁপি	২০. ফসলে পোকার আক্রমণ	
১০. আর্সেনিক		
মানবসৃষ্ট আপদ		
২১. অগ্নিকান্ড	২৩. ভূমি দখল	
২২. অপরিকল্পিত অবকাঠামো স্থাপন		

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ

ইউনিয়ন/পৌরসভায় কর্মশালার মাধ্যমে সংগৃহীত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন বিষয়ক তথ্যের উপরে ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ করা হয়। প্রথমত ইউনিয়ন/পৌরসভার তিনটি ওয়ার্ডের ৪ শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ এক একটি স্টেকহোল্ডার দল ভিত্তিক একত্রীকরণ করা হয়। অর্থাৎ ইউনিয়ন/পৌরসভার কৃষক/জেলে, বয়স্ক/প্রতিবন্ধী, মহিলা, ভূমিহীন এ চার শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের জন্য মোট চারটি তথ্য তালিকা তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে ইউনিয়ন/পৌরসভাকে একত্রীকরণ করে উপজেলার অগ্রাধিকারকরণ করা হয়। দ্বিতীয়ত ইউনিয়ন/পৌরসভার সাবেক ৩টি ওয়ার্ডের ৪ শ্রেণীর স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে দলীয় আলোচনার জন্য প্রতি দলে আট থেকে দশজন নিয়ে আলোচনা করে ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন তথ্য সংগ্রহ করার পর প্রতিটি দল থেকে ২জন করে পারদর্শী ব্যক্তিকে বাছাই করে ছয়জন সদস্যের প্রত্যেককে ৫টি করে জিপস্টিক প্রদান করা হয় যার মাধ্যমে ভোট প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। যার একটি দলে একজন ব্যক্তি নির্ধারিত ৫টি ভোট একত্রীকরণকৃত ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন তালিকা থেকে ভোট গণনার মাধ্যমে যে ঝুঁকিটি সর্বাধিক ভোট পেয়েছে সেটিকে অগ্রধিকার তালিকায় প্রথমে আনা হয়েছে। একই ভাবে ২য় ও ৩য় ক্রমান্বয়ে সাজানো হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় জনগণ যথাক্রমে খরা, বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদীভাঙ্গন, পানির স্তর, তাপদাহ, ফাঁপি, আর্সেনিক এই ৮টি আপদকে চিহ্নিত ও অগ্রাধিকারকরণ করেছে।

২.৩ বিভিন্ন আপদ ও তার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিত্র

খরা

চিত্র ২.২: ভয়াবহ খরায় বিপর্যস্ত জন-জীবন।

জলবায়ুর পরিবর্তন এবং শুকনা মৌসুমে বৃষ্টিপাতের মাত্রা কমে যাওয়রা কারণে এই অঞ্চলে খরার সৃষ্টি হয়। সম্প্রতি বছর গুলোতে অত্র অঞ্চলে খরার ঘন ঘন প্রাদুর্ভাব এখানকার একটি সাধারণ চিত্র। এই উপজেলায় বছরে দুইবার যেমন চৈত্র হতে জ্যৈষ্ঠ এবং ভাদ্র হতে কার্তিক মাসে খরা দেখা দেয়। প্রথম খরা জলবায়ুগত নিয়মতান্ত্রিক ভাবে সংগঠিত হয়, কিন্তু দ্বিতীয় খরা বৃষ্টি না হওয়ার ফলে বা বৈরি আবহাওয়ার কারণে ঘটে থাকে। দিন দিন খরার তীব্রতা ও স্থায়ীত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে কৃষি, মৎস্য, গাছপালা ও পশুপাখির উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। এ সময় খাল, বিল, নদী-নালা শুকিয়ে যায় ও পানির স্তর নীচে নেমে যায়, ফলে খাবার পানির সংকট দেখা দেয়। এসময় নারী ও শিশুদের দূর-দূরান্ত থেকে কষ্টকরে পানি বয়ে আনতে হয়। এই উপজেলায় বিগত কয়েক বছরে আষাঢ় শ্রাবন-মাসেও বৃষ্টি হচ্ছে না। যার ফলে খরায় ক্ষতির পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিনের পর দিন এই অবস্থার বৃদ্ধি পেতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ উপজেলায় পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

বন্যা (আকাশ)

চিত্র ২.৩: ভয়াবহ বন্যায় বিপর্যস্ত জন-জীবন।

প্রতি বছরই এই উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে কম-বেশী বন্যা হয়, তবে তেমন কোন ক্ষতি হয় না। সাধারনত বর্ষাকালে একটানা কয়েকদিন বৃষ্টি হলে নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। উপজেলার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর জোয়ারের পানি এলাকাতে বন্যা ঘটায়। পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় বন্যা অত্র এলাকার জীবন-জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি করে থাকে। সঠিকভাবে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা ও নদীগুলোর বেড়িবাঁধ উঁচু ও মজবুত করা না-হলে ভবিষ্যতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রতি বছর বন্যা হলেও ১৯৮৮, ২০০৩ সালের অতি বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট বন্যা ছিলো লক্ষ্যনীয়। এসময় ফসলী জমি, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, হাটবাজার ও যান মালের ব্যপক ক্ষতি হয়েছিল। যদিও ১৯৮৮ সালের থেকে ১৯৯৮ সালে কম এলাকায় বন্যা হয়েছিল কিন্তু বহুদিন পানি স্থায়ী থাকার কারণে এর ক্ষয়ক্ষতি বেশী হয়েছিল। ১৯৯৮ সালের পড়ে এই এলাকায় আর বড় কোন বন্যা দেখা যায়নি এবং ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও লক্ষ্য করা যায়নি।

নদী ভাঙ্গন

চিত্র ২.৪: ভয়াবহ নদী ভাঙ্গনে ঝুঁকির মুখে স্থানীয় অবকাঠামো।

পবা উপজেলায় ২০১৩ সালে ভয়াবহ নদীভাঙ্গন পরিলক্ষিত হয়। নদী ভাঙনে ক্ষয়ক্ষতির প্রভাব ছিল অনেক বেশী। প্রতি বছর নদী ভাঙ্গন অব্যাহত থাকে। বর্তমানে এর ব্যপকতা বেড়েই চলেছে। এর কারণ হচ্ছে নদীর নাব্যতা কমে গিয়ে পানি বেশী ফুলে ওঠা এবং নদীর স্রোত ও পানির ধারন ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ইত্যাদি। নদী ভাঙ্গন সাধারনত আষাড় মাস হতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত হয়। যার ফলে এলাকার কৃষি ফসল, ঘর-বাড়ী, রাস্তাঘাট, গাছপালা ব্যাপক হারে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে।নদী ভাঙ্গনের ফলে মানুষের শত শত একর ফসলী জমি ভিটে মাটি সহ বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এইক্ষেত্রে চরাঞ্চলের মানুষের দুর্দশা চরম আকার ধারন করে। সরকারী ভাবে নদীতে ব্লক দ্বারা বাঁধ দেয়া ও নদীর পাড়ে শিকড় বহুল গাছ লাগানো না হলে ভবিষ্যতে আরো বেশী করে নদী ভাঙ্গন হতে পারে।

কালবৈশাখী ঝড়

চিত্র ২.৫: ভয়াবহ কালবৈশাখী ঝড়ে বিধস্ত এলাকা।

সাধারনত এপ্রিল-মে মাসে এ উপজেলার উপর দিয়ে উত্তর পশ্চিমাভিমুখী প্রচন্ড বজ্র ও বিদ্যুতসহ কালবৈশাখী ঝড় সংগঠিত হয়। তবে মাঝে মাঝে এর সাথে শিলা বৃষ্টিও দেখা দেয়। এই ঝড়ের প্রবনতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শেষ বিকেলে ঘটে, কারণ ঐ সময় ভূ-পৃষ্ঠের বিকিরণকৃত তাপ প্রবাহ বায়ু মন্ডলে দেখা যায়। উপজেলায় বিগত কয়েক দশক আগে কালবৈশাখীর ঝড় হতো ২/৩ বছর পরপর। কিন্তু ২০০৪ সাল থেকে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ২০১৪ সালের মে মাসে ঘটে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন রেখে গেছে। যার ফলে কাঁচা ঘরবাড়ি ও অন্যান্য কাঁচা অবকাঠামো, আম, লিচুসহ বিভিন্ন কৃষিজ ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। প্রতিবছর এখানে কাল বৈশাখী ঝড়ের তান্ডবলীলা লক্ষ্য করা গেলেও ক্ষতির পরিমান এবং ব্যপকতা অনুসারে ১৯৯১, ১৯৯৭, ২০০৪ ও ২০১৪ সালের ঝড় উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে জনগণের সচেতনতার কারণে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান অনেকাংশে হ্রাস পাচ্ছে। তবে এভাবে প্রতি বছর কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে এ উপজেলার মানুষের চরম বিপর্যয় দেখা দিবে।

তাপদাহ

চিত্র ২.৬: প্রচন্ড তাপদাহের ফলে বিপর্যস্ত জনজীবন।

বর্তমানে পবা উপজেলায় তাপদাহের প্রবনতার পরিবর্তন হয়েছে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে প্রচন্ড তাপদাহ হয় যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। এছাড়া আষাঢ়, শ্রাবন ও ভাদ্র মাসেও খরা বিরাজ করে যা আগের তুলনায় অনেক বেশি। বছর বছর এর প্রবনতা বেড়েই চলেছে যা ফসল, গাছপালা এবং মানুষের জীবন-যাপনের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলছে। তাপদাহের প্রবনতার এরূপ বৃদ্ধি চলতে থাকলে ভবিষ্যতে উপজেলার পরিবেশের ভয়াবহ বিপর্যয় হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর

চিত্র ২.৭: পরিবারের পানি সংগ্রহে ন্যাস্ত শিশু।

পবা উপজেলায় এলাকা ভিত্তিতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তরের পরিবর্তন হয়। উপজেলার কোন কোন এলাকায় ৬০-৭০ ফুটের মধ্যেই পানি পাওয়া যায়। আবার কোন কোন এলাকায় পানির স্তর আরও নিচে নেমে গেছে যেখানে ৮০-৯০ ফুট নিচেও পানি পাওয়া যায় না। খরা মৌসুমে যখন পানির স্তর নেমে যায় তখন খাবার পানির প্রচন্ড সংকট দেখা দেয়। নারী ও শিশুরাই সাধারনত পরিবারের পানি সংগ্রহের দায়িত্ব পালিন করে থাকে। ফলে তাদের উপর পানি সংকটের মারাত্নক প্রভাব পড়ে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তন পুরুষের চেয়ে নারীদের উপর অধিক বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করবে।

আর্সেনিক

চিত্র ২.৮: আর্সেনিকে আক্রান্ত মানব শরীর।

পবা উপজেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য চরম হুমকির কারণ হতে পারে।

ফাঁপি

প্রতি বছর আশ্বিন মাসে এই উপজেলায় একটানা কয়েকদিন বৃষ্টিপাত সহ ঝোড়-হাওয়া প্রবাহিত হয় যা আঞ্চলিক ভাবে ফাঁপি নামে পরিচিত। ফলে অত্র এলাকার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। উপজেলাটি পদ্মা নদীর ধারে থাকায় প্রচন্ড বাতাসের সাথে অধিক মাত্রায় গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কারণে মানুষের কাঁচা ঘরবাড়ি, বিভিন্ন গাছপালা ও পেঁপে, কলা, ইক্ষুসহ বিভিন্ন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এভাবে চলতে থাকলে অদূর ভবিষ্যতে এ উপজেলায় অর্থনৈতিক সংকটসহ পরিবেশের বিপর্যয় দেখা দিতে পারে।

চিত্র ২.৯: ফাঁপির ফলে ঝুঁকিগ্রস্ত জনজীবন।

২.৪ বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা

বিপদাপন্নতাঃ বিপদাপন্নতা বলতে বোঝায় বস্তুগত ,অর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশগত বিদ্যমান অবস্থা ,যা দুর্যোগের ক্ষয়-ক্ষতির আশংকার ইঙ্গিত দেয় এবং যা মোকাবেলা করায় জনগোষ্ঠী অসমর্থ হয়ে থাকে।

সক্ষমতাঃ সক্ষমতা হলো প্রাকৃতিক ,সামাজিক ,অর্থনৈতিক ,পরিবেশ ইত্যাদির সমন্বয়ে সৃষ্ট সামগ্রিক অবস্থা বা প্রক্রিয়া ,যা মানুষ বা কোন সংস্থা/প্রতিষ্ঠান তার বিদ্যমান সম্পদের ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিকূল অবস্থার সর্বোচ্চ মোকাবিলা করে এবং দুর্যোগের ফলাফলের ভয়াবহতাকে হ্রাস করে।কোন কোন এলাকা কি কি কারণে কিভাবে বিপদাপন্নের সম্মুখীন হয় তা নিম্নরুপ

টেবিল ২.৩: আপদ ভিত্তিক বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা।

আপদ	বিপদাপন্নতা		সক্ষমতা
খরা	খরায় ফসলের ক্ষতি হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয় মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয	খাবার খাবার পানির অভাব হয় পশু সম্পদের ক্ষতি হয়	পবা উপজেলায় - ২৮৮ টি গভীর নলকুপ রয়েছে - ১৪ টি স্লুইসগেট রয়েছে - উপজেলার মধ্যে ও পাশ দিয়ে ৩ টি নদী বয়ে গেছে
বন্যা	বন্যায় ফসলের ক্ষতি হয় যোগাযোগের কষ্ট হয় কবরস্থান ডুবে যায় মানব সম্পদের ক্ষতি হয় অবকাঠামোর ক্ষতি হয়	মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয খাবার পানির অভাব হয় পশু সম্পদের ক্ষতি হয় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।	পবা উপজেলায় - ৯ টি স্থানে বাঁধ রয়েছে - ১৪ টি স্লুইসগেট রয়েছে - ৫১৫টি ব্রিজ-কালভার্ট রয়েছে - ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৩১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে - ১ টি পশু হাসপাতাল রয়েছে - ১৩ টি কবর স্থান বন্যা লেভেলের উপরে রয়েছে
কালবৈশাখী ঝড়	কালবৈশাখী ঝড়ে ফসলের ক্ষতি হয় যোগাযোগের কষ্ট হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয় অবকাঠামোর ক্ষতি হয় পশু সম্পদের ক্ষতি হয় শিশু, গর্ভবতী, প্রতিবন্ধি ও বৃদ্ধরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।		পবা উপজেলায় - ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৩১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে - ১ টি পশু হাসপাতাল রয়েছে - ০.০৪ বর্গকিমি বনায়ন রয়েছে
নদীভাঙ্গন	নদীভাঙ্গনে কৃষি জমিসহ ফসলের ক্ষতি হয়। যোগাযোগের কষ্ট হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয়	অবকাঠামোর ক্ষতি হয়। মৎস্য সম্পদের ক্ষতি হয়। পশু সম্পদের ক্ষতি হয়।	পবা উপজেলায় - ৯ টি স্থানে বাঁধ রয়েছে

আপদ	বিপদাপন্নতা	সক্ষমতা
ফাঁপি	অবকাঠামোর ক্ষতি হয় মানব সম্পদের ঝুঁকিতে থাকে মৎস্য সম্পদের ঝুঁকিতে থাকে প্রানীসম্পদের ঝুঁকিতে থাকে	- ১ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং ৩১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে - ১ টি পশু হাসপাতাল রয়েছে
তাপদাহ	ফসলের ক্ষতি হয় মৎস্য সম্পদ ঝুঁকিতে থাকে। মানব সম্পদের ক্ষতি হয়। খাবার পানির অভাব দেখা দেয়।	পবা উপজেলায় - ২৮৮ টি গভীর নলকুপ রয়েছে - ৬৫৩৮ টি পুকুর রয়েছে - ৩১ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে
পানির স্তর	ফসলের ক্ষতি হয় মৎস্য সম্পদ ঝুঁকিতে থাকে মানব সম্পদের ক্ষতি হয়	পবা উপজেলায় ২৮৮ টি গভীর নলকুপ রয়েছে পবা উপজেলায় ৬৫৩৮ টি পুকুর রয়েছে
আর্সেনিক	ফসলের ক্ষতি হয় মানব সম্পদের ক্ষতি হয়।	পবা উপজেলায় ১ টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স রয়েছে এবং ৯ টি ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৫ সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা

পবা উপজেলায় ভৌগোলিক অবস্থানগত কারনে শুষ্ক মৌসুমে পানির অভাব পরিলক্ষিত হয় তাই মাঠ ঘাট শুকিয়ে চৌচির হয়ে যায় আর বিপদাপন্ন হয় এ উপজেলার সকল জনগোষ্ঠী, প্রাণীকুল, মৎস্য সম্পদ এবং অবকাঠামো। আবার হঠাৎ করে অতিবৃষ্টির কারণে বন্যায় ভেসে যায় কৃষি জমি, গাছপালা, মৎস, প্রাণী এবং অবকাঠামো। আবার কখনওবা নদীভাঙনে গৃহহারা হয় পদ্মা, জোহাখালী ও বারনই নদী তীরবর্তী মানুষ। উপজেলার সব স্থানের বিপদাপন্নতা সমান নয় তাই আপদের ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারন ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা নিম্নক্ত টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ২.৪ :আপদ ভিত্তিতে সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা ,বিপদাপন্নের কারণ ও বিপদাপন্ন জনসংখ্যা।

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
খরা	দর্শনপাড়া, হুজরীপাড়া, বড়গাছি, পারিলা	খরার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	৪৫০০০-৫৪৯০০ জন
বন্যা	হুজরীপাড়া, বড়গাছি (কিছু অংশ) হরিপুর, হরিয়ান, দর্শনপাড়া, পারিলা, কাটাখালী পৌরসভা	বন্যার কারনে এখানে প্রচুর কৃষি জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, এছাড়া মৎস্য, অবকাঠামো, মানব সম্পদের ক্ষতি হতে পারে।	২৫৬৫০-২৭০০০ জন
কালবৈশাখী ঝড়	হরিপুর, হরিয়ান, দর্শনপাড়া,	কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে প্রচুর ঘরবাড়ী, কৃষি জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। এছাড়াও পশু ও মানব সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হতে পারে।	২৪৭৫০-২৯২৫০ জন
নদীভাঙ্গন	হরিপুর, হরিয়ান, কাটাখালী পৌরসভা	পবা উপজেলায় নদীভাঙ্গনের কারনে শত শত একর আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। নিঃস্ব হয়ে যেতে পারে অনেক মানুষ। এছাড়াও কৃষি, মৎস্য, অবকাঠামোর ক্ষতি হতে পারে।	১৮০০০-২২৫০০ জন

আপদ	সর্বাধিক বিপদাপন্ন এলাকা	বিপদাপন্নের কারণ	বিপদাপন্ন জনসংখ্যা
ফাঁপি	হরিপুর, বড়গাছি, দর্শনপাড়া, নওহাটা পৌরসভা, হুজরীপাড়া	ফাঁপির কারণে অবকাঠামোর ও কৃষি সম্পদের প্রচুর ক্ষতি হতে পারে।	৮৫৫০-১৩৫০০ জন
তাপদাহ	দর্শনপাড়া, হরিপুর, হরিয়ান, কাটাখালী পৌরসভা	তাপদাহের কারণে উপজেলার রবি শস্য সহ বিভিন্ন ফসল ক্ষতগ্রস্ত হতে পারে। এছাড়া জনস্বাস্থ্য বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।	৬৩০০০-৬৭৫০০ জন
পানির স্তর	হরিপুর, হড়গ্রাম, বড়গাছি, পারিলা, এবং হুজরীপাড়া	পানির স্তরের কারনে এখানে প্রচুর কৃষি সম্পদের ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া কৃষকদের চরম দুর্ভোগ সৃষ্টি হয় এবং খাবার পানির অভাব দেখা দিতে পারে।	৪৫০০০-৫৪০০০ জন
আর্সেনিক	দামকুড়া, হড়গ্রাম, পারিলা, হুজরীপাড়া	রাজশাহী জেলার প্রায় প্রতিটি উপজেলায় নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও পবা উপজেলায় এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।	৩৬০০-৪৫০০০ জন

তথ্য সূত্রঃ সকল ইউনিয়ন পরিষদ, এফজিডি, কমিউনিটি মিটিং

২.৬ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান খাত সমুহ

পবা উপজেলাটি কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন নির্ভর। এ উপজেলার অর্থনীতি কৃষির উপর নির্ভরশীল। তাই উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কৃষিকে প্রাধান্য দিলেও আপদ ও ঝুঁকি হ্রাসের জন্য মৎস, প্রাণী, স্বাস্থ্য, জীবিকা, অবকাঠামো সব দিকেই উন্নয়ন প্রয়োজন। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হল:

টেবিল ২.৫: উন্নয়নের খাত ও দুর্যোগ ঝুকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়।

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
কৃষি	পবা উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ২৭৮৮৭ একর উঁচু জমির ও ২৭৭০ একর নিচু জমির কৃষি ফসলের (ধান, গম, পাট, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে ২৫৭৫০ একর জমির উৎপাদন / কৃষি ফসল (ধান, গম, পাট, ইক্ষু, মসুর, মুগ, ভুট্টা, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে খরার ফলে ৪৫৭৫৬ একর জমির উৎপাদন/কৃষি ফসল (ধান, গম, পাট, ইক্ষু, মসুর, মুগ, ভুট্টা, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে পানির স্তর ক্রমেই নীচে নেমে যাওয়ার ফলে সেচের অভাবে কৃষি জমির উৎপাদন/কৃষি ফসল (ধান, গম, পাট, ইক্ষু, মসুর, মুগ, ভুট্টা, আলু, রবিশস্য, শাক-সবজী) চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে।	ধান, গম, পাটের জলাবদ্ধতা সহনশীল জাত সরবরাহ আমন ধানের চারা উৎপাদনে বৃষ্টির পানি ব্যবহার করা কলমের ফল গাছ (রুট কাটিং/খাসিকরণ) সরবরাহ জমিতে জৈব সার ব্যবহার করা কালবৈশাখী ঝড় ও জলাবদ্ধতার পূর্বে খাড়া ধান গাছ (পাকা) মাটির সাথে চাপা দেওয়া ভেড়ী-বাঁধ শক্ত ও মজবুত করা ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (ড্রেন) উন্নয়ন করা

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	পবা উপজেলাতে আর্সেনিকের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও আর্সেনিকের মাত্রা নিয়ন্ত্রনে এখন থেকে যদি বিকল্প ব্যবস্থা না নেওয়া হয় তাহলে তা জনস্বাস্থ্য সহ কৃষি জমির ও চাষের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারে।	খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
মৎস্য	পবা উপজেলাতে খরার কারণে মোট ১৯৫০টি ঘের/পুকুরের (৪১০ হেক্টর) আনুমানিক মোট ২৯৭০ মেঃটন মাছ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে। এক্ষেত্রে নদী তীরবর্তী এলাকা বেশী ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে মোট ১৯৫০ টি পুকুরের মধ্যে ছোট-বড় ১১৫৭টি মৎস্য পুকুরের আনুমানিক মোট ৫৩০ মেঃটন মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে তাপদাহের কারনে পানি শুকিয়ে ও বিভিন্ন রোগে মোট ১৯৫০টি পুকুরের আনুমানিক মোট ১২০০ মেঃটন মাছ চাষের ব্যাপক ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে বন্যার কারণে মোট ৪১০ হেক্টর ঘের/পুকুরের আনুমানিক মোট ৯৩০ মেঃটন মাছ উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে। এছাড়াও এলাকার স্থানীয় প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটতে পারে।	পুকুরের পাড় মজবুত ও উঁচু করা বাঁধ মেরামত ও তৈরী করা মৎস্যচাষীদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা পুকুরের চার পাশে ধইঞ্চা গাছ লাগানো সুস্থ সবল পোনা সরবরাহ করা প্রতিবছর পুকুর/ঘের সেচ দিয়ে কাঁদা কালো হলে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ, পুকুরের বাঁধ উচু করা ৩ স্তর বিশিষ্ট মৎস্য চাষ করা বন্যা/জলাবদ্ধতার সময় পুকুরের চারপাশে নেট/ টিন/ জালবেষ্টিত রাখা ক্ষতিগ্রস্থ দরিদ্র মৎস্যচাষীদের জন্য সহায়তা প্রদান করা মাছের বাজার উন্নতকরন
প্রানীসম্পদ	পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে উপজেলার ৬টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার কমপক্ষে ১৫০ টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ১০০ টি গবাদি পশুর খামারের মধ্যে প্রায় ১০০০০ গরু, ২৫০০০ ছাগল, ৭০০ মহিষ ১২০০০০ হাঁস-মুরগী ঝড়ের আঘাতে অথবা ভেসে গিয়ে বিলীন হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। পবা উপজেলাতে একনাগারে তাপদাহ হলে আনুমানিক ১৫০ টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ৫০ টি গবাদি পশুর খামারের মধ্যে ৫৮০০ গরু, ৪২০০ ছাগল, ৫৫০ টি মহিষ ১৫০০০০ হাঁস-মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হতে পারে, উল্লেখযোগ্য পরিমানে মারাও যেতে পারে। পবা উপজেলাতে ১৯৮৮ ও ২০১৩ সালের মত বন্যা হলে আনুমানিক প্রায় ১৫৬ টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ১৪০ টি গবাদি পশুর খামারের মধ্যে ৩০০০০ গরু, ১৫০০০০ ছাগল, ১৫০০ মহিষ ২৭০০০০ হাঁস-মুরগী ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফাঁপির কারণে পবা উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার কমপক্ষে ৫০০ টি হাঁস-মুরগীর খামার ও ১৫০ টি গবাদি পশুর খামারের	মাটির কিল্লা নির্মান করা সরকারী পতিত জমিতে গবাদি পশুর চারনভুমি তৈরি করা পশুরখাদ্য তৈরি করার জন্য মিল তৈরি করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা পশাপাশি জমিতে একত্রে পাতি হাঁস, মৎস্য, সবজি চাষ করা আপদ সহনশীল সংকর জাতীয় পশুপাখি চাষে উদ্বুদ্ধ করা পশুর টিকা সরবারহ নিশ্চিত করা

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	আবকাঠামো ঝুঁকিগ্রস্থ হয়ে এবং গরু, ছাগল, মহিষ ও হাঁস-মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়াসহ মারা যেতে পারে। যাতে করে এলাকার প্রতিটি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়াসহ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	
স্বাস্থ্য	পবা উপজেলাতে বন্যার কারণে মোট ৩১৪১৯৬ জনসংখ্যার মধ্যে ৮% লোক ডায়রিয়া, ১০% লোক আমাশয়, ২% লোক টাইফয়েড, ৪% লোক জন্ডিস, ৬% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৬% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। এসময় শিশু, বৃদ্ধ, প্রসূতি মহিলারা বেশি ঝুঁকিতে থাকে। যার ফলে উপজেলার প্রতিটি পরিবার আর্থিক অস্বচ্ছলতাসহ বিভিন্নভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে মোট ১০০০০ দরিদ্র কৃষক পরিবার ঘরবাড়ি ভেঙ্গে গিয়ে গৃহহারা হতে পারে। এছাড়া বড় বড় গাছপালা উপড়ে গিয়ে আহত হতে পারে। অনেকে মারাও যেতে পারে। পবা উপজেলাতে প্রতি বছর পানির স্তর ক্রমেই নীচে নেমে যাওয়ার ফলে সুপেয় নিরাপদ খাবার পানির অভাবে সকল ইউনিয়নের ও পৌরসভার মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকি ক্রমেই বেরে যাচ্ছে। পবা উপজেলাতে খরা ও তাপদাহ বৃদ্ধি পেতে থাকলে উপজেলার মোট ৩১৪১৯৬ জনসংখ্যার মধ্যে ২% লোক ডায়রিয়া, ১% লোক আমাশয়, ১% লোক টাইফয়েড, ২% লোক জন্ডিস, ১% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৫% চর্মরোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে। পবা উপজেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। ফাঁপির কারণে পবা উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও ২টি পৌরসভার মোট ৩১৪১৯৬ জনসংখ্যার মধ্যে ৩% ডায়রিয়া, ২% আমাশয়, ২% চর্মরোগ, ২% নিউমোনিয়া, ৭% লোক ভাইরাসজনিত এবং ৮% বিভিন্ন ঠান্ডা জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়া সহ অকালে মারা যেতে পারে।	স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা দুর্যোগে স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিষয়ে ডাক্তারদের জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বস্থ্যকেন্দ্র ও কমিউনিটি ক্লিনিকের সেবার মান বৃদ্ধি করা প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবারহ নিশ্চিত করা বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করা দুর্যোগের কারনে পঙ্গু ব্যক্তিদের পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা পর্যাপ্ত টিকা ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করা
জীবিকা	পবা উপজেলায় মোটামুটি ৪ ধরনের জীবিকার লোক আছে। যার মধ্যে কৃষিজীবি পরিবার ৩৩৫৩৩, মৎস্যজীবি পরিবার ২৩৪৫, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী পরিবার ৯৩৪৪ এবং অকৃষি শ্রমিক পরিবার ১৪৮৯।	টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	কালবৈশাখী ঝড়: কালবৈশাখী ঝড়ের কারনে পবা উপজেলার ৩৩৫৩৩ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১২৯৭২২ জন, ২৩৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে ১০৩২২ জন, ৯৩৪৪ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে ৩৮০৫৫ জন ও ১৪৮৯ অকৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ৬০৪৪ জন প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	মহিলাদের জন্য বসতবাড়ীতে আয়ের ব্যবস্থা করা স্থানীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে জীবিকার ব্যবস্থা করা জনগোষ্ঠী ভিত্তিক বনায়ন সৃষ্টি করা সমাজিক খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর জীবিকা নিশ্চিত করার জন্য সহায়তা প্রদান করা টেকসই বিকল্প জীবিকা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষন প্রদান করা
	খরা: ৩৩৫৩৩ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১২৯৭২২ জন তীব্র ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া চৈত্র-বৈশাখ মাসে তীব্র খরার কারনে প্রায় ১০০০ মৎস্যজীবি পরিবার প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ফাঁপি: ফাঁপির কারনে ২৩৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে প্রায় ১০৩২২ জন, ১২৯৭২২ জন কৃষিজীবির মধ্যে ৯২০৪৩ জন কৃষিজীবি পেশার মানুষ ও ৪৫০ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যাবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাপদাহ: পবা উপজেলার ২৩৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে ৫৬২৯ জন মৎস্যজীবি, ৩৩৫৩৩ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১৫৬৫০০ জন কৃষিজীবি, ৯৩৪৪ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে ৬৮০০ জন ব্যবসায়ী ও ১৪৮৯ অকৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ২০০০ জন অকৃষি শ্রমিক প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। নদী ভাঙন: নদী ভাঙনের কারনে পবা উপজেলার হরিপুর, হরিয়ান ইউনিয়ন, কাটাখালী পৌরসভার কিছু অংশের কৃষি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। যার ফলে উক্ত ইউনিয়নের কৃষিজীবি, মৎস্যজীবি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশার সাধারণ মানুষ প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। বন্যা: বন্যার কারনে পবা উপজেলার ১৭৪৫ মৎস্যজীবি পরিবারের মধ্যে ৪১৬২৯ জন মৎস্যজীবি, ২৭৮৯৬ কৃষিজীবি পরিবারের মধ্যে ১১৬৯৩৩ জন কৃষিজীবি, ৯১৪৪ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী পরিবারের মধ্যে ২১৩৭১ জন ব্যবসায়ী ও ৩০৯৩ অকৃষি শ্রমিক পরিবারের মধ্যে ২২৭৮ জন অকৃষি শ্রমিক প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।	
গাছপালা	পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে উপজেলার মোট ১৭০০০ ফলজ গাছ ১২০০০ বনজ গাছ এবং ১১০০০ ঔষধি গাছসহ ১৬০০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে পানির স্তর নেমে যাওয়ার কারনে উপজেলার মোট ২০০০০ ফলজ গাছ ১৫০০০ বনজ গাছ এবং ৮০০০ ঔষধি গাছসহ ১০০০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে একটানা প্রচন্ড তাপদাহের কারণে উপজেলার মোট	নিচু জমিতে অধিক শাখা মূল যুক্ত (নারিকেল) বড়গাছ লাগাতে হবে। বাড়ির আশে পাশে বৃক্ষ রোপণ করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করন। রাস্তা ও বেড়ী বাঁধের দুই পাশে গুচ্ছমূলী বৃক্ষ রোপণ করা পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা; মাটির আর্দ্রতা রক্ষার জন্য গাছের

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	১৩০০০০ ফলজ গাছ ৬০০০ বনজ গাছ এবং ১৮০০ ঔষধি গাছসহ ১৮০০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে। পবা উপজেলাতে বন্যার কারণে উপজেলার মোট ১২০০০০ ফলজ গাছ ১৪০০০ বনজ গাছ এবং ৯১০০ ঔষধি গাছসহ ১১১০০০ টি নার্সারির চারা গাছের প্রতাক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ক্ষতি হতে পারে।	গোড়ায় মাদা তৈরী করতে হবে। যা খরার সময় বাষ্পীভবন রোধ করবে। অবৈধভাবে গাছ কাটা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োগ করা।
ঘরবাড়ী	পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে ২টি পৌরসভা ও ৮টি ইউনিয়নের আনুমানিক ৫৫০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি ও ২০০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। পবা উপজেলাতে ফাঁপি বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০৩০০ কাঁচা ঘরবাড়ি, ২৮০০ টি আধাপাকা ঘরবাড়ি পানির চাপে আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। পবা উপজেলাতে তাপদাহ বৃদ্ধি পেতে থাকলে আনুমানিক ২৫০০ কাঁচা ঘরবাড়ি, ৫০ পাকা ঘরবাড়ি, ১০০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। পবা উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে হরিপুর, হরিয়ান ইউনিয়ন, কাটাখালী পৌরসভার কাঁচা ও আধাপাকা ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং হাঁস মুরগী ও গরু ছাগলের খামার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। পবা উপজেলাতে ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে হরিপুর, হরিয়ান ইউনিয়ন, কাটাখালী পৌরসভার মোট ৩০০০টি কাঁচা ঘরবাড়ি, ৩০০টি পাকা ঘরবাড়ি, ২০০০টি আধাপাকা ঘরবাড়ি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে।	বসত বাড়ীর ভিটা উঁচু করতে হবে। সাথে সাথে ঝোপ জাতীয় গাছের চারা রোপন করার জন্য মাটির মাদা তৈরী (১.৫-২ ফুট ব্যাসের) ও উচু করতে হবে দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করা দুর্যোগ সহনশীল বাড়ী নির্মান করার জন্য সুদমুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা; বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনার চারিদিকে ,রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা; বসত বাড়িসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদী হতে দূরে ও উঁচু স্থানে মজবুতভাবে নির্মাণ করা;
অবকাঠামো	পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে আনুমানিক ৩০টি বিদ্যালয়, ৫টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৬টি মাদ্রাসা, ১০টি মসজিদ, ৫টি মন্দির, ১টি হাসপাতাল, ৬টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ২৪টি কমিউনিটি ক্লিনিক, ২টি আশ্রয়ন প্রকল্প, ৫১৪টি ব্রিজ-কালভার্ট আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। পবা উপজেলাতে নদীভাঙ্গনের কারণে হরিপুর, হরিয়ান ইউনিয়ন, কাটাখালী পৌরসভার প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা, অফিস, ক্লিনিক, স্কুল কাম শেল্টার, কালভার্ট, পুল, কাঁচা রাস্তা, আধাপাকা ও পাকা রাস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। পবা উপজেলাতে বন্যার কারণে মোট ৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩টি মাদ্রাসা, ২৫টি মসজিদ, ১২টি মন্দির, ১টি গির্জা, ১০টি সরকারি ও বেসরকারি অফিস, ১টি ক্লিনিক, ২টি স্কুল কাম শেল্টার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। এছাড়াও ১২৫ কি.মি. কাঁচা রাস্তা, ৮০ কি.মি. আধাপাকা রাস্তা পানিতে নিমজ্জিত	রাস্তা উচু ও পাকা করা প্রয়োজনীয় কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ করা স্লুইসগেট নির্মান করা বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও সংস্কার করা পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা অবকাঠামো স্থাপনার চারিদিকে, রাস্তা ও খালসমূহের দুই ধারে বৃক্ষ রোপণ করা

খাত সমূহ	বিস্তারিত বর্ণনা	দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের সাথে সমন্বয়
	হয়ে চলাচলের অযোগ্য এমনকি বিলীনও হয়ে যেতে পারে।	
স্যানিটেশন	পবা উপজেলাতে খরা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ২৫০টি সংরক্ষিত পুকুর, ৫০০টি পাকা পায়খানা ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। পবা উপজেলাতে কালবৈশাখী ঝড় আঘাত হানলে আনুমানিক ১০০০টি কাঁচা, ৫০০ আধাপাকা পায়খানা ১৫০টি সংরক্ষিত পুকুরের পানি আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হতে পারে। পবা উপজেলাতে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়ার হার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ২৬০টি সংরক্ষিত পুকুর ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে। পবা উপজেলাতে তাপদাহ বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ১০০টি সংরক্ষিত পুকুর, ১৯০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে। পবা উপজেলাতে বন্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলে মোট ২৮০টি সংরক্ষিত পুকুর, ৩৫০০টি কাঁচা পায়খানা সম্পূর্ণ কিংবা আংশিকভাবে বিনষ্ট হতে পারে।	স্যানিটেশন বিষয়ে সচেতনতা বাড়ানো পকুর খনন ও সংরক্ষিত পুকুর পুন:খনন পর্যাপ্ত পন্ড স্যান্ড ফিল্টার ও রেইন ওয়াটার হারভেস্টার স্থাপন করা দুর্যোগ সহনশীল ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মান করা পানি ও পয়:নিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে পর্যাপ্ত সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করা

তথ্য সূত্রঃ এফজিডি ও মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.৭ সামাজিক ম্যাপ

পবা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পবা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে পবা উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে সামাজিক মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় পবা উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক মানচিত্রে উপজেলার গ্রামগুলির অবকাঠামোসমূহ, রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট, বিভিন্ন সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, হাট-বাজার, নদী-খাল, ফসলের মাঠসহ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সামাজিক মানচিত্রে পবা উপজেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা নং ৩০ (ক) এ দেখানো হয়েছে।

২.৮ দূর্যোগ এবং ঝুঁকি ম্যাপ

পবা উপজেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য পবা উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার লোকজনের সাথে বসে পবা উপজেলার মানচিত্র দেখিয়ে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র করার উদ্দেশ্য, গুরুত্ব বর্ণনা করে তাদের সহায়তায় এলাকার আপদসমূহ চিহ্নিত করে পবা উপজেলার সামাজিক মানচিত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। পবা উপজেলার কোন ইউনিয়নে কি ধরনের আপদ সংঘটিত হয় তা ঝুঁকি মানচিত্রে অংশগ্রহনকারীদের দ্বারা প্রদর্শন করা হয়েছে। দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্রে পবা উপজেলার সার্বিক অবস্থা পৃষ্ঠা নং ৩০ (খ) এ দেখানো হয়েছে। এছাড়া প্রত্যেকটা আপদের জন্য আলাদা ভাবে দুর্যোগ ও ঝুঁকি মানচিত্র সংযুক্তি ৮ এ দেখানো হয়েছে।

২.৯ আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি

পবা উপজেলায় খরার প্রবনতা বেশি হলেও সারা বছর জুড়েই বিভিন্ন আপদ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। চৈত্র মাস থেকেই খরার প্রবনতা বাড়তে থাকে এবং বৈশাখ ,জৈষ্ঠ মাসে তীব্র রুপ ধারন করে। মাঠ ঘাট শুকিয়ে যায় ,অধিকাংশ টিউবয়েলে পানি থাকে না। এ সময় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে থাকে তাই শুধু গভীর নলকূপ ছাড়া পানি উত্তলন সম্ভব হয় না। এছাড়া উপজেলার ভেতর দিয়ে ৩টি নদী প্রবাহিত হয়েছে। হঠাৎ বন্যা বা উজান থেকে ঢল নামলে নদী সংলগ্ন এলাকা ও জনসাধারন আষাঢ় থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত যে কোন সময় বিপুল পরিমান ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এছাড়া অগ্রহায়ন থেকে ফাল্গুন মাস পর্যন্ত ঘনকুয়াশা ও শৈত

প্রবাহের প্রকপ থাকে তাতে করে রবি শষ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে আপদের মৌসুমী দিনপঞ্জি তুলে ধরা হল:

টেবিল ২.৬: মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জি।

আপদসমূহ	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
খরা												
নদীভাঙন												
আর্সেনিক												
বন্যা												
কালবৈশাখী												
ফাঁপি												
তাপদাহ												
পানিরস্তর												

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

বেশী মাঝারী কম নাই

আপদের দিনপঞ্জি বিশ্লেষণ

আপদগুলো এই এলাকাতে বছরের বারো মাসের মধ্যে কোন কোন মাসে সংগঠিত হয় এবং কোন কোন মাসে এর প্রভাব বেশি বা কম থাকে তা রেখাচিত্রের মাধ্যমে মৌসুমী দিনপঞ্জিতে দেখানো হয়েছে। প্রি-সিআরএ কাজের অংশ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সাথে আলোচনার মাধ্যামে জানা যায়:

খরাঃ এই এলাকার প্রধান আপদ হল খরা। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত খরার উপস্থিতি দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত খরা এখানকার কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। মার্চ মাসের প্রথম দিকে এবং জুন মাসের শেষের দিকে খরার প্রভাব মধ্যম পর্যায়ে থাকলেও বছরের বাকি সময় এর মাত্রা কিছুটা কম থাকে। খরার কারণে এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। আবার এই খরার কারণে সংরক্ষিত পুকুরের পানি শুঁকিয়ে যাওয়ায় দেখা দিচ্ছে পানীয় জলের চরম সংকট।

বন্যাঃ মূলত নদী ভরাটের কারণে ও পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকায় বন্যা হয়। প্রচুর পরিমাণ পলি জমে নদীগুলো ক্রমাগত ভরাট হয়ে যাচ্ছে এবং নদীর মাঝে চর জেগে উঠায় অতিরিক্ত পানির চাপে নদীর পাড় উপচে বন্যার সৃষ্টি করে। পবা উপজেলায় জুলাইয়ের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত বন্যার সম্ভাবনা দেখা দেয় হয়।

নদীভাঙ্গনঃ পবা উপজেলার ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সামাজিক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ফসল ও গবাদিপশু নদীভাঙ্গনে প্রতি বছর বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত এখানে নদীভাঙ্গন প্রকট না হলেও আগস্টের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত নদীভাঙ্গন প্রকট আকার ধারন করে।

পানির স্তরঃ ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাওয়াকে এলাকাবাসী আপদ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচের দিকে নেমে যাওয়ায় এখানকার অনেক ফসল সেচের অভাবে নষ্ট হচ্ছে। আবার যেগুলো কোনো মতে হচ্ছে তাতেও পর্যাপ্ত পানির অভাবে ফলন কমে যাচ্ছে। মে মাস থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পানির স্তর নামতে থাকে এবং জুন থেকে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত প্রকট আকার ধারন করে।

ফাঁপিঃ এই এলাকার আর একটি আপদ হল ফাঁপি। এটি সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে ঘটে থাকে। এর ফলে কাচাস্থাপনা ধ্বসে পড়ে।

তাপদাহঃ এই এলাকার অন্যতম প্রধান আপদ হল তাপদাহ। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত তাপদাহ দেখা যায়। মাত্রাতিরিক্ত তাপদাহ এখানকার মানবসম্পদ, প্রানীসম্পদ ও কৃষির ব্যাপক ক্ষতি করে। বাকি সময় তাপদাহ মাত্রা কিছুটা কম থাকে।

২.১০ জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

কৃষি অত্র এলাকার মানুষের প্রধান জীবিকা হলেও এ উপজেলায় মৎসজীবিও রয়েছে। এছাড়া ভূমিহীন শ্রমীক আছে যারা দিনমজুর হিসাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলে বেশ কয়েকটি হাট বাজার থাকায় এবং বিপুল পরিমান কৃষিপন্য রপ্তানির জন্য ব্যবসায়ী জীবিকাও গড়ে উঠেছে। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি দেওয়া হল:

টেবিল ২.৭: জীবিকার মৌসুমী দিনপঞ্জি

জীবিকার উৎস	মৌসুম											
	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর	জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষক												
কৃষি শ্রমিক												
অকৃষি শ্রমিক												
মৎস্য চাষি												
মৎস্যজীবি												
আম চাষি												
মাঝি												
ব্যবসায়ী	ঈদ ও অন্যান্য ধর্মীও অনুষ্ঠানের সময় কাজের চাপ বেশি থাকে											
চাকুরীজীবি	সারা বছরই সমান ব্যস্ত থাকে											
নসিমন/ ভ্যান চালক												
কুটির শিল্পের কাজ												
কাঠ মিস্ত্রির কাজ												
রাজ মিস্ত্রির কাজ												

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

বেশী মাঝারী কম নাই

২.১১ জীবন এবং জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা

পূর্বে আলোচিত আপদ /দূর্যোগ সমূহ স্বাভাবিক জীবন জীবিকা নির্বাহে বাঁধার সৃষ্টি করে। কৃষি ,মৎস ,দিনমজুর ও ব্যবসায়ী সকলেই কম বেশি বিপদাপন্ন হয়। নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা দেওয়া হল:

টেবিল ২.৮ :জীবন ও জীবিকা সম্পর্কিত বিপদাপন্নতা।

জীবিকাসমূহ	আপদ /দুর্যোগসমূহ							
	খরা	বন্যা	পানির স্তর	নদীভাঙন	শৈতপ্রবাহ	ঘনকুয়াশা	অনাবৃষ্টি	কালবৈশাখী ঝড়
কৃষি	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
মৎস্য	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	
দিনমজুর	☑	☑		☑	☑	☑	☑	
ব্যবসায়ী	☑	☑			☑	☑		☑

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১২ খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকির বর্ননা

প্রতিটি ইউনিয়নের আপদ সমূহ চিহ্নিতকরণ ও তার সংশ্লিষ্ট বিপদাপন্ন খাত ও উপাদান এবং এলাকা সমূহ নির্ধারণের পর আপদ সমূহের সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি সমূহ চিহ্নিত, তালিকা প্রস্তুত ও বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপ থেকে দুই জন করে প্রতিনিধি নিয়ে চারটি (কৃষক, ভূমিহীন, মহিলা ও মৎস্যজীবী) দলে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি গ্রুপে ৬ জন করে মোট ২৪ জন প্রতিনিধির সাথে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটি দলের বর্ণনাকৃত ঝুঁকি সমূহের মূল্যায়ন করে অগ্রহণযোগ্য ঝুঁকি সমূহের উপর ভোটাভুটির

মাধ্যমে (জিপস্টিকের মাধ্যমে ভোট প্রদান) ঝুঁকির অগ্রাধিকার করণ করা হয়েছে। চারটি দলের অগ্রাধিকার কৃত ঝুঁকিসমূহ একত্রিত করে প্রাপ্ত ভোট সংখ্যার আলোকে সর্বোচ্চ ভোট প্রাপ্তির ক্রমানুযায়ী ঝুঁকির তালিকা থেকে ঝুঁকি নিয়ে তার কারণ বিশ্লেষণ সহ স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। অগ্রাধিকারকৃত ঝুঁকি সমূহ নিম্নরূপ। এগুলো পরবর্তীতে গ্রুপের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পরোক্ষ স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা যাচাই করা হয়েছে।

টেবিল ২.৯: খাত ভিত্তিক আপদ ও ঝুঁকি।

	বিপদাপন্ন সামাজিক উপাদানসমূহ									
	ফসল	গাছপালা	পশু সম্পদ	মৎস্য সম্পদ	ঘরবাড়ি	রাস্তাঘাট	স্লীজ কালভার্ট	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	স্বাস্থ্য	আশ্রয়কেন্দ্র
বন্যা	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
নদীভাঙ্গন	☑	☑		☑	☑	☑		☑		☑
খরা	☑	☑	☑	☑					☑	
কালবৈশাখী ঝড়	☑	☑	☑		☑			☑	☑	
ফাঁপি			☑						☑	
পানির স্তর	☑	☑	☑	☑					☑	
তাপদাহ	☑	☑	☑	☑		☑			☑	
আর্সেনিক	☑	☑	☑	☑						

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

২.১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং তার সম্ভাব্য প্রভাব

কোন স্থানের বা অঞ্চলের (৩০ বছর বা তার বেশী সময়ের) দৈনন্দিন আবহাওয়া পর্যালোচনা করে বায়ু মন্ডলের ভৌত উপাদানগুলোর (বায়ুর তাপ, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহের দিক ও তার গতিবেগ, বায়ুর আর্দ্রতা মেঘের পরিমান ও প্রকারভেদ এবং বৃষ্টিপাত) যে সাধারন অবস্থা দেখা যায় তাকে ঐ স্থানের বা অঞ্চলের জলবায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ট তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। তাই প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়াকেই জলবায়ু পরিবর্তন বলে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কোন কোন খাতসমূহ কিভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হল:

টেবিল ২.১০: খাত ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্ভাব্য প্রভাব।

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
খরা	কৃষি	খরার কারণে বোরো ধান, আউশ ধান, গম, আখ, আম, লিচু, ভুট্টা, তিল, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ছোলা, শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। পবা উপজেলায় খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।
	মৎস্য	খরার কারণে নদী, পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পোনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
	গবাদিপশু	প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা, পাতলা পায়খানা, আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
	পানি সরবরাহ	খরার ফলে পানির স্তর নীচে নামা গিয়ে অধিকাংশ পরিবারের মানুষ বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট সহ শারীরিক অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	খরা স্থায়ী হলে উপজেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে।
	কৃষি	১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান, পাট, পান, সবজী, বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা,

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
বন্যা		পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।
	বসতবাড়ি	বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে পবা উপজেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।
	অবকাঠামো	বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যাহত হবে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপজেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও পবা উপজেলার কিছু মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, শ্মশানঘাট, দোকান ঘর, ধানের মিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।
	যোগাযোগ	বন্যায় কাঁচা, আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকিগ্রস্থ হয়।
	মৎস্য	বন্যার পানির সাথে পুকুরে চাষকৃত মাছগুলো বের হয়ে যায় ফলে বন্যায় মৎস্য চাষীরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপজেলার প্রায় সব পুকুরের কার্প জাতীয় মাছ বের হয়ে যেতে পারে। ফলে মৎস্যচাষী পরিবার আর্থিক সঙ্কটে পড়তে পারে এবং বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।
	গবাদিপশু	বন্যার সময় চারনভূমি ডুবে যাওয়ায় গো-খাদ্যের অভাব দেখা দেয়ার এবং বন্যা পরবর্তী সময় কাঁচা ঘাস খাওয়ার ফলে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
	গাছপালা	বন্যার সময় গাছের গোড়ায় বন্যার পানি জমে গাছ মারা যেতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে পবা উপজেলায় অনেক কাঁঠাল গাছ, আম গাছ, আমড়া গাছ সহ অন্যান্য গাছ মারা যেতে পারে।
	নার্সারি	নার্সারিতে বন্যার পানি জমে চারা গাছ মারা যায়। বন্যার কারণে পবা উপজেলায় অনেক নার্সারির চারাগাছ ডুবে গিয়ে নষ্ট হতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	বন্যা ও বন্যা পরবর্তী সময়ে নানাবিধ পানিবাহিত রোগ দেখা দেয় যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, টাইফয়েড, সর্দিজ্বর ইত্যাদি। এ সময় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশুরা বেশী আক্রান্ত হয়। এছাড়াও গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানের অভাব ও ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে প্রানহানির সম্ভাবনা আছে। ছোট ছোট বাচ্চারা পানিতে ডুবে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ফাঁপি	কৃষি	ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা, পেঁপে, পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি, ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।
	অবকাঠামো	ফাঁপির ফলে কাঁচা রাস্তাঘাট ও কাঁচাঘরবাড়ি ভেঙ্গে গিয়ে মানুষ অর্থনৈতিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ সহ আশ্রয়হীন হতে পারে ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে।
	গবাদিপশু	এই সময় গবাদিপশু বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যেতে পারে।
	স্বাস্থ্য	অতিরিক্ত ফাঁপির কারণে মানুষ রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যহানি ঘটতে পারে। এ সময় বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ও শিশুরা বেশী ঝুঁকিতে থাকে।
তাপদাহ	কৃষি	তাপদাহের কারণে উপজেলার রবি শস্য সহ বিভিন্ন ফসল ক্ষতগ্রস্ত হতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	প্রচন্ড তাপদাহের ফলে জনস্বাস্থ্য বিশেষ করে বৃদ্ধ ও শিশুরা হিটস্ট্রোক ও চর্মরোগ সহ নানান ধরনের রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে।

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
কালবৈশাখী	কৃষি	বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ, গম, ভুট্টা, ছোলা, শাকসবজি মারাত্নক ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।
	বসতবাড়ী	কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা, বেড়া, খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে উপজেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
	অবকাঠামো	কালবৈশাখীর তান্ডবে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঝুঁকিগ্রস্থ আথবা ভেঙ্গে যেতে পারে। এছাড়াও বসতবাড়ি, দোকান-পাট, ক্লাব ঘর ঝুঁকিগ্রস্থ হয়ে আবাসন ও ব্যবসা সংকট দেখা দিতে পারে।
	গবাদিপশু	কালবৈশাখীর তান্ডবে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেরা, বসত বাড়ীর হাঁস-মুরগী, খামারের মুরগী, কবুতর প্রভৃতি মারা যেতে পারে। যার ফলে গবাদি পশুর সংকট সহ আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে এবং অস্থিরতা দেখা দিতে পারে।
	জনস্বাস্থ্য	এই আপদের সময় মহিলা, শিশু, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধ মানুষ বেশী ঝুঁকিতে থাকে। পদ্মা নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের ঝুঁকিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।
নদীভাঙ্গন	কৃষি	উপজেলার নদী ভাঙ্গনের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গনের কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।
	অবকাঠামো	নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানঘর, কবরস্থান, মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ঝুঁকিগ্রস্থ হতে পারে, পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।
	যোগাযোগ	নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার কাঁচা এবং পাকা রাস্তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে নদী তীরবর্তী জনগণের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে।
	বসতবাড়ি	নদীভাঙ্গনের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে পারে।
	গবাদিপশু	নদীভাঙ্গনের কারণে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী মারা গিয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
আর্সেনিক	জনস্বাস্থ্য	পবা উপজেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।
	গাছপালা	সাম্প্রতিক সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় খুব সীমিত মাত্রায় হলেও বিভিন্ন ফল ও ফসলে আর্সেনিকের উপস্থিতি দেখা গেছে। যা অত্যান্ত উদ্বেগ জনক। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।
পানির স্তর	কৃষি	ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর এই অঞ্চলের জন্য একটি বড় সমস্যা। পানির স্তর ক্রমেই নেমে যাওয়ার ফলে ধান, ধানের বীজতলা, রবিশস্য, আলু, বেগুন, করলা, শিমসহ অন্যান্য সবজি চাষে সেচের মারাত্নক সংকট দেখা দেয়। ফলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। চাষিদের অতিরিক্ত দামে পানি কিনতে হয়।
	গাছপালা	এ অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ায় আম, লিচু, নারিকেল প্রভিতি ফলজ গাছ খরার সময়

আপদ	বিপদাপন্ন খাত	ঝুঁকির বিবরণ
		পানি না পাওয়ায় বেশী ঝুঁকিগ্রস্থ হয়। অল্পকিছু গাছ যেটুকু পানি পায় তাতে ফলন অনেক কমে যায়।
	জনস্বাস্থ্য	খাবার পানির সংকট চরম আকার ধারন করে। শিশু ও বৃদ্ধরা এসময় বিভিন্ন উৎসের অনিরাপদ পানি পান করে বিভিন্ন রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

তৃতীয় অধ্যায়
দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস

৩.১ ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিতকরণ

কোন আপদ বা আপদসমূহ, পবা উপজেলার বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবেশ- এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রনের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভবনা অর্থাৎ কোন আপদ ঘটার সম্ভবনা ও মাত্রা এবং তার ফলে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ক্ষতির সম্ভবনা এই দুইয়ের পারস্পরিকতাই ঝুঁকি। পবা উপজেলার ঝুঁকি ও ঝুঁকির কারণসমূহ চিহ্নিত করে নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে দেওয়া হল:

টেবিল ৩.১: পবা উপজেলায় চিহ্নিত ঝুঁকির কারণসমূহ।

ঝুঁকির বর্ণনা	কারণ		
	তাৎক্ষণিক	মাধ্যমিক	চূড়ান্ত
খরার কারণে বোরো ধান, আউশ ধান, গম, আখ, আম, লিচু, ভুট্টা, তিল, পেঁয়াজ, রসুন, মরিচ, ছোলা, শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। পবা উপজেলায় খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	- সেচ ব্যবস্থা না থাকা - অতিরিক্ত তাপ, খরা ও বৃষ্টিহীনতা	-কৃত্রিম সেচের খরচ বহনে গরিব কৃষক - অপর্যাপ্ত শ্যালো মেশিন ও গভীর নলকুপের স্বল্পতা -অপর্যাপ্ত বনায়ন - খালগুলোতে পানি না থাকা	- খাল সংস্কার না করার কারণে - বারনই নদী ভরাট হওয়ার কারণে - পানির স্তর নীচে নামা যাওয়াতে
বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে পবা উপজেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।	- উজান থেকে আসা অতিরিক্ত পানির চাপের কারণে	-নীচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা -অপরিকল্পিত ভাবে ঘরবাড়ি তৈরি করা	- সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের সুষ্ঠু নীতিমালা না থাকা
খরার কারণে নদী, পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	- বৃষ্টিপাত কমে যাওয়া - পুকুরের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা না থাকা	-বিকল্প উপায়ে পর্যাপ্ত পানির ব্যাবস্থা না থাকা - পুকুর ভরাট ও শুকিয়ে যাওয়া - গাছপালা না থাকা	- স্থানীয় সরকারের এই বিষয়ে পর্যাপ্ত সচেতনতার অভাব -বাজেটের সল্পতা - আবহাওয়ার ভারসাম্যহীনতা
আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত সময়ে নিচু এলাকায় বিশেষ করে	- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার	- খাল ভরাট হয়ে যাওয়া	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে

বিল ও খালের পানি নিষ্কাশনের অভাবে উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে কম বেশী বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে উপজেলার কৃষি খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	কারণে - অতিবৃষ্টির কারণে		খাল খনন না থাকার কারণে। - স্লুইচ গেটের স্বল্পতা
প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা, পাতলা পায়খানা, আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	- সচেতনার ব্যবস্থা না থাকার কারণে	- গবাদিপশুর চিকিৎসার অভাব।	- গবাদিপশুর চিকিৎসা কেন্দ্রের অভাব।
১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান, পাট, পান, সবজী, বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	- অতিবৃষ্টি - বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে - ফারাক্কা খুলে দেওয়ার ফলে - উজানের ঢল নামার কারণে - আবহাওয়ার বিপর্যয়	- পানি নিষ্কাশনের পথ না থাকা - খাল ও স্লুইসগেট না থাকা - খাল ভরাট হওয়া - অপরিকল্পিত চাষাবাদ	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদী ও খাল ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা - উন্নত চাষাবাদ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারনা না থাকা - প্রয়োজনীয় স্লুইসগেট না থাকা
খরা স্থায়ী হলে উপজেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘোটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধির পেতে পারে।	- অতিরিক্ত খরা ও বৃষ্টি না হওয়া - সেচ ও পানি সংরক্ষন ব্যবস্থা না থাকা	-গভীর নলকূপ স্থাপন না করা ও গাছপালা না থাকা	-জনগণের অসচেতনতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি -সরকারের বাজেটের কমতি
বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হবে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপজেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও পবা উপজেলার কিছু মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, শ্মশানঘাট, দকান ঘর, ধানের মিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।	- উজানের ঢল - অতিবৃষ্টি - পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে	-পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে - খাল ও পকুর ভরাট হওয়া	-খাল ও পকুর পনঃখননের কর্মসূচী না থাকা।
ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা, পেঁপে, পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি, ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	- তীব্র বাতাসের সাথে অধিক বৃষ্টি	- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণে - গাছের গরা নরম হওয়া	- আবহাওয়ার ভারসাম্যহীনতা - যথাযথ সরকারী উদ্দ্যোগের অভাব
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের	- হঠাৎ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে

উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ, গম, ভুট্টা, ছোলা, শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	- প্রচন্ড গরমের কারণে	পৌঁছানো - পরিবেশ দূষণ	বৃক্ষ রোপণের কোন নীতিমালা না থাকা
ঘনকুয়াশায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বীজতলা, ভুট্টা, টমেটো, সবজি, পেঁয়াজ, রসূন, আলু, সরিষা, গম, ছোলা, মসুর, মরিচ, পান, আমের মুকুল এবং নারিকেল গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে চরম খাদ্যাভাব, অর্থ ও পুষ্টি সংকট দেখা দিতে পারে।	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌছান - জনসচেতনতার অভাব	- কৃষি প্রশিক্ষনের অভাব	- সরকারীভাবে পর্যাপ্ত বালাই নাশক সরবরাহ না থাকা
নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানঘর, কবরস্থান, মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।	- অতিবৃষ্টিতে নদীর পাড় নরম হবার কারণে	- নদীর গভীরতা কমে যাওয়া	- নদীর পাড় মজবুত না করা
নদীভাঙ্গনের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে পারে।	- পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে - শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে	- নদীর গভীরতা কম থাকার কারণে	- নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু পর্যবেক্ষণের অভাব - নদীর বাঁধ তদারকি বাস্থবায়ন কমিটির অভাব
কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা, বেড়া, খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে উপজেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে না পৌঁছানো	- বড় বড় বৃক্ষ নিধনের কারণে। - সতর্কতা মূলক ব্যবস্থা না থাকার কারণে।	- ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরি না করার কারণে। - সরকারিভাবে বৃক্ষ রোপণ নীতিমালা না থাকার কারণে।
বন্যায় কাঁচা, আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	- পানির প্রবল চাপে বাঁধ ভেসে যাওয়ার কারণে - উজানের ঢল নামার কারণে	- নদীর পাড় ভেঙ্গে ধীরে ধীরে নদীর নাব্যতা কমে যাওয়া - প্রয়োজনীয় স্থানে বাঁধ না থাকার কারণে	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে ড্রেজিং ব্যবস্থা না থাকা
উপজেলার নদী ভাঙ্গনের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গনের কারণে নদীর তীরবর্তী	- পানির প্রবল চাপ থাকার কারণে	- নদীর গভীরতা কম থাকার	- নদীর গভীরতা কম ও সুষ্ঠু

এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	- শ্রাবণ মাসে প্রবল বৃষ্টির কারণে	কারণে।	পর্যবেক্ষণের অভাব - নদীর বাঁধ তদারকি ও বাস্তবায়ন কমিটির অভাব
পবা উপজেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে। এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।	- জনসচেতনতার অভাব	- চিকিৎসা কেন্দ্রের স্বল্পতা	- স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার অভাব

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.২ ঝুঁকি নিরসনের উপায় চিহ্নিতকরণ

পবা উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিতে উঠান বৈঠক ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের আলোচনা থেকে উঠে আসা ঝুঁকি এবং ঝুঁকি নিরসনের সম্ভব্য উপায়সমূহ খুঁজে বের করা হয় যা নিম্নে টেবিলের মাধ্যমে বিস্তারিত আলোচনা করা হল:

টেবিল ৩.২: পবা উপজেলার চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ নিরসনের সম্ভাব্য উপায়।

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
খরার কারণে বোরো ধান, আউশ ধান, গম, আখ, আম, লিচু, ভুট্টা, তিল, পেঁয়াজ, রসূন, মরিচ, ছোলা, শাক-সবজী এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নষ্ট হয়ে মানুষের খাদ্য ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে। পবা উপজেলায় খরার তীব্রতা অনেক বেশী এবং এর প্রভাবে এ অঞ্চলে আরো ব্যাপক ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে।	- সেচ ব্যবস্থা করা - বনায়নের মাধ্যমে বৃষ্টিপাতের প্রবনতা বৃদ্ধি করা - জলাশয়ের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা - গভীর নলকূপ স্থাপন ও সেচের ব্যবস্থা করা	- কৃষি পন্যের মূল্য কমানো - বৃক্ষ নিধন না করা ও পর্যাপ্ত বৃক্ষরোপণের ব্যবস্থা করা - নদী খাল পুনঃখনন করা - জমিতে কম খরচে পানি সরবরাহের জন্য পাকা ড্রেনের ব্যবস্থা করা	- গুরুত্ব প্রদান সহ সরকারের আর্থিক বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সুষ্ঠু নীতিনালা প্রয়গ করা -সুলভ মূল্যে কৃষি সামগ্রী বিতরন ও বাজার মূল্য নয়ন্ত্রন করা
বন্যার কারণে অসংখ্য কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। পদ্মা নদীর বাঁধ প্লাবিত হয়ে মানুষ গৃহহীন হয়ে আবাসন সমস্যা দেখা	- বাঁধের পাশে বালির বস্তা ফেলে পানি আটকানোর ব্যবস্থা করা	- উঁচু এলাকায় ঘরবাড়ি তৈরি করা	- সরকার কতৃক অবকাঠামো নির্মাণের নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
দিতে পারে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে পবা উপজেলার মাটির ঘর সহ আধাপাকা ঘর বেশী ক্ষতি হতে পারে।			
খরার কারণে নদী, পুকুর ও জলাশয়ের পানি শুকিয়ে ছোট বড় এবং পনা মাছ নষ্ট হয়ে মৎস্য চাষীরা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেতে পারে। এছাড়াও এলাকার মানুষের আমিষের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।	-পুকুরের পানি সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা - প্রচুর গাছপালা লাগানো	- অগভীর নলকূপ স্থাপন করা - বিকল্প উপায়ে পর্যাপ্ত পানি সেচের ব্যবস্থা করা - পুকুর পুনঃখনন করা - সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা	- স্থানীয় সরকার, দাতাগোষ্ঠীর এই বিষয়ে বাজেট বৃদ্ধি সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
আষাঢ়ের মাঝামাঝি হতে ভাদ্রের শেষ পর্যন্ত সময়ে নিচু এলাকায় বিশেষ করে বিল ও খালের পানি নিষ্কাশনের অভাবে উপজেলার প্রায় সব ইউনিয়নে কম বেশী বন্যার সৃষ্টি হয়। বন্যার কারণে উপজেলার কৃষি খাত বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	- পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা করা - সচেতনতা কার্যক্রম বৃদ্ধি করা	- খাল পুনঃখননের ব্যবস্থা করা - দখল হয়ে যাওয়া খাল গুলো উদ্ধার ও সংরক্ষন করা	- খাল পুনঃখনন, পাড় বাধাই ও গাছ লাগানো - সরকারের আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা - দাতা সংস্থার সাহায্য গ্রহন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন
প্রচন্ড খরার ফলে গবাদিপশুর ও হাঁস-মুরগীর চারণভূমি শুকিয়ে গিয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দিতে পারে। পাশাপাশি বিভিন্ন রোগ যেমন পেটফোলা, গলাফোলা, পাতলা পায়খানা, আমাশয় ইত্যাদি রোগে মারা গিয়ে কৃষক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।	- জনসচেতনতার ব্যবস্থা করা।	- গবাদিপশুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা।
১৯৯৮ ও ২০০৪ সালের মত বন্যা হলে ধান, পাট, পান, সবজী, বীজতলা এবং ফলের গাছ যেমন কলা, পেঁপে ইত্যাদি ফসলের ক্ষতিসহ অধিকাংশ সেচ যন্ত্র ডুবে গিয়ে বিকল হতে পারে। এর ফলে খাদ্যাভাব ও আর্থিক সংকট দেখা দিতে পারে।	- স্লুইস গেট খুলে দেওয়া - দ্রুত ফসল কাটা	-উঁচু করে বাঁধ নির্মাণ - খাল পুনঃখনন করা - কালভাট ও বাঁধ নির্মাণ করা	-বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ করা - উন্নত কৃষি প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষকদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা - আয় বৃদ্ধি মূলক প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা
খরা স্থায়ী হলে উপজেলার পানির স্তর নীচে নেমে গিয়ে নলকূপ অকেজো হয়ে পড়তে পারে। এর ফলে নিরাপদ পানির অভাবে নানাবিধ রোগ যেমন ডায়রিয়া, আমাশয়, জন্ডিস, চর্মরোগ, বসন্ত	-জন সেচতনতা সৃষ্টি করা	-চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	-স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়ে চরম স্বাস্থ্যহানি ঘোটতে পারে। ফলে চিকিৎসা খরচ বৃদ্ধির পেতে পারে।			
বন্যায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ডুবে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হবে। ১৯৯৮ সালের মত বন্যা হলে উপজেলার অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পানিমগ্ন হয়ে ছেলে মেয়েদের লেখা পড়ার অসুবিধা হতে পারে। এছাড়াও পবা উপজেলার কিছু মসজিদ, মন্দির ও অন্যান্য ধর্মীও প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, শ্মশানঘাট, দকান ঘর, ধানের মিল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ক্লাবঘর প্লাবিত হয়ে ধর্মীও কাজে ব্যাঘাত ঘোটতে পারে ও ব্যবসায় ক্ষতি হতে পারে।	-আগাম বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা করা - নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ করে দাওয়া -জনসচেতনতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করা	-বসত বাড়ি পরিকল্পনা মাফিক উঁচু স্থানে তৈরী করা - রাস্তা ঘাট উঁচু ও সংস্কার করার ব্যবস্থা করা	-বেড়ী বাঁধ নির্মাণ - খাল পুনঃখনন - স্লুইসগেট স্থাপনের ব্যবস্থা করা - কাঁচা রাস্তা সমূহ পাকা করার ব্যবস্থা করা
ফাঁপির কারণে কৃষি ফসলসহ কলা, পেঁপে, পান বরজ ও আঁখ পড়ে গিয়ে আর্থিক ক্ষতি, ফলের অভাব সহ খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে।	- সময়মত আবহাওয়া বার্তা পৌছানো ও বার্তার ব্যাখা সঠিকভাবে জানানো	- বার্তার ব্যাখার সাথে জনগণকে অভ্যন্ত করার ব্যবস্থা করা	- সরকারের সঠিক নীতিমালার মাধ্যমে কৃষকদের প্রসিক্ষন প্রদানের ব্যবস্থা করা
বৈশাখের শুরু হতে জ্যৈষ্ঠের শেষ সময় কালবৈশাখী ঝড়ের কারণে বোর ধানের উৎপাদন ব্যাপক ভাবে হ্রাস পেতে পারে। ঝড়ের কারণে পান বরজ, গম, ভুট্টা, ছোলা, শাকসবজি মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কালবৈশাখী ঝড়ের ফলে কৃষি খাত সামগ্রিক ভাবে প্রচন্ড ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।	- সময় মত আবহাওয়া বার্তা পৌছানো ও বার্তার ব্যাখা - সঠিকভাবে জানানো নিরাপদ স্থানে আশ্রয় গ্রহন করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাময়িক বন্ধ করে দাওয়া	- ব্যপক ভাবে গাছ লাগানো - পরিবেশ দূষণ রোধ করা - বসত বাড়ি সংস্কার করা - শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংস্কার করা - টেকসই বাড়ি নির্মাণ করা	- সরকারী ভাবে পরিবেশ দূষণ কারীদের জন্য আইন তৈরী ও সুষ্ঠু বাস্তবায়ন - স্থানীয় পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির নীতিমালা গ্রহন
ঘনকুয়াশায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় বীজতলা, ভুট্টা, টমেটো, সবজি, পেঁয়াজ, রসূন, আলু, সরিষা, গম, ছোলা, মসুর, মরিচ, পান, আমের মুকুল এবং নারিকেল গাছসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ-পালা নষ্ট হতে পারে। এর ফলে চরম খাদ্যাভাব, অর্থ ও পুষ্টি সংকট দেখা দিতে পারে।	- আগাম বার্তা পৌছানোর ব্যবস্থা করা - জনসচেতনতার ব্যবস্থা করা	- সময়োপযোগী বালাই নাশক ব্যাবহার করা - কৃষি প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা	- সরকারীভাবে পর্যাপ্ত বালাই নাশক সরবরাহ না থাকা - জাতীয় পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা
নদীভাঙ্গানের কারণে নদী তীরবর্তী এলাকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, দোকানঘর, কবরস্থান, মসজিদসহ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নদীগর্ভে	- নদীর ধার দিয়ে বালির বস্তা দেয়া	- ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গভীরতা বৃদ্ধি করা	- সরকারের সঠিক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়ণ করা

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
বিলীন হয়ে এলাকাবাসী আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, পাশাপাশি শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে।			
নদীভাঙ্গানের কারণে মাটির ঘর ও পাকা দালান বিলীন হয়ে যেতে পারে। এতে অনেক পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে বিপন্ন জীবন-যাপন করতে পারে।	- টিন,বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	- নদীর নব্যতা বৃদ্ধি করা - টি বাঁধের ব্যবস্থা করা	- নদী ড্রেজিংকরা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা - বাঁধ নির্মাণ করা ও বাজেট বরাদ্দ দেয়
কালবৈশাখী ঝড়ের সময় বাতাসের বেগ অধিক হওয়ায় টিনের চালা, বেড়া, খড়ের চালার ঘরবাড়ী ভেঙ্গে ও উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঝড় চলাকালীন অবস্থায় বাতাসের সাথে বৃষ্টি থাকায় ঘরের চার পাশের মাটি নরম হয়ে যায় এবং কাঁচা ঘরবাড়ী অধিক ঝুকিতে থাকে। হঠাৎ ঝড়ের আক্রমনে উপজেলার অধিক সংখ্যক কাঁচা ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়ে অনেক পরিবার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্তসহ আশ্রয়হীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।	- আবহাওয়া বার্তা সঠিক সময়ে পৌছানোর ব্যবস্থা করা	- বড় বড় বৃক্ষ নিধন না করার ব্যবস্থা করা - সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা	- ঘরবাড়ি মজবুত করে তৈরির ব্যবস্থা করা। - সরকারিভাবে বৃক্ষরোপণের নীতিমালা গ্রহণকরা
বন্যায় কাঁচা, আধাপাকা ও পাকা রাস্তা ডুবে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এ অবস্থায় বৃদ্ধ, মহিলা ও স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের ও মালামাল পরিবহনে অসুবিধা হয় ও পরিবহন খরচ বৃদ্ধি পায়। বন্যার পানির চাপে কাঁচা রাস্তার বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গান সৃষ্টি হয়ে সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।	- বাঁধ তদারকি করা	- নদী ড্রেজিং করা - নদীর ধার ব্লক দ্বারা বেঁধে দেয়া	- সরকারী নীতিমালার মাধ্যমে নদীর ধারে পাথর ফেলে পাড় ভালভাবে বেঁধে দেয়া
উপজেলার নদী ভাঙ্গানের প্রবনতা বেশী। নদীভাঙ্গানের কারণে নদীর তীরবর্তী এলাকার কৃষি জমি এবং বিভিন্ন প্রজাতির গাছপালা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে মানুষের খাদ্য ও অর্থ সংকট দেখা দিতে পারে।	- টিন, বাঁশ, এবং বালির বস্তা দ্বারা পানির চাপ ঠেকানোর ব্যবস্থা করা	- নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা - টি বাঁধের ব্যবস্থা করা	- নদী ড্রেজিং করা ও বাস্তবায়ন কমিটি করে সুষ্ঠু তদারকি করা। - নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণ করা - বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা
পবা উপজেলার প্রায় প্রতিটি ইউনিয়নের নলকূপের পানিতে আর্সেনিক থাকলেও এখনও সহনীয় মাত্রার বাইরে এর উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়নি। তবে যে কোন মুহূর্তে এর মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে।	-জন সেচতনতা সৃষ্টি করা	- চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবস্থা করা	- স্বাস্থ্য খাতে সরকারের সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনার ব্যবস্থা করা - দাতা সংস্থার সাহায্য গ্রহন ও

ঝুঁকির বর্ণনা	ঝুঁকি নিরসনের সম্ভাব্য উপায়		
	স্বল্পমেয়াদী	মধ্যমেয়াদী	দীর্ঘমেয়াদী
এখন থেকে যদি এ সমস্যা সমাধানের বিকল্প নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের পানির ব্যবহার ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষনের উদ্যোগ না নেওয়া হয় তাহলে আর্সেনিক দূষণ এ অঞ্চলের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে।			প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৩ এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

পবা উপজেলায় ধীর গতিসম্পন্ন দুর্যোগের কারনে আপদ চিহ্নিত করে প্রশমনের ব্যবস্থাকে অবহেলার চোখে দেখা হয়। তবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারনে ইদানিংকালে দুর্যোগের প্রবনতা বেরে গেছে। তাই কিছু কিছু এনজিও দুর্যোগ নিয়ে কাজ করতে শুরু করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই অপ্রতুল।

টেবিল ৩.৩: এনজিওদের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১	কারিতাস	প্রত্যক্ষ ভাবে দুর্যোগ বিষয়ে এই উপজেলায় কোন কাজ করছে না। তবে পরোক্ষ ভাবে ঝুঁকি নিরসনে অবদান রাখছে।	১২০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
২	ব্রাক	ঐ	১২০০ জন(আনু)	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩	বিকাশ	ঐ	১২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪	কমিউনিটি রিফরম সার্ভিস (সিআরএস)	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৫০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৫	তরুন সংঘ	ঐ	১২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৬	মহিলা সংহতি পরিষদ	ঐ	২০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৭	ঠেঙ্গামারা মহিলা সবুজ সংঘ	ঐ	১৫০০ জন(আনু)	৩৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৮	স্বনির্ভর কর্মসংস্থা	ঐ	৮০০ জন(আনু)	২৫০০-৭০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৯	সচেতন	ঐ	৮০০ জন(আনু))	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
১০	নিষ্কৃতি	ঐ	৬০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
১১	বস্তি উন্নয়ন কর্মসংস্থা	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৫ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১২	সেডাইপো	ঐ	৬০০ জন(আনু)	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
১৩	সামিট সোসাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (এসএসডিও)	ঐ	৪০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৩ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১৪	সোসাল ইউনিটি ফর ভলান্টারী অর্গানাইজেশন(শুভ)	ঐ	১২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৫ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
১৫	প্রতিবন্ধী স্বেচ্ছাসেবী সোসাইটি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৫০ জন	০১ থেকে ০৫ বছর
১৬	পার্টনার	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৫০-২০০ জন	০১ থেকে ০৫ বছর
১৭	সিএমইএস, গ্রামীণ প্রযুক্তি কেন্দ্র	ঐ	৬০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
১৮	ভার্ক	ঐ	৭০০ জন(আনু)	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
১৯	সিডিও	ঐ	১২০০ জন(আনু))	২৫০০-১০০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
২০	মুক্তি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	১টি ঘর	০১ থেকে ০৫ বছর
২১	আশা	ঐ	৯০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৪ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২২	পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র	ঐ	৯২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৩	স্বকর্ম সেবা সংস্থা	ঐ	২০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৪ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২৪	ডেসকোহ	ঐ	৮২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৫	আশার প্রদীপ সংস্থা	ঐ	৬৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৬	দেশ	ঐ	৪২০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৭	রুরাল রিকনস্ট্রাকশন ফউন্ডেশন	ঐ	২৯০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ১৩ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
২৮	সোনালী স্বপ্ন সংস্থা	ঐ	৭৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
২৯	অন্তর	ঐ	৫৮০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩০	বাংলাদেশ জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন সোসাইটি	ঐ	৭০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩১	ওয়াল্ড ভিশন	ঐ	৭২০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩২	উত্তরা ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম সোসাইটি	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৩	ওয়েভ ফউন্ডেশন	ঐ	৮০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৩ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৪	কৈননীয়া উইমেন্স ক্রেডিট প্রোগ্রাম	ঐ	১২০০ জন(আনু)	৫০০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৫	তরী ফউন্ডেশন	ঐ	৮০০ জন(আনু)	৪৫০০ টাকা	০১ থেকে ০৫ বছর

ক্রমিক	এনজিও	দুর্যোগ বিষয়ে কাজ	উপকার ভোগীর সংখ্যা	পরিমান/ সংখ্যা	প্রকল্প গুলোর মেয়াদকাল
৩৬	এসিডি	ঐ	৪০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৭	ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার	ঐ	৪৭০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৮	মানব কল্যাণ পরিষদ	ঐ	৪০০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৮ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৩৯	প্রতিবন্ধী স্ব-নির্ভর সংস্থা	ঐ	৪৫০ জন(আনু)	প্রশিক্ষণ ৭ ব্যাচ	০১ থেকে ০৫ বছর
৪০	টি.ডি.ই.	ঐ	৮০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪১	প্রাইমারি হেলথ কেয়ার অর্গানাইজেশন।	ঐ	৭৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪২	দিশা	ঐ	৪৫০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর
৪৩	এম এস পি	ঐ	৭০০ জন(আনু)	--	০১ থেকে ০৫ বছর

৩.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা

৩.৪.১ দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৪: দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
১	সংকেত প্রচর করা	১০টি দল (৮ইউপি ও ২ পৌরঃ)	৫০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	১৫	১৫	৫০	১০	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি
২	ওয়ার্ড বা গ্রাম পর্যায়ে দল গঠন	প্রতি গ্রামে ১টি দল	১৪০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	১০	৪৫	৪৫		
৩	স্থানীয় পর্যায়ে বার্তা প্রচারে স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণ	১০০টি স্থানে (প্রতি ইউপি ও পৌরঃ এলাকার ১০টি স্থানে)	১০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	--	৫০	৫০	--	
৪	দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচারে পতাকা ব্যবস্থা উন্নয়ন	১০টি দল (৮ইউপি ও ২ পৌরঃ)	৭০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	৫০	--	৫০	--	
৫	অস্থায়ী সম্পদ স্থানান্তর করা	২১৬ টি দল (প্রতি মৌজায় ১টি)	১০০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	২০	৫০	২৫	৫	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	অন্যান্য	
				গ্রাম, পৌরসভা						হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে।
৬	মোবাইল স্বাস্থ্য ক্লিনিক পরিচালনা	১০টি দল (৮ইউপি ও ২ পৌরঃ)		ইউপি, পৌরসভা	অক্টোবর- মে	২০	--	২০	৬০	
৭	মহড়ার আয়াজন	১০টি (প্রতি বছর প্রতিটি ইউনিয়ন/পৌরসভায় ১টি করে)	২০০০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	১৫	৫	৩০	৫০	
৮	দুযোর্গ ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১টি দল ৮টি ইউপি ও ২টি পৌরঃ এলাকার জন্য	২০০,০০০	ইউপি, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-মার্চ	২০	--	২০	৬০	
৯	শুকনা খাবার, জীবনরক্ষা কারী ঔষধ প্রস্তুত রাখা	শুকনো খাবার (মুড়ি, চিড়া)-৩ টন, চাল/ডাল- ৫ টন	৩৫০,০০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	২০	৫০	৩০		
১০	দুর্যোগ বিষয়ে স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	১২৬ টি স্কুলে (সঃপ্রাঃবিঃ ৮৪টি + উঃবিঃ ৪২টি)	১২৬,০০০,০০	প্রতিটি ইউনিয়নের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৫০	--	--	৫০	
১১	সংশিস্নষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের ফোন নং সংরক্ষণ করা	UzDMC, UDMC এবং বিভিন্ন দাতা সংস্থার		ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায়	ফেব্রুয়ারী-এপ্রিল	৩০	১০	৩০	৩০	
১২	দুযোর্গের পূর্বে সর্তকবার্তা ও জরুরী সর্তক বার্তা প্রচার (জেলেদের নিরাপদ স্থানে আসার জন্য জোর তাগিদ ঘের এর পাড় মজবুত করতে বলা মাছ ধরে বাজারে বিক্রয় করতে বলা পাকা ধান কর্তন, মাড়ায় করতে বলা খাড়া ধান মাটির সাথে পাড়িয়ে শুয়ে দেওয়া পশুদের নিরাপদ স্তানে নিয়ে আসতে বলা খাবার পানির টিউবওয়েলের মুখ ভালো ভাবে বেধে রাখা	প্রতি মৌজায় ১টি দল	১০০,০০০,০০	ইউপি, ওয়ার্ড ও গ্রাম, পৌরসভা	দুযোর্গের ঠিক পূর্ব মূহর্তে	৫০	--	৫০	--	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সময়	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
	শুকনা খাবার সহ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (দলিল, গহনা, টাকা-পয়সা ইত্যাদি) মাটির নিচে পুতে রাখতে বলা গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী নিরাপদ স্থানে নিতে বলা গর্ভবতী মহিলা, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যেতে বলা বিশুদ্ধ খাবার পানি সংগ্রহ করে রাখতে বলা সতর্ক সংকেত অনুযায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার প্রস্তুতি নিতে বলা)									

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.২ দুর্যোগ কালীন সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৫: দুর্যোগ কালীন প্রস্তুতিমূলক কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
১	জরুরী অপারেশন সেন্টার (EOC) খোলা	১ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় নির্ধারিত হবে	উপজেলা পরিষদে	জরুরী মুহূর্তে	১০০	-	-	-	কার্যক্রমগুলো এলাকার জনগণকে তাৎক্ষণিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষে পূর্ব প্রস্তুতি
২	দুর্যোগের সতর্ক বার্তা প্রচার	নিয়মিত (প্রতিদিন/ প্রতিঘন্টায়)		ইউনিয়ন ব্যাপি	ঐ	৩৫	-	৩০	৩০	
৩	উজানে নিকটস্থ নদীর পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে অথবা ঝড়ের পূর্বাভাস আসার সাথে সাথেই জরুরী সভা	পরিস্থিতি অনুসারে		উপজেলার সকল ইউনিয়নের	ঐ	৫০	-	২৫	২৫	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এনজিও	
	আয়োজন এবং বার্তা প্রচার করা।			ওয়ার্ডে						গ্রহণে সচেতন ও উদ্যোগী করবে। ফলে মানুষের জীবন ও সহায় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমবে। কার্যক্রমগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হলে সার্বিক আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখবে।
৪	আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার উপযোগী রাখা	১০ টি দল (৮ ইউপি ও ২ পৌরঃ)		ঐ	ঐ	২৫	৫০	২৫	-	
৫	আক্রান্তদের উদ্ধার ও আশ্রয়কেন্দ্রে বা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নেয়া	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা অনুসারে		ঐ	ঐ	৫০	-	৫০	-	
৬	চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫০	-	৫০	-	
৭	প্রাথমিক ত্রান বিতরন	ঐ		ঐ	ঐ	১০০	-	-	-	
৭	বিপদ সঙ্কেত পাওয়া মাত্র শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী, গর্ভবতী ও প্রসুতি মহিলাদের নিকটবর্তী নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া	ঐ		ঐ	ঐ	-	৭৫	২৫	-	
৮	গবাদি পশু-পাখি রাখার স্থান উঁচু, খাবার, ওষুধ মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	-	১০০	-	-	
৯	জরুরী খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১০	নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১১	স্বাস্থ্য সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১২	আলোবাতি ও জ্বালানী সরবরাহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৫৫	১৫	২৫	৫	
১৩	কৃষি ও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা	ঐ		ঐ		৩৫	৫	৩০	৩০	
১৪	বাসস্থান মেরামত করা	ঐ		ঐ	ঐ	-	-	-	-	
১৫	শিশু খাদ্য মজুদ করা, লবন, ভোজ্য তেল, দিয়াশলাই ও কেরোসিন তেল ইত্যাদি মজুদ রাখা	ঐ			ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৬	আলগা চুলা ও শুকনা খড়ি মজুদ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৭	স্যালাইন তৈরির উপকরণ মজুদ রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৮	নৌকা তৈরী ও মেরামত করা, ভেলা তৈরি করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৯	ঘড়ের বেড়া ও খুঁটি লাগানো/ মেরামত এবং মাচা উঁচু করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২০	জন প্রতি ১ টি রাবার টিউব/ বয়া সংগ্রহ করা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	এনজিও	এনজিও	
২১	টিউবওয়েলের মাথা খুলে পৃথক ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং খোলা মুখে পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২২	অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য চাল, ডাল, ম্যাচ, পানি, ফিটকারী, চিনি, স্যালাইন ইত্যাদি পলিথিনে মুরে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৩	নারিকেল গাছের ডাব ও পাকা নারিকেল থাকলে তা পেড়ে মাটিতে পুঁতে রাখা অথবা কলসীতে পানি ভরে মুখ মোটা পলিথিন দিয়ে ভালো করে বন্ধ করে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৪	হাঁস মুরগী মজবুত খাঁচায় ভরে উঁচু গাছের (যে গাছ ভেঙ্গে বা উপরে পড়ার সম্ভাবনা নাই) সাথে বেধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৫	শক্ত গাছের সাথে কয়েক গাছা লম্বা মোটা শক্ত রশি বেঁধে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৬	মহাবিপদ সংকেত পেলে ট্রলার ও নৌকা নিকটস্থ কোন জলায় বা পুকুরে ডুবিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা/ নৌকার মধ্যে মাটি ভরে রাখতে হবে	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৭	মহাবিপদ সংকেত পেলে রেডিও/ টেলিভিশনে প্রাপ্ত নির্দেশ পালন করা এবং ১৫ মিনিট পর পর খবর শুনতে থাকা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৮	মাছ ধরার জাল শক্ত গাছের সাথে পেঁচিয়ে রাখা অথবা পুকুরে ডুবিয়ে বেঁধে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
২৯	যেসকল ঘর বন্যা, কালবৈশাখী ঝড় প্রতিরোধক না, সে সকল ঘর-বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার আগে ঘরের ছাদ ও বেড়া খুলে মাটির উপর ভারী কিছু দিয়ে চাপা দিয়া রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	
৩০	দলিল পত্র ও টাকা পয়সা পলিথিনে মুরে শরীরের সঙ্গে বেঁধে রাখা অথবা পরিবারের সদস্যদের জানিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা	ঐ		ঐ	ঐ	৩৫	৫	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৩.৪.৩ দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে করনীয়

টেবিল ৩.৬: দুর্যোগ পরবর্তী প্রস্তুতির কর্মপরিকল্পনা।

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	এনজিও		
১	দ্রুত উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করা	আক্রান্ত এলাকার জনসংখ্যা ও ক্ষতির পরিমান অনুসারে	ক্ষয়ক্ষতির পরিমান ও বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	ইউপি, পৌরসভা	দূর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক সময়ে	৫০	২০	২৫	৫	দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়ন হলে মানুষের জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে সহায়তা করবে। দ্রুত পুণর্বাসন ও জীবিকা সহায়তা করা হলে ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠবে এবং আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় অর্থনীতিতে ইতিবাচক অবদান রাখবে।
২	আহত মানুষ উদ্ধার ও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং প্রয়োজন হলে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ।	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৩০	১০	৫০	১০	
৩	মৃত মানুষ দাফন ও গবাদি পশু অপসারণর ব্যবস্থা গ্রহণ করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৪	৭২ ঘন্টার মধ্যে ক্ষয়-ক্ষতি নিরূপন ও চাহিদা পুরণ এবং চাহিদা পত্র দাখিল করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৫	অধিক ক্ষতিগ্রস্থদের পূনর্বাসনের ব্যবস্থা করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৫০	০	৫০	০	
৬	ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
১	প্রশাসনিক পুন:প্রতিষ্ঠা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
২	জরুরী জীবিকা সহায়তা প্রদান	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
৩	জনসেবা পুনরাম্ভ করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	৭৫	০	২৫	০	
৪	রাস্থা ঘাট তৈরি ও সংস্কার	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	২৫	০	০	৭৫	
৫	ঋনের কিস্তি বন্ধ ও সুদ মুক্ত ঋনের ব্যবস্থা করা	ঐ		ইউপি, পৌরসভা	ঐ	২৫	০	২৫	৫০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এন.জি.ও	
১	পুকুর সংস্কার ও পাড় উঁচু করা এবং সরকারী জমিতে জলাধার খনন করে পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা	৩ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	দর্শনপাড়া ইউনিয়নের কুপাকান্দি, কামারিয়া ও নামোপাড়া	সেপ্টেম্বরমে-	২০	১০	২০	৫০	পানি ও জলের সুবিধা এবং মৎস্য উন্নয়নে সহায়ক ভুমিকা পালন করবে
		২ টি		হুজরীপাড়া ইউনিয়ন	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		২ টি		পারিলা ইউনিয়ন	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		৭ টি		হরিপুর ইউনিয়নের হলদীবোনায় ২টি (পশ্চিম ও বাগিয়া), দোবিরমোল্লা পাড়া, গহমাবোনায় ২টি (গোরস্থান ও ভড়ভড়ি) এবং টেংরামারিতে ২টি (মরাফেলা ও বাগিয়া)	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		২ টি		হড়গ্রাম ইউনিয়নের কাশিয়াডাংগা ও আলীগঞ্জ	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		১ টি		হরিয়ান ইউনিয়নের ৫নং ওয়াডে	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		২ টি		দামকুড়া ইউনিয়ন	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
		৭ টি		বড়গাছী ইউনিয়ন (আমগাছি ২টি, দাদপুর ২টি, কামপাড়া, শবশার ২টি)	সেপ্টেম্বর-মে	২০	১০	২০	৫০	
২	খাল পূনঃ খনন	১.৫০কি মি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	দর্শনপাড়া ইউপির ঘোষপুকুর বাধপুল হতে স্লুইসগেট পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	মৎস্য, কৃষি উৎপাদন সহ সারা বছর পানীয় জলের সংস্থান
		১.৫০কি মি		দর্শনপাড়া ইউপির কুপাকান্দি স্লুইসগেট হতে কুদ্দুস মাস্টারের জমি পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		১.৫ কিমি		দর্শনপাড়া ইউপির ঘোষপকুর স্লুইসগেট হতে ক্রসিং বাঁধের স্লুইসগেট পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৩ কিমি		দর্শনপাড়া ইউপির ফুলবাড়িঘাট থেকে সৈয়দপুর কাইঠামারা ব্রীজ পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		১০ কিমি		দর্শনপাড়া ইউপির বাগশৈল হতে সুন্দলপুর পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এন.জি.ও	
	খাল পূনঃ খনন	৪ কিমি		হুজরীপাড়া ইউপির মোল্লারডাইং হতে মমের হাটের ব্রীজ পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		২ কিমি		হুজরীপাড়া ইউপির ডাইংপাড়া ব্রিজ হতে ঘোষপুকুর পর্যন্ত ক্রসিং বাঁধের খাল।	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৪ কিমি		পারিলা ইউপির মালিকপুর হতে ফলিয়ার বিল বারনই নদী পর্যন্ত।	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৪ কিমি		পারিলা ইউপির কালুর মোড় হতে পান্থপাড়া হয়ে ফলিয়ার বিল পর্যন্ত।	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৬ কিমি		পারিলা ইউপির তেবাড়িয়া হতে কাঁঠালপাড়া ও সারেংপুর হয়ে ফলিয়ারবিল পর্যন্ত।	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৪ কিমি		দামকুড়া ইউপির জোতরাবন হতে দামকুড়া খাড়ী পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		২ কিমি		হড়গ্রাম ইউপির কুলপাড়া থেকে পাকুড়িয়া ব্রিজ পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৩ কিমি		হড়গ্রাম ইউপির খিরসিন টিকর হতে পাকুড়িয়া পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৪ কিমি		হরিয়ান ইউপির বৈরাগির খাল (কিসমতকুখন্ডি থেকে মল্লিকপুর পর্যন্ত)	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৩ কিমি		হরিয়ান বাজার হতে জাইগিরের শেষ মাথা পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		২ কিমি		হরিপুর ইউপির টেংরামারী হতে খইড়া পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		১ কিমি		পদ্মা নদী হতে বেলুয়ার মোড় পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		১ কিমি		মদনপুর গোবরার বিল হতে নদী পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		২ কিমি		বিলভেলা হতে নদী পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৭ কিমি		বড়গাছী ইউপির গসাইপুর স্লুইসগেট হতে ভেরাপুরা বাজার পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৩ কিমি		বড়গাছী ইউপির বড়ভালাম হতে ভবানীপুর পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৭ কিমি		বড়গাছী ইউপির ব্রীজঘাট হতে ফোলের বিল পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৫-৬ কিমি		বড়গাছী ইউপির বিরস্তল মধ্যপাড়া হতে ডাইঙ্গোর পাড়া	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	এনজিও	ভা.ক্ষ.ও	
				শেষ সীমা পর্যন্ত						
		৬-৭ কিমি		বড়গাছী ইউপির শেখপাড়া হতে তালগাছি পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
		৫-৬ কিমি		বড়গাছী ইউপির দাদপুর কালভার্ট হতে ফোলের বিল পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৩	স্লুইসগেট সংস্কার	১ টি	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	হুজরীপাড়া ইউপির ক্রসিং বাঁধের স্লুইসগেট	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	পানি নিষ্কাশনের স্থায়ী ব্যবস্থার মাধ্যমে জলাবদ্ধতা দুরীকরন।
				পারিলা ইউপির ফলিয়ার বিলের স্লুইসগেট		৩০	১০	২০	৪০	
				বড়গাছী ইউপির বড়গাছি স্লুইসগেট	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
				হড়গ্রাম ইউপির পাকুড়িয়া স্লুইসগেট	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
				হরিপুর ইউপির সোনাইকান্দি স্লুইসগেট	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৪	স্লুইসগেট নির্মাণ	১ টি		দর্শনপাড়া ইউপির বিলধর্মপূরে মুকুলের বাড়ীর কাছে	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
				হুজরীপাড়া ইউপির মমের ঘাটের ব্রীজে	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৫	ড্রেন নির্মাণ	১.৫ কিমি		হড়গ্রাম ইউপির বসুয়া পশ্চিমপাড়া থেকে আচিন্তলা হয়ে বহরমপুর পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৬	বাঁধ সংস্কার ও নির্মাণ	৬ কিমি		বেরপাড়া হতে ব্লুনপুর পর্যন্ত	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	
৭	আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ	১ টি	৭ লক্ষ টাকা	হরিপুর ইউপির চর মাঝাড় দিয়াড়	সেপ্টেম্বর-মে	৩০	১০	২০	৪০	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার ।
৮	আপদ সহনশীল ঘর নির্মাণ	জনসংখ্যা অনুসারে	বিস্তারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যায় নির্ধারিত হবে	হরিপুর ও হরিয়ান	নভেম্বর- মে	৬০	--	১৫	২৫	
৯	বসতবাড়ির ভিটা উঁচু করা	ঐ			নভেম্বর- মে	২০	--	--	৮০	
১০	দুর্যোগের আগাম প্রস্তুতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি	ঐ		হরিপুর ও হরিয়ান	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১১	বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি	ঐ		হরিপুর ও হরিয়ান	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১২	বনায়ন কর্মসূচী গ্রহন	ঐ		উপজেলার চর এলাকায়	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৩	বাড়ীর আশেপাশে পর্যাপ্ত গাছ লাগানো	ঐ		হরিপুর ও হরিয়ান	নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	

ক্রমিক	কার্যক্রম	লক্ষ মাত্রা	সম্ভাব্য বাজেট (টাকা)	কোথায় করবে	বাস্তবায়নের সম্ভাব্য তারিখ	কে করবে এবং কতটুকু করবে (%)				উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়
						উপজেলা প্রশাসন	কমিউনিটি	ইউপি	এন.জি.ও	
১৪	গবাদি পশুর চিকিৎসার জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করা	ঐ			নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	
১৫	মৌসুম শুরুর সাথে সাথে চাষাবাদ শুরু ও সল্প মেয়াদি ফসলের বীজ বপন	ঐ			নভেম্বর- মে	৩৫	৫	৩০	৩০	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

চতুর্থ অধ্যায়
জরুরী সাড়া প্রদান

৪.১ জরুরী অপারেশন সেন্টার(EOC)

যে কোন দুর্যোগে জরুরী অপারেশন সেন্টার যে কোন সাড়া প্রদানে কার্যকরী ও সম্বনয় প্রদান করে থাকে। দুর্যোগে ইহা ২৪ ঘণ্টা সচল থাকে এবং তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, পরীক্ষন, প্রদর্শন করে থাকে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। জরুরী অপারেশন সেণ্টারে একটি অপারেশন রুম, একটি কণ্ট্রোল রুম ও একটি যোগাযোগ রুম থাকে।

টেবিল ৪.১: জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি	০১৯১২ ৮৭২৬১৬
২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১১ ১৯২৮৭৭
৩	সহকারী কমিশনার (ভুমি)	সদস্য	০১৭১৯২২২০২২
৪	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১১ ১৭৩৮৪৫
৫	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১৭ ১২৫৪৩১
৬	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ৪০৭৮৮৩
৭	উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৮০৩০১২
৮	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১২ ১৯২৯২৬
৯	সহকারী প্রকৌশলী, বিএমডিএ	সদস্য	০১৭১২১৩৩১৪৩
১০	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ১৯৩৩৯৯
১১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য	০১৭১৮ ৬২০৩১০
১২	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১৪ ০৪৯৩৩৫
১৩	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	সদস্য	০১৭১১ ৪৩৩৫০৩
১৪	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য	০১৭১৫ ২৭২৫৮৭
১৫	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৯২০ ৫২৮৭৩৭
১৬	উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার	সদস্য	০১৮১৩৭৪৫১২২
১৭	উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	সদস্য	০১৭১৬ ২০৬১১৭
১৮	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য	০১৯১২ ৩৭১৪৯৭
১৯	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১৫ ০৪০০০৪
২০	উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা	সদস্য	০১৭১১৪৮৪১৬১
২১	উপজেলা হিসাব রক্ষন অফিসার	সদস্য	০১৯১৭০৬৩২৯৮
২২	উপজেলা নির্বাচন অফিসার	সদস্য	০১৭৩৩২৫৯৩৪৫
২৩	উপজলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৯১১৬০০৩৪৫
২৪	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১৮৭৮৩৪৯৮
২৫	অফিসার ইনচার্জ, পবা থানা	সদস্য	০১৭১৩৩৭৩৮০০

তথ্যসূত্র: পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৪ ১.১.জরুরী কন্ট্রোলরুম পরিচালনা

- দূর্যোগ সংঠিত হওয়ার পর পরই উপজেলা কার্যালয়ে জরুরী কন্ট্রোল রুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে একসঙ্গে কমপক্ষে ৩/৪ জন স্বেচ্ছাসেবক ও পুলিশ সদস্য উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।

- উপজেলার দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোল রুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কমপক্ষে ৩জন করে মোট ৩টি স্বেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দিবা রাত্রী (২৪ ঘন্টা) কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালন করবেন।
- বিভাগ/জেলা সদরের সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।
- কন্ট্রোল রুমে একটি কন্ট্রোল রুম রেজিস্ট্রার থাকবে। উক্ত রেজিস্ট্রারে কোন সময়ে কে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, দায়িত্বকালীণ সময়ে কি সংবাদ পাওয়া গেল, এবং কি সংবাদ কোথায় কার নিকট প্রেরণ করা হল তাহা লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- দেয়ালে টাঙ্গানো একটি জেলা/উপজেলার ম্যাপ বিভিন্ন ইউনিয়নের অবস্থান, বিভিন্ন গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা, খাল, বাধ ইত্তাদি চিহ্নিত থাকবে। দূর্যোগ পরবর্তী সময়ে কোন কোন এলাকায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে তা চিহ্নিত করতে হবে।
- কন্ট্রোল রুমের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে রেডিও, হ্যাজাক, চার্জার লাইট, ৫ টি বড় টর্চ লাইট, গাম বুট, লাইফ জ্যাকেট, ব্যাটারী, রেইন কোট কন্ট্রোল রুমে মজুদ রাখা একান্ত অপরিহার্য।

৪.২ আপদ কালীন পরিকল্পনা

টেবিল ৪.২: আপদ কালীন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ছক।

ক্রমিক	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১	সেচ্ছাসেবক-দল প্রস্তুত রাখা	প্রতিটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভা থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক উৎসাহী পুরুষ ও মহিলা সমন্বয়ে। ওয়ার্ড ভিত্তিক ৩০ জন করে।	প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	ইউনিয়ন ও পৌরসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	প্রোগ্রাম সিডিউল ও প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের মাধ্যমে।	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
২	সতর্ক বার্তা প্রচার করা	স্থানীয় মেম্বারদের সহযোগিতায় সচেতনতা সৃষ্টি করা।	দুর্যোগের মৌসুমে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	আবহাওয়া অধিদপ্তর /পানি উন্নয়ন বোর্ড, স্বেচ্ছাসেবক দল	মাইকিং, পোস্টার, মুখে-মুখে	জরুরী কন্ট্রোল রুম
৩	নৌকা, গাড়ি ভ্যান প্রস্তুত রাখা	প্রতি ইউনিয়নে পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিন চালিত নৌকা, ভ্যান, ট্রাক মজুত থাকবে	দুর্যোগের মৌসুমে	ইউনিয়ন/ পৌরসভার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দল	নৌকা, গাড়ি ভ্যান মালিকের সাথে যোগাযোগ করে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৪	উদ্ধার কাজ	দুর্গত এলাকার আক্রান্ত জনসংখ্যা অনুসারে	দুর্যোগের আগে ও পরে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দল, কমিউনিটি ও এনজিও	জরুরী কন্ট্রোল রুমের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে	জরুরী কন্ট্রোল রুম
৫	প্রাথমিক চিকিৎসা/ মৃত ব্যবস্থাপনা	প্রতিটি ইউনিয়ন/ পৌরসভায় ১টি করে দল	দুর্যোগের পরে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্বেচ্ছাসেবক দল, কমিউনিটি ও এনজিও	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	জরুরী কন্ট্রোল রুম
৬	শুকনা খাবার, ঔষধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা	তাৎক্ষণিকভাবে বিতরনের জন্য স্থানীয় বাজার থেকে পর্যাপ্ত শুকনা খাবার ও ঔষধপত্র সংগ্রহ করতে হবে	প্রতি বছর ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৭	গবাদি পশু চিকিৎসা/ টিকা	বিভিন্ন রোগ থেকে গবাদিপশু রক্ষা পাবে।	প্রতি বছর দুর্যোগের মৌসুমে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সেচ্ছাসেবক দল, উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্র	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৮	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন	প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহনের মাধ্যমে আশ্রয় কেন্দ্রকে ব্যবহার উপযোগী রাখা	প্রতি বছর দুর্যোগের মৌসুমে	আশ্রয় কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষন কমিটি	সেচ্ছাসেবক দল	প্রয়োজনীয় শ্রমিক নিয়োগ করে ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করে।	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
৯	ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা	বিভিন্ন ত্রান ও পূনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রান কাজ সমন্বয় করতে হবে	দুর্যোগের মৌসুমে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	সেচ্ছাসেবক দল	স্থানীয় কমিটির মাধ্যমে তদারকি করা।	জরুরী কন্ট্রোল রুম

ক্রমিক	কাজ	লক্ষ মাত্রা	কখন করবে	কে করবে	কার সাহায্যে করবে	কিভাবে করবে	যোগাযোগ
১০	মহড়ার আয়োজন করা	ঘূর্ণিঝড়/বন্যা প্রবন এলাকা সমূহে অব্যাহত ভাবে মহড়ার আয়োজন করতে হবে	দুর্যোগ মৌসুমের পূর্বে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	কমিউনিটি, এনজিও , ইউপি	সম্মিলিত ভাবে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
১১	জরুরী কন্ট্রোল রুম পরিচালনা করা	উপজেলা পরিষদে ১টি (৩ কক্ষ বিশিষ্ট)	দুর্যোগ কালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি	উপজেলার সরকারী কর্মকর্তা ও গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে	উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

তথ্যসূত্র: পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

আপদ কালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নির্দেশনা

৪.২.১ সেচ্ছাসেবকদের প্রস্তুত রাখা

- ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউপি সদস্যদের নেতৃত্বে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করা।
- সেচ্ছা সেবকদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে তথ্য ও সতর্কীকরন বার্তা প্রচার করা।
- সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব যথা- সংকেত, বার্তা, উদ্ধার ও অপসারণ, আশ্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উপর প্রশিক্ষণ আয়োজন করা।

৪.২.২ সতর্কবার্তা প্রচার

- প্রত্যেক ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার প্রত্যেক বাড়িতে সতর্ক সংকেত প্রচারের বিষয়টি ব্যক্তিগত দায়িত্বে নিশ্চিত করবেন।
- ৫ নং সতর্ক সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারিত হওয়া পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় অন্তত একবার মাইকে ঘোষণা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মহাবিপদ সংকেত রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে প্রচারের সংগে সংগে মাইক বাজিয়ে ও স্কুল-মাদ্রাসার ঘণ্টা বিপদ সংকেত হিসেবে একটানাভাবে বাজানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

৪.২.৩ জনগণকে অপসারণের ব্যবস্থাদি

- রেডিও, টেলিভিশনের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে অপসারণের কাজ শুরু করা বার্তা প্রচারের সংগে সংগে স্ব স্ব ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য তার এলাকার স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় অপসারণের কাজ শুরু করবেন।
- ৮নং মহাবিপদ সংকেত প্রচারের সংগে সংগে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজনকে নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করবার জন্য মাইকে প্রচার করতে হবে এবং স্বেচ্ছাসেবকদল বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশ্রয় গ্রহণের জোর তাগিদ দিবেন। প্রয়োজনে অপসারণ করতে হবে। কোন ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোক কোন আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিবে তা জানিয়ে দিবেন ।

৪.২.৪ উদ্ধার ও প্রথমিক চিকিৎসা প্রদান

- অত্যাধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার সংশ্লিষ্ট উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের তত্বাবধানে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা করতে হবে।
- উদ্ধারকাজ পরিচারনার জন্য উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির তত্বাবধানে একটি স্থায়ী তহবিল গঠন করবেন অস্থায়ী স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও পরিচালনা করবেন।
- আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান গ্রহনকারী অসুস্থ ব্যক্তি, বয়োবৃদ্ধ, শিশু ও আসন্ন প্রসবী মহিলাদের জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।
- মৃতদেহ সৎকার ও গবাদী পশি মাটি দেওয়ার কাজ সকল ইউপি সদস্য স্বেচ্ছাসেবকদের সহায়তায় ওয়ার্ডভিত্তিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২.৫ আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষনাবেক্ষণ

- দুর্যোগপ্রবন মৌসুমের শুরুতেই আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর প্রয়োজনীয় মেরামত করে ব্যবহার উপযোগী রাখা।
- জরুরী মুহূর্তে কোন নির্দিষ্ট নিরাপদ স্থানে বা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নেবে তা ঠিক করা।
- দুর্যোগকালে মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের সার্বিক নিরাপত্তা (আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্য স্থানে আশ্রয় নেয়া) নিশ্চিতকরণ আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও অন্যান্য সেবাসমূহ নিশ্চিতকরণ।
- জনসাধারণকে তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ (গবাদিপ্রাণী, হাঁস-মুরগী, জরিরী খাদ্য ইত্যাদি) নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরে সহায়তাকরণ।

৪.২.৬ নৌকা প্রস্তুত রাখা

- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ইউনিয়নে কতগুলো ইঞ্জিনচালিত নৌকা আছে তার হিসাব রাখবেন এবং কয়টি ও কোনগুলো দুর্যোগের সময় জরুরী কাজে ব্যবহৃত হবে তা ঠিক করবেন।
- নৌকা মালিকগণ তাদের এ কাজে সাহায্য প্রদান করবেন।
- জরুরী কন্ট্রোলরুমে নৌকার মালিক ও মাঝিদের মোবাইল নম্বর সংরক্ষিত থাকবে।

৪.২.৭ দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি চাহিদা নিরুপন ও প্রতিবেতন প্রেরণ

- দুর্যোগ অব্যবহিত পর পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে "এস ও এস ফর্ম" ও অনধিক ৭ দিনের মধ্যে "ড ফর্ম" ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট পাঠাবেন।
- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ইউপি সচিবের মাধ্যমে প্রত্যেক ওয়ার্ডের প্রতিবেদন একত্রিত করে পরবর্তী ১২ ঘন্টার মধ্যে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির চেয়ারম্যানের নিকট প্রেরণ করবেন।

৪.২.৮ ত্রান কার্যক্রম সমন্বয় করা

- ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বিভিন্ন ত্রান ও পুনর্বাসন সহায়তাকারী দলের ত্রাণ কাজ সমন্বয় করবেন।
- বাইরে থেকে ত্রাণ বিতরণকারী দল আসলে তারা কি পরিমান বা কোন ধরনের ত্রাণসামগ্রী ও পুনর্বাসন সামগ্রী এনেছেন তা একটি রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং উক্ত দল কোন এলাকায় ত্রাণ কাজ পরিচালনা করবেন তা কন্ট্রোলরুমকে জানাতে হবে।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি দুস্থতা ও ক্ষয়ক্ষতির ভিত্তিতে ওয়ার্ড পর্যায়ে ত্রাণসামগ্রী বরাদ্দর পরিমাণ/ সংখ্যা ওয়ার্ডের জনগণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করবেন।

৪.২.৯ শুকনো খাবার, জীবন রক্ষাকারী ঔষুধ সংগ্রহ ও প্রস্তুত রাখা

- তাৎক্ষনিকভাবে বিতরনের জন্য শুকনো খাবার যেমন চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি স্থানীয়ভাবে হাট/বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- চাল, ডাল, আটা, তেল ইত্যাদি উপকরন ও গৃহ নির্মানের উপকরন যথা ঢেউটিন, পেরেক, নাইলনের রশি ইত্যাদি স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী ও পরিবার কল্যান সহকারীর সহায়তায় প্রয়জনীয় ঔষুধ পত্রের তালিকা তৈরী ও স্থানীয় বাজার থেকে সংগ্রহ করতে হবে।
- ত্রানসামগ্রী পরিবহন ও ত্রানকর্মীদের যাতায়াতের জন্য প্রয়োজনীয় রিক্সা, বেবীট্যাক্সি, ও অন্যান্য যানবাহন ইত্যাদি সমন্বয়ের দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের উপর থাকবে।

৪.২.১০ গবাদী প্রাণীর চিকিৎসা/টিকা

- উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতাল থেকে অবস্থা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সংগ্রহ করে ইউপি ভবন/ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে সংরক্ষণ করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের প্রাণি চিকিৎসা বিষয়ক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের আপদকালীন সময়ে প্রাণি চিকিৎসা কাজের সাথে সম্পৃক্তকরণের ব্যবস্থা করা।

৪.২.১১ মহড়ার আয়োজন করা

- সতর্কবার্তা/ পূর্বাভাস প্রচার, অপসারণ, উদ্ধার ও প্রাথমিক ত্রাণকার্য পরিচালনা বিষয়ে মহড়া অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।
- কালবৈশাখী ঝড়/ বন্যাপ্রবণ এলাকাসমূহে অব্যাহতভাবে দুর্যোগ মহড়া আয়োজন করা।
- প্রতি বছর এপ্রিল এবং সেপ্টেম্বরে জনগোষ্ঠীকে নিয়ে মহড়ার মাধ্যমে প্রস্তুতির অবস্থা পরীক্ষা করা।
- মহড়া অনুষ্ঠানের অসুস্থ, পঙ্গু, গর্ভবতী মহিলা ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা।
- ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার লোকজন আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার জন্য মহড়া অনুষ্ঠান, ইউপি কার্যালয়ে না করে ঝুঁকিপূর্ন গ্রামে করা।

৪.২.১২ জরুরি কন্ট্রোল রুম পরিচালনা

- দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পরপরই উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের মাধ্যমে জরুরী কন্ট্রোলরুম স্থাপন করতে হবে। সেখানে পালাক্রমে এক সঙ্গে কম পক্ষে ৩/৪ জন সেচ্ছাসেবক ও গ্রাম পুলিশ সদস্যের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদের সচিব ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ কন্ট্রোলরুমের সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন। প্রতি দলে কম পক্ষে ৩ জন করে মোট ৩ টি সেচ্ছাসেবক দল পালাক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউনিয়ন পরিষদ সচিব সার্বিক তত্ত্বাবধান করবেন।

৪.২.১৩ আশ্রয়কেন্দ্র/নিরাপদ স্থান সমূহ

- বন্যার সময় ডুবে যাবে না, নদীভাঙ্গন থেকে দূরে এমন স্থান আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র, স্থানীয় স্কুল, কলেজ, সরকারি ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উচুঁ রাস্তা, বাঁধ আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

৪.৩ উপজেলার নিরাপদ স্থান সমুহের তালিকা ও বর্ণনা

টেবিল ৪.৩: উপজেলার নিরাপদ স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা

আশ্রয়কেন্দ্র	নাম	ইউনিয়নের নাম	ধারন ক্ষমতা	মন্তব্য
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	দর্শনপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	দর্শনপাড়া	৫০০ থেকে ৬০০ জন প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	
	হুজরীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	হুজরীপাড়া		
	দামকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	দামকুড়া		
	হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	হরিপুর		
	হারাগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	হারাগ্রাম		
	হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	হরিয়ান		
	বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	বড়গাছি		
	পারিলা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	পারিলা		
স্কুলকাম শেল্টার	বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দর্শনপাড়া	৩০০ জন	
	প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	দর্শনপাড়া	৩০০ জন	
সরকারীবেসরকারী / প্রতিষ্ঠান	পবা উপজেলা কার্যালয় ভবন	পবা	২০০০ থেকে ৩০০০ জন	
	পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্র	হুজরীপাড়া	১০০০ থকে ১৫০০ জন	
	বিএডিসি অফিস	দর্শনপাড়া	৭০০ জন	
উঁচু রাস্তা	আমতলা চত্বর থেকে হরিয়ান সংলগ্ন উপজেলা সড়ক	পারিলা ও হরিয়ান		
বাঁধ	জোহাখালী নদী সংলগ্ন বাঁধের রাস্তা		৫০০০ থেকে ৬০০০ জন	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৭২ ইং সালে তৈরি ৩ কক্ষ বিশিষ্ট টিনের ছাদ দেয়া পুরাতন ভবন। অপরটি ২০০৮-০৯ সালে তৈরি ৪ কক্ষ বিশিষ্ট ঢালাই ছাদ দাওয়া নতুন ভবন।
- কয়তলা ভবন: ৪টি কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতলা ভবন এবং সামনে খেলার মাঠ আছে। ৩ কক্ষ বিশিষ্ট একতলা ভবন।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি নষ্ট
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ১টি। ব্যবহার অযোগ্য। কোন রকমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ

- কবে তৈরী হয়েছে: ১৯৯০ ইং সালে তৈরি।

- কয়তলা ভবন: ৬টি কক্ষ বিশিষ্ট দ্বিতলা ভবন এবং সামনে খেলার মাঠ আছে।
- বর্তমান ব্যবহারঃ বর্তমানে স্কুল হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে।
- কয়টি টিউবওয়েল: ১টি নষ্ট ও ১টি ব্যবহার হচ্ছে, তবে সংস্কার প্রয়োজন।
- কয়টি ল্যাট্রিন, এগুলোর বর্তমান অবস্থা: ৪টি। একটি শিক্ষকদের জন্য অপরগুলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। ল্যাট্রিন ব্যবহার হচ্ছে তবে পানি সরবরাহ অপর্যাপ্ত।

৪.৪ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সঠিক ও সময়োপযোগী রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে অনেক আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। তাই আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রঃ

দুর্যোগের সময় জীবন ও সম্পদ বাঁচানো

- দুর্যোগের সময় গবাদী প্রাণীর জীবন বাঁচানো
- আশ্রয়কেন্দ্রর ব্যবহার ও রক্ষনাবেক্ষন নিশ্চিত করা

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি:

- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ৭-৯ জন।
- ইউপি চেয়ারম্যান/মেম্বার, গন্যমান্য ব্যক্তি, সমাজসেবক, শিক্ষক, এনজিও স্টাফ, জমিদাতা, স্বেচ্ছাসেবী প্রভৃতির সমন্বয়ে ৭-৯ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা।
- এলাকাবাসীর সম্মতিক্রমে এই কমিটি ব্যবস্থাপনা কমিটি হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে।
- কমিটির কমপক্ষে অর্ধেক সদস্য নারী হতে হবে।
- কমিটির দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে ধারণা দেয়া (আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা বিষয়ে)।
- এলাকাবাসীর সহায়তায় কমিটি আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে।
- কমিটি নিদিষ্ট সময় অন্তর অন্তর সভা করবে, সবার সিদ্ধান্ত খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্ব বণ্টন এবং সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

কোন স্থানকে আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করবেন:

- নির্ধারিত আশ্রয়কেন্দ্র
- স্থানীয় স্কুল, কলেজ
- সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান
- উঁচু রাস্তা, বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহার:

- আশ্রয় কেন্দ্র মূলত দুর্যোগের সময় জনসাধারনের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- দুর্যোগের সময় ব্যতীত অন্য সময় সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করা যেতে পারে।
- প্রাথমিক চিকিৎসার কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও স্কুল হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- ওয়্যারলেস স্টেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

আশ্রয়কেন্দ্রের রক্ষনাবেক্ষনঃ

- প্রতিটি আশ্রয়কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে রক্ষনাবেক্ষন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের দরজা জানালা বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষাকল্পে স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিতে হবে।

- আশ্রয়কেন্দ্রের জমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষরোপণ করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময় তালাবদ্ধ রাখতে হবে।
- গাইড লাইন অনুসরন করে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সাথে সংযুক্তি হিসেবে থাকবে।

টেবিল ৪.৪: উপজেলার আশ্রয় স্থান সমূহের তালিকা ও বর্ণনা।

আশ্রয়কেন্দ্র	আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
স্কুলকাম শেল্টার	বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলহাজ মোঃ আবুল কালাম সরকার	০১৭৫২০৯৮৭৪৮	--
	প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭১৮৬২৬২৪৯	--
সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান	পবা উপজেলা কার্যালয় ভবন	মো আমিনুল হক	০১৭১১১৯২৮৭৭	--
	বিএডিসি অফিস	মোঃ গোলাম মোর্ত্তজা	০১৭৩১৯৪৯৬৮৫	--
উঁচু রাস্তা	আমতলা চত্বর থেকে হরিয়ান সংলগ্ন উপজেলা সড়ক	সুধীর সরকার	০১৭১৮২৮৪০৫৫	--
বাঁধ	জোহা নদী সংলগ্ন বাঁধের রাস্তা	সুধীর সরকার	০১৭১৮২৮৪০৫৫	--

তথ্য সূত্রঃ সকল ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, পবা

৪.৫ উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

টেবিল ৪.৫: উপজেলার সম্পদের তালিকা (যা দুর্যোগকালে ব্যবহৃত হতে পারে)

সম্পদ	সংখ্যা	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	সংক্ষিপ্ত বর্ননা
আশ্রয়কেন্দ্র	২ টি	--	--
গোডাউন	৩টি	নরত্তম কুমার প্রামানিক	মোট ধারন ক্ষমতা ২০০০ মেঃটন
ইঞ্জিন নৌকা	৪৮ টি	--	--
গাড়ী	৯৪৫ রিক্সা, ১২৯০ ভ্যান, ১৬০ ইজিবাইক, ৯৬৫ নসিমন	--	ভ্যান, রিক্সা, নসিমন এবং অটোরিক্সা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

৪.৬ অর্থায়ন

ইউনিয়ন পরিষদের আয় আসে স্থানীয় কর আদায়, হাট/বাজার ইজারা, খাল/বিল ইজারার মাধ্যমে এবং ব্যবসা/বাণিজ্যের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান থেকে। কিন্তু ইদানীং বড় হাট/বাজার, খাল/বিল ইজারা ব্যবস্থা ইউনিয়ন পরিষদের হাতে নেই যাতে আয়ের মূল উৎস কমে গেছে। তবে সরকার বর্তমানে ভূমি রেজিস্ট্রেশন থেকে ১% অর্থ ইউনিয়ন পরিষদে হস্তান্তর করে থাকেন পূর্বে পুরপুরি ছিল এখন আবার সেই অর্থ দিয়ে গ্রাম পুলিশ ও সচিবের বেতন/ভাতাদি পরিশোধান্তে বাকী টাকা সময় সময় প্রদান করা হয়ে থাকে। ইদানীং সরকার বাৎসরিকভাবে নগদ ৪/৫ লক্ষ টাকা সরাসরি প্রদানের ব্যবস্থা নিয়েছেন।

পরিষদের আয়ঃ

প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদের জন্য সংশ্লিষ্ট পরিষদের নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(ক) নিজস্ব উৎস (ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস)

- বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর ট্যাক্স
- ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর(ট্রেড লাইসেন্স)
- পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস
- ইজারা বাবদ প্রাপ্তি
    - হাট-বাজার ইজারা বাবদ
    - ঘাট ইজারা বাবদ

- খাস পুকুর ইজারা বাবদ
- খোয়াড় ইজারা বাবদ

- মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর কর
- সম্পত্তি হতে আয়
- ইউনিয়ন পরিষদের সাধারণ তহবিল

(খ) সরকারী সূত্রে অনুদানঃ

- উন্নয়ন খাত
  - কৃষি
  - স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী
  - রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত
  - উন্নয়ন সহায়তা তহবিল (এলজিএসপি)
- সংস্থাপন
  - চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানি ভাতা
  - সেক্রেটারি ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি
- অন্যান্য
  - ভূমি হস্তান্তর কর ১%

(গ) স্থানীয় সরকার সূত্রে

- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা
- জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা

(ঘ) বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা

- এনজিও
- সিডিএমপি

বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা, স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণের নিমিত্তে ইউনিয়ন পররেছে সরাসরি অর্থায়ন করেছে। অধিকতর সহায়তা পাওয়া নির্ভর করছে ইউনিয়ন পরিষদের সক্ষমতা, সচ্ছতা সর্বপরি সুশাসনের উপর। ইউনিয়ন পরিষদ তার প্রধান দুর্যোগ গূলো বিবেচনা করে যা তার ইউনিয়নের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রধান বাঁধা সেগুলোকে অগ্রাধিকার দিয়ে অর্থায়ন করবে। প্রতিটি উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কে বিবেচনা করে প্রকল্প তৈরি, অর্থায়ন ও বাস্তবায়ন করবে।

৪.৭ কর্ম পরিকল্পনা হালনাগাদ করণ ও পরীক্ষা করণ

পরিকল্পনা প্রনয়ণের জন্য ২টি ফলোআপ কমিটি গঠন করতে হবে।

১. পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি
২. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি

টেবিল ৪.৬: ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	উপজেলা চেয়ারম্যান	চেয়ারম্যান	০১৭১৩ ৯৯১৩৫৫
২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১১ ১৯২৮৭৭
৩	শাখা ব্যবস্থাপক, ওয়াল্ড ভিশন	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭৫৫৬৫০৮৫৪
৪	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান	সাধারণ সদস্য	--
৫	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ট্যাগ অফিসার	সাধারণ সদস্য	--

তথ্যসূত্রঃ পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

কমিটির কাজ

- খসড়া পরিকল্পনা পর্যালোচনা ও চুড়ান্ত পরিকল্পনা প্রনয়ণ।
- বিষয়ভিত্তিক পরিকল্পনা কার্যক্রম যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য এর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার সহায়তা নেয়া।
- দুর্যোগ পরিকল্পনাটি বাস্তবসম্মত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কাজ এবং অর্থায়ন বিষয়টি গুরুত্ব দেয়া।

পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটি

টেবিল ৪.৭: ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির তালিকা।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী	মোবাইল
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারম্যান	০১৯১২৮৭২৬১৬
২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১১১৯২৮৭৭
৩	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	মহিলা সদস্য	০১৭১৫২৭২৫৮৭
৪	অফিসার ইনচার্জ, পবা থানা	সরকারী প্রতিনিধি	০১৭১৩৩৭৩৮০০
৫	চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত শাখা ব্যবস্থাপক, পার্টনার	এনজিও প্রতিনিধি	০১৭১০০৬১৬৮৬
৬	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান	সাধারণ সদস্য	
৭	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ট্যাগ অফিসার	সাধারণ সদস্য	

তথ্যসূত্র: পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি,২০১৪

কমিটির কাজ

- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে বর্তমান কর্মপরিকল্পনা, আগাগোড়া পরীক্ষা, প্রয়োজনীয় সংশোধন ও সংযোজনের মাধ্যমে হালনাগাদ করতে হবে। কমিটির সদস্য সচিব এই ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ নিবেন। প্রত্যেক দুর্যোগের অব্যবহিত পরে ব্যবস্থাপনা ত্রুটিসমূহ পর্যালোচনা করে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনতে হবে।
- প্রতি বছর এপ্রিল/মে মাসে একবার জাতীয় দুর্যোগ দিবসে ব্যবস্থাপনা ব্যুরোর নির্দেশনা মত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মহড়া অনুষ্ঠান করতে হবে।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাটি জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট হতে অনুমোদন।
- পরিকল্পনা বাস্তবায়ন তদারকি।
- বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ।

পঞ্চম অধ্যায়
উদ্ধার ও পুনর্বাসন পরিকল্পনা

৫.১ ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন

টেবিল ৫.১: উপজেলা পর্যায়ে খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন।

খাত সমূহ	বর্ননা
কৃষি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পবা উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১০০৩০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় নদীভাঙ্গনের কারণে ৫৬০০ একর আখ ও ধানের জমির ফসল নষ্ট হয়ে ৫০০০ টি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ২০০১ সালের মত প্রচন্ড খরা হলে ১১,৩২০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ১৮২৭২টি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। অতিবৃষ্টির কারণে ১০,১৪০ একর ফসলী জমির ফসল পানিতে ডুবে যেতে পারে যার ফলে উপজেলায় খাদ্য সংকট দেখা দিতে পারে। ঘনকুয়াশার কারণে ৪০,৫০০টি আম (মুকুল ঝড়ে যাওয়া) সহ অন্যান্য ফলের বাগান এবং ২,৯৪০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে। উপজেলায় জলাবদ্ধতার কারণে আনুমানিক ২,৯৩০ একর ফসল নষ্ট হয়ে ১১,৩২৫টি পরিবারের ৪৪,১০০ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
মৎস্য	পবা উপজেলায় প্রচন্ড খরার কারণে ১৬৯০ টি মাছ চাষের পুকুরের মাছের ক্ষতি হতে পারে এবং আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। যার ফলে আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে। পবা উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে ১৩৫৬ টি মাছ চাষের পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে যেতে পারে। যার ফলে খাদ্য, পুষ্টি ও আমিষের অভাব দেখা দিতে পারে।
গাছপালা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পবা উপজেলায় ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ৫,৮৫০ টি গাছ ভেঙে পড়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা বিপর্যস্ত হতে পারে। নদীভাঙ্গনের কারণে হরিপুর, হরিয়ান ইউনিয়ন বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ফলে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ব্যহত হতে পারে।
স্বাস্থ্য	পবা উপজেলায় ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৬০% গর্ভবতী মহিলাদের বন্যাকালীন সময়ে সন্তান প্রসবের স্থানাভাব এবং বিপন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে তাদের প্রানহানীর আসংখ্যা দেখা দিতে পারে। এছাড়া পানি বাহিত রোগের প্রাদুরভাব দেখা দিতে পারে। ২০০১ সালের মত খরা হলে পবা উপজেলায় প্রায় ৫০% জনগনের চর্মরোগ দেখা দিতে পারে। ফাঁপির কারণে ৩২০ জন লোক বিভিন্ন রোগ আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের অবনতিসহ অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ বজ্রপাতের কারণে ১২ টি পরিবারের ১২ জন মানুষ মারা যাওয়ার কারনে উক্ত পরিবার গুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। ছাড়া খরার কারণে চর্ম রোগ সহ বিভিন্ন ভাবে সাস্থ্যহানী ঘটতে পারে।
জীবিকা	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পবা উপজেলায় বন্যা, খরা, নদীভাঙ্গন, ঘনকুয়াশা, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি আপদের ফলে দুর্যোগ সংগঠিত হলে কৃষি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত সহ মানুষের জীবন জীবিকার উপর ভীষণ প্রভাব পড়ে। এ সমস্ত আপদের কারণে পবা উপজেলার ২৫% মানুষ কর্মশূন্য হয়ে পড়তে পারে। ফলে পবা উপজেলায় অর্থনীতিতে ভয়াভয়তা সৃষ্টি হতে পারে।
পানি	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে পবা উপজেলায় ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় প্রচন্ড খরা এবং ভূ- গর্ভস্ত পানির স্তরের কারণে পানির অভাব দেখা দিতে পারে। ফলে ১১৩২০ একর জমির ফসল নষ্ট হতে পারে, ১৮২৭২ টি পরিবার অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। এছাড়া চর্ম রোগ সহ বিভিন্ন রোগের ভয়াভয়তা ছড়িয়ে পড়তে পারে। এবং কৃষি সম্পদ, মৎস্য সম্পদ, পশু সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

অবকাঠামো	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হঠাৎ ২০০৩ সালের মত ঝড় হলে প্রায় ২৫% শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ অন্যান্য অবকাঠামো ক্ষতির সম্মুখিন হতে পারে, যার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে। ঝড়ের আক্রমণে ১৬০৩০ টি কাঁচা ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে ১১৮৩০টি পরিবারের ৩৭৪৭৫ জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে। ১৯৮৮ সালের মত বন্যা হলে প্রায় ৯৬ কিঃমিঃ রাস্থার ক্ষতি হতে পারে এবং চলাচলের অযোগ্য হতে পারে। যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হতে পারে। অতিবৃষ্টির কারণে প্রায় ৯৭ কিমি রাস্থার ক্ষতি হতে পারে যার ফলে যোগাযোগর অসুবিধা হতে পারে। এর ফলে শিক্ষার উপর প্রভাব পড়তে পারে। ৩টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভায় নদীভাঙ্গনে কারণে প্রায় ৪৫ কিঃমিঃ রাস্তা, স্কুল, কলেজ অন্যান্য অবকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া ৪১৬০টি কাঁচা ঘরবাড়ি পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ৪১৬০টি পরিবারের ২৪৮৮০জন লোক অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থসহ আশ্রয়হীন হতে পারে।

তথ্য সূত্রঃ মাঠ পরিদর্শন,২০১৪

৫.২ দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠা

টেবিল ৫.২: উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক পুনঃপ্রতিষ্ঠাকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	চেয়ারম্যান	০১৯১২ ৮৭২৬১৬
২	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১১ ১৯২৮৭৭
৩	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১২৭১২০৩৭
৪	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৯৩৫০৪৬১৮৮
৫	অফিসার ইনচার্জ, পবা থানা	সদস্য	০১৭১৩৩৭৩৮০০
৬	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র	সদস্য	
৭	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার ট্যাগ অফিসার	সদস্য	

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.২ ধ্বংসাবশেষ পরিস্কার

টেবিল ৫.৩: উপজেলা পর্যায়ে ধ্বংসাবশেষ পরিস্কারকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রাজ্জাকূল ইসলাম (উপজেলা নির্বাহী অফিসার)	চেয়ারম্যান	০১৯১২৮৭২৬১৬
২	মোঃ আমিনুল হক (উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার)	সদস্য সচিব	০১৭১১১৯২৮৭৭
৩	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১২৭১২০৩৭
৪	মোছাঃ হোসনে লায়লা (উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার)	সদস্য	০১৯১৪৯৫০৯৩৩
৫	এস এম মিজানুর রহমান (উপজেলা প্রকৌশলী)	সদস্য	০১৭১২১৯২৯২৬
৬	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র	সদস্য	
৭	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার ট্যাগ অফিসার	সদস্য	

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৩ জনসেবা পুনরাম্ভ

টেবিল ৫.৪: উপজেলা পর্যায়ে জনসেবা পুনরাম্ভকরণ কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রাজ্জাকূল ইসলাম (উপজেলা নির্বাহী অফিসার)	চেয়ারম্যান	০১৯১২ ৮৭২৬১৬
২	মোঃ আমিনুল হক (উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার)	সদস্য সচিব	০১৭১১ ১৯২৮৭৭
৩	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১২৭১২০৩৭
৪	মোছাঃ ইসরাত নিগার (উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা)	সদস্য	০১৭১১৪৮৪১৬১
৫	ডাঃ ফেরদৌস নিলুফার (উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার)	সদস্য	০১৭১১ ১৭৩৮৪৫
৬	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র	সদস্য	
৭	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার ট্যাগ অফিসার	সদস্য	

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

৫.২.৪ জরুরী জীবিকা সহায়তা

টেবিল ৫.৫: উপজেলা পর্যায়ে জরুরী জীবিকা সহায়তাপ্রদান কমিটির তালিকা।

ক্রমিক	নাম	পদবী	মোবাইল
১	মোঃ রাজ্জাকূল ইসলাম (উপজেলা নির্বাহী অফিসার)	চেয়ারম্যান	০১৯১২ ৮৭২৬১৬
২	মোঃ আমিনুল হক (উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার)	সদস্য সচিব	০১৭১১ ১৯২৮৭৭
৩	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১২৭১২০৩৭
৪	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১৫ ৮৪৪৩৩২
৫	মোঃ রফিক্কুজামান (উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার)	সদস্য	০১৭১১ ৪৩৩৫০৩
৬	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র	সদস্য	
৭	সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন/পৌরসভার ট্যাগ অফিসার	সদস্য	

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

সংযুক্তি ১

আপদকালীন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের চেক লিষ্ট

চেক লিষ্ট

রেডিও /টিভির মাধ্যমে ৫নং বিপদ সংকেত আবহাওয়া বার্তা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে নিম্নবর্ণিত "ছক "(চেক লিস্ট) পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

ক্রমিক	বিষয়	হ্যাঁ/না
১	সতর্কবার্তা প্রচারের নির্বাচিত সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের ডেকে আসন্ন বিপদ সম্মন্ধে প্রচার কাজ শুরু করতে বলা হয়েছে।	না
২	ঝুঁকিপূর্ন এলাকার লোকজনকে উদ্ধার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল তৈরি আছে কিনা।	না
৩	২/১ দিনের শুকনা খাবার ও পানীয় জল নিরাপত্তা মোড়কে মাটির নিচে পুতে রাখার জন্য প্রচার করা হয়েছে।	না
৪	সেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লাইফ জ্যাকেট সরবরাহ করা হয়েছে।	না
৫	ইউনিয়ন নিয়ন্ত্রন কক্ষ সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।	না
৬	ইউনিয়ন খাদ্য গুদাম/ ত্রান গুদামের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আছে।	না
৭	অন্যান্য	না

বি: দ্র:

- চেকলিস্ট পরীক্ষা করে যে ক্ষেত্রে নানারূপ ত্রুটি দেখা যাবে সে ক্ষেত্রে জরুরীভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- ইউনিয়ন পরিষদ তহবিল দ্বারা বা কোন উৎস/সংস্থা হতে স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদের জন্য লাইফ জ্যাকেট বিশেষ প্রয়োজন।

চেকলিষ্ট

প্রতিবছর এপ্রিল/মে মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আলাপ আলোচনা করে নিম্নে ছক চেকলিস্ট পূরণ করে উপজেলার নির্বাহি অফিসার ও জেলা প্রশাসনের নিকট প্রেরণ করবেন।

ক্রমিক	বিষয়	উপযুক্ত স্থানে টিক চিহ্ন
১	ইউনিয়ন খাদ্য গুদামে পর্যাপ্ত পরিমানে খাদ্য মজুদ আছে	✓
২	ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার শিশুদের টিকা/ভ্যাকসিন দেয়া হয়েছে	✓
৩	১থেকে ৬ বছরের শিশু ও মায়েদের ভিটামিন খাওয়ানো হয়েছে	✓
৪	ইউপি ক্লিনিক হাসপাতালে ওরস্যালাইন মজুদ আছে	✓
৫	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে বাৎসরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে	--
৬	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক চিকিৎসার ঔষধ সরঞ্জাম আছে	--
৭	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রের জন্য নির্বাচিত পল্লী চিকিৎসক এলাকায় উপস্থিত আছেন	--
৮	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নলকূপ আছে	--
৯	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে দরজা জানালা ঠিক আছে	--
১০	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে নির্বাচিত বিকল্প কেয়ারটেকার উপস্থিত আছে	--
১১	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে	✓
১২	প্রতি আশ্রায় কেন্দ্রে প্রসবা মহিলাদের দেখাশুনা করার জন্য নির্বাচিত ধাত্রী এলাকায় আছে	--
১৩	গরু ছাগলের অবস্থানের জন্য উঁচু স্থান কিল্লা নির্ধারিত হয়েছে	--
১৪	স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্যদেরকে নির্ধারিত দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা হয়েছে	--

১৫	আশ্রায়কেন্দ্র গুলিতে পায়খানা/প্রসাবখানা ব্যবস্থা আছে	✓
১৬	আবহাওয়া ও বিপদ সংকেত প্রচারের জন্য প্রয়োজনীয় মাইক্রোফোন চালু আছে	--
১৭	কমপক্ষে২/১ দিনের পরিমান শুকনা খাবার, পানীয় জল সংরক্ষ করার জন্য জনগনকে সজাগ করা হয়েছে	--
১৮	অন্যান্য	--

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

সংযুক্তি ২

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

ক্রমিক	নাম	পদবী	সদস্য	মোবাইল
১	মোঃ মোকবুল হুসাইন	উপজেলা চেয়ারম্যান	চেয়ারপারসন	০১৭১৩ ৯৯১৩৫৫
২	মোঃ রাজ্জাকুল ইসলাম	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	কো-চেয়ারপারসন	০১৯১২ ৮৭২৬১৬
৩	এস. এম. আশরাফুল হক	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৭১২৭১২০৩৭
৪	মোছাঃ খায়রুন্নেসা	উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	সদস্য	০১৯৩৫০৪৬১৮৮
৫	মোঃ আব্দুল গফুর সরদার	মেয়র, নওহাটা পৌরসভা	সদস্য	০১৭১১ ১৮৯৫৪৩
৬	মোঃ মুক্তাদির	মেয়র, কাটাখালী পৌরসভা	সদস্য	০১৭১৬ ৫০৮৫৬০
৭	মোঃ রমজান আলী	চেয়ারম্যান, দর্শনপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৫ ৭৭২৭৫০
৮	মোঃ গোলাম মোস্তফা	চেয়ারম্যান, হুজরীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৩৩ ১৫৭২৭৪
৯	মোঃ সাহজাহান আলী	চেয়ারম্যান, দামকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৩ ৬৪৬৮২৮
১০	মোঃ নজরুল ইসলাম	চেয়ারম্যান, হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১১ ৩০৩০৬৭
১১	মোঃ আবুল কালাম আজাদ	চেয়ারম্যান, হড়গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৩ ৭২৩০৪৪
১২	মোঃ সাইফুল বারী ভুলু	চেয়ারম্যান, পারিলা ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৩ ৭২৫১৪১
১৩	মোঃ সোহেল রানা	চেয়ারম্যান, বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭১৮ ৫৪০৭৪০
১৪	মোঃ মফিদুল ইসলাম বাচ্চু	চেয়ারম্যান, হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ	সদস্য	০১৭৩৩ ২৭৩২১৬
১৫	ডাঃ মোঃ শামসুল আলম (ভারপ্রাপ্ত)	উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার	সদস্য	০১৭১১ ১৭৩৮৪৫
১৬	মোঃ সালেহ আহমেদ	উপজেলা কৃষি অফিসার	সদস্য	০১৭১৭ ১২৫৪৩১
১৭	এস এম মিজানুর রহমান	উপজেলা প্রকৌশলী	সদস্য	০১৭১২ ১৯২৯২৬
১৮	ডাঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম	উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ৪০৭৮৮৩
১৯	মোঃ রফিক্কুজামান	উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ অফিসার	সদস্য	০১৭১১ ৪৩৩৫০৩
২০	মোঃ মতিয়ার রহমান	উপজেলা অফিসার ইনচার্জ, পবা	সদস্য	০১৭১৩ ৩৭৩৮০০
২১	মোঃ মুক্তাদির আহম্মদ	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৯১১৬০০৩৪৫
২২	মোঃ আওরঙ্গজেব	উপজেলা আনসার ও ভিডিপি অফিসার	সদস্য	০১৯১২ ৩৭১৪৯৭
২৩	মোঃ আলতাব হোসেন	উপজেলা সমবায় অফিসার	সদস্য	০১৯২০ ৫২৮৭৩৭
২৪	মোঃ সাঈদ আলী রেজা	উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১৫ ০৪০০০৪
২৫	মোঃ মুখলেসুর রহমান	উপ-সহকারী প্রকৌশলী জনস্বাস্থ্য	সদস্য	০১৭১৬ ২০৬১১৭
২৬	মোছাঃ হোসনে লায়লা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার	সদস্য	০১৯১৪৯৫০৯৩৩
২৭	মোঃ মোখলেসুর রহমান	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য	০১৭১৬ ১৯৩৩৯৯
২৮	মোঃ সায়েদ আলী	উপজেলা মৎস্য অফিসার	সদস্য	০১৭১২ ৮০৩০১২
২৯	এস এম মর্সেদ আহসান	উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার	সদস্য	০১৭১৪ ০৪৯৩৩৫
৩০	মোঃ আবু তাহের	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	সদস্য	০১৭১৮ ৬২০৩১০
৩১	মোঃ সাহাদাত হোসেন কবির	সহকারী কমিশনার (ভুমি)	সদস্য	০১৭৪১ ৩১৪৩১৫
৩২	মোঃ নাজমুল হক	সভাপতি, প্রেস ক্লাব, পবা	সদস্য	০১৭১৪৭৬২৪৪৪
৩৩	গোলাম সাকলাইন	এনজিও প্রতিনিধি (ওয়ার্ল্ড ভিশন)	সদস্য	০১৭১০ ০৬১৬৮৬
৩৪	মোঃ আব্দুল মান্নান	মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য	০১৭১৬ ৫৬০৩৬২
৩৫	মোঃ মাহফুজুর রহমান	প্রধান শিক্ষক, বাগধানী উচ্চ বিদ্যালয়	সদস্য	০১৭৩৩ ২৫৫৯০৩
৩৬	মোঃ আব্দুস সামাদ	সভাপতি পবা বাজার সমিতি, পবা	সদস্য	০১৭২৩ ৩০৯১৪৬
৩৭	মোঃ আমিনুল হক	উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার	সদস্য সচিব	০১৭১১ ১৯২৮৭৭

তথ্য সূত্রঃ পবা উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

সংযুক্তি ৩

ইউনিয়নের সেচ্ছাসেবকদের তালিকা

ক্রমিক	সেচ্ছাসেবকদের নাম	পিতার/স্বামীর নাম	ইউনিয়ন	প্রশিক্ষন	মোবাইল
০১	মোঃ মুহুর আলী	মৃতঃ আনার উদ্দিন	দর্শনপাড়া	নাই	০১৭১৬৭২৭১৬০
০২	মোঃ আব্দুল মান্নান	মোঃ রহমাতুল্লা সরকার	দর্শনপাড়া	নাই	০১৭২৬৭১৯৮৫৩
০৩	মোছাঃ ববিতা খাতুন	মৃতঃ ওয়াজ উদ্দিন	দর্শনপাড়া	নাই	০১৭৪৫০০৩৯০১
০৪	মোছাঃ সালেমা খাতুন	মৃতঃ আক্কেল ব্যাপারী	দর্শনপাড়া	নাই	০১৭৬৩৯৪৬৩৬১
০৫	মোঃ আবুল কাসেম	মোঃ রুব্বাদ প্রামানিক	হুজরীপাড়া	নাই	০১৭১৬৭৩১৯২০
০৬	মোঃ সেলিম রেজা	মৃতঃ মমিন উদ্দিন	হুজরীপাড়া	নাই	০১৮৪০৮৩৬৪০০
০৭	মোছাঃ তুরজেমা বেগম	মোঃ মোক্তার হোসেন	হুজরীপাড়া	নাই	০১৯৮৭১১৫৭৩৫
০৮	মোছাঃ নিলুফা বেগম	মোঃ ইয়াদ আলী	হুজরীপাড়া	নাই	০১৭১৩১৯৫৪৫৬
০৯	মোঃ দুলাল	মোঃ ইয়াকুব আলী	হড়গ্রাম	নাই	০১৮২০৫৬৬৬৬১
১০	মোঃ সিরাজুল	মৃতঃ মমতাজ আলী	হড়গ্রাম	নাই	০১৭১৯৫৪৩৪৬৫
১১	মোছাঃ মনিরা	মৃতঃ একরাম আলী	হড়গ্রাম	নাই	০১৮৩১৬৯৬৯১৬
১২	মোঃ হানিফ	মোঃ শাহার আলী	পারিলা	নাই	০১৭২৩৬৭৪১২০
১৩	মোঃ আজিজ	মৃতঃ আব্দুল জলিল সরকার	পারিলা	নাই	০১৭৬১৭১৯৬৭৩
১৪	মোছাঃ শামীমা বেগম	মৃতঃ আব্দুল হক মালিথা	পারিলা	নাই	০১৭২৩৭৮৭৮২৪
১৫	বজলুল রশিদ	মৃতঃ নয়ব আলী সরদার	পারিলা	নাই	০১৭১৯৮৬৪১৫৮
১৬	মোঃ ইয়াসিন	মৃতঃ খোকা মোহাম্মদ	বড়গাছী	নাই	০১৭৫১৫২০৭১৭
১৭	মোছাঃ সিমা	নুর মোহাম্মদ	বড়গাছী	নাই	০১৮১৪১২৬৬১৩
১৮	মোঃ রফিকুল ইসলাম বাবু	মোঃ আলিম উদ্দিন	বড়গাছী	নাই	০১৮১৪১২৬৬১৩
১৯	মোছাঃ হাস্না বেগম	মোঃ কুবাদ আলী	বড়গাছী	নাই	০১৭২৩৬৭৪১২০
২০	লাল মোহাম্মাদ	মৃতঃ জেসার আলী	হরিপুর	নাই	০১৭১১১৩৭০৪৭
২১	সাইদুর রহমান	মৃতঃ হযরত আলী	হরিপুর	নাই	০১৭৪১০৬৯০৫০
২২	মোঃ সেলিম	মোঃ আতাহার আলী	হরিপুর	নাই	০১৭১৩৬৪৬৯৬০
২৩	মোছাঃ মরজিনা	মোঃ এসের আলী	হরিপুর	নাই	০১৯৩৮৭৪০৮৪৯
২৪	মোঃ আক্কাস (ছোট)	মৃতঃ সিকিম আলী দরজি	হরিয়ান	নাই	০১৭১৯৩৫২৯৭২
২৫	মোঃ আক্কাস (বড়)	স্বামী মোঃ হারুনুর রিশিদ	হরিয়ান	নাই	০১৮২৩১০০১৭৩
২৬	মোঃ মোস্তফা	মোঃ আলাউদ্দিন	হরিয়ান	নাই	০১১৯১৮৯০৫৬৭
২৭	মোছাঃ রাশিদা বেগম	মোঃ সামসুল হক	হরিয়ান	নাই	০১৭৫০১৮৮৩৪১
২৮	মোঃ সেলিম উদ্দিন	মৃত ফরহাদ হোসেন	দামকুড়া	নাই	০১৭১৯৮২২২৯৬
২৯	মোঃ আনারুল ইসলাম	মৃত ইসলাম আলী	দামকুড়া	নাই	০১৭১৮৬৭৪২৬৯
৩০	মোছাঃ মঞ্জুরা বেগম	স্বামীঃ আব্দুস সালাম	দামকুড়া	নাই	০১৭৩১৯১৩৪৪৬

তথ্য সূত্রঃ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ২০১৪

বিঃদ্রঃ পবা উপজেলাতে সেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নাই। তবে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতে সকল ইউনিয়নের মেম্বরদেরকে সেচ্ছাসেবক হিসেবে তালিকাভুক্ত করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

সংযুক্তি ৪

আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির তালিকা

স্কুল কাম শেল্টার

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	আলহাজ মোঃ আবুল কালাম সরকার	০১৭৫২ ০৯৮৭৪৮	রক্ষনাবেক্ষনকারী
প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	মোঃ রফিকুল ইসলাম	০১৭১৮ ৬২৬২৪৯	রক্ষনাবেক্ষনকারী

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

সরকারী/ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
দর্শনপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব রমজান আলী	০১৭১৫ ৭৭২৭৫০	চেয়ারম্যান
হুজরীপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব গোলাম মোস্তফা	০১৭৩৩ ১৫৭২৭৪	চেয়ারম্যান
দামকুড়া ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব সাহজাহান আলী	০১৭১৩ ৬৪৬৮২৮	চেয়ারম্যান
হরিপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব নজরুল ইসলাম	০১৭১১ ৩০৩০৬৭	চেয়ারম্যান
হারাগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব আবুল কালাম আজাদ	০১৭১৩ ৭২৩০৪৪	চেয়ারম্যান
হরিয়ান ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব মফিদুল ইসলাম বাচ্চু	০১৭৩৩ ২৭৩২১৬	চেয়ারম্যান
বড়গাছি ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব সহেল রানা	০১৭১৮ ৫৪০৭৪০	চেয়ারম্যান
পারিলা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন	জনাব সাইফুল বারী ভুলু	০১৭১৩ ৭২৪১৪১	চেয়ারম্যান
বিএডিসি অফিস	জনাব মোঃ গোলাম মোর্ত্তজা	০১৭৩১ ৯৪৯৬৮৫	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

উঁচু রাস্তা বা বাঁধ

আশ্রয়কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
আমতলা চত্বর থেকে হরিয়ান সংলগ্ন উপজেলা সড়ক	জনাব সুধীর সরকার	০১৭১৮২৮৪০৫৫	
জোহাখালী নদী সংলগ্ন বাঁধের রাস্তা	জনাব সুধীর সরকার	০১৭১৮২৮৪০৫৫	

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা কমিটি

স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
উপজেলা হেল্‌থ কমপ্লেক্স, দারুসা	ডাঃ ফেরদৌস নিলুফার	০১৭১১১৭৩৮৪৫	সভাপতি
তেতুলিয়াডাঙ্গা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হামিদা খাতুন	০১৭৪১০৬৮২৬২-	সদস্য
	মোঃ ইস্রাফিল হোসেন	০১৭১৪৮১৪৮৩২-	সদস্য
ঘিপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক-	মোঃ সোহেল রানা	০১৮২০৮০৪০৮০-	সদস্য
তেতুলিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ মফিজুল ইসলাম	০১৭২২৯৫৯১৯১-	সদস্য
আফিনেপালপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ আঙ্গুরা খাতুন	০১৭২৭০০১০৬২-	সদস্য
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স	মোসাঃ সাবিনা সুলতানা	০১৯২০৪৬৩৮৮৪-	সদস্য
ঝুজকাই কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ সোহেল রানা২-	০১৭১৯৭৫০৯৯১-	সদস্য
সিলিন্দা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ মোমিনুল হক	০১৭১৭১৩৭৬২৮-	সদস্য
বালিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	আসাদ আহম্মেদ	০১৭১৯৭১১৫২০-	সদস্য
দামকুড়া এফ ডাবিউ সি	মোসাঃ শারমিন আকতার	০১৭৬১৫৩১৩২০-	সদস্য
সিতলাই কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ আজম আলী	০১৭৪৬০৫১০৭২-	সদস্য
কাদিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ ইসমাইল হোসেন	০১৭৪৫০৭৬০৫৫-	সদস্য
হাড়ুপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	লুবনা জাহান	০১৭২৮৯৯৬২৮৪-	সদস্য
সোনাইকান্দি কমিউনিটি ক্লিনিক	সুমাইয়া সিদ্দিকা	০১৭৫৮৪৩৪১০১-	সদস্য
বেড়পাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	আহম্মেদ হোসেন রাজু	০১১৯৮১৯১৯৮০-	সদস্য
জাইগির কমিউনিটি ক্লিনিক	সাঈম হাসান	০১৭১৯৪৫২৪৫২-	সদস্য
কিসমত কুখন্ডি কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মাহমুদা খাতুন	০১৮৪০৪৫৪৭১৭-	সদস্য
মলিকপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হাসিনা খাতুন	০১৭৬৫৯৪৫২৫৫-	সদস্য
সুচরন কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ কামরুল হাসান	০১৮২৭৫৯৮৫৫৫-	সদস্য

চরখিদিরপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ আখতারুল ইসলাম	০১৭২৩৯৮৫০৪৪-	সদস্য
কালুমাড়িয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মোর্শেদা খাতুন	০১৭৬৩৪৫৮৭৩৫-	সদস্য
কেচুয়াতৈল কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মুনিয়া আকতার	০১৭৩৮২৪০৯৬৮-	সদস্য
ঘোলহারিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ নফুরা খাতুন	০১৭১২৪১৩১২৭-	সদস্য
তরফ পারিলা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ মারুফা খাতুন	০১৭৩৭৩১২৬৫৪-	সদস্য
দাদপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হামিদা খাতুন	০১৭৬১৩২৬০২৬-	সদস্য
ভালাম কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ আবুল কাসেম	০১৭২২৮৩৪২১০-	সদস্য
কালুপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ সানজিদা খাতুন	০১৭৬১১৫১৬৩৬-	সদস্য
বড়গাছি কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ রহিমা খাতুন	০১৭৪০০৪৩১৬৬-	সদস্য
তেঘর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ আয়েশা খাতুন	০১৭৪৫৬৭৭২০৪-	সদস্য
সোনাপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ রূপালী খাতুন	০১৭২১৩৩৭৪০১-	সদস্য
কুমড়াপুকুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ মশিউর রহমান	০১৭২৭২১৩৯৫১-	সদস্য
থালতা কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ হাসিনা খাতুন	০১৭৬৭১০৩২৫৩-	সদস্য
টিকরীপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিক	মোসাঃ ইয়াসমিন খাতুন	০১৯১৯১৩১৩৮১-	সদস্য
মধুসুদনপুর কমিউনিটি ক্লিনিক	মোঃ নুর আলম	০১৭১৯২০৫৭২৪-	সদস্য

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

অগ্নি নিরাপত্তা কমিটি

ফায়ার স্টেশনের নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
নওহাটা ফায়ার স্টেশন	নির্মাণাধীন		

ইঞ্জিন চালিত নৌকা

ইউনিয়ন ওয়ার্ডের /নাম	দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মোবাইল	মন্তব্য
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ তাহাসের পাতনি	০১১৯৮৩৬৬৬৯২	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ টাবু আলী	০১১৯১৮৮৮৩০৮	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সেলিম	০১১৯১৮৮৮৩০৬	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ আরমান আলী	০১৮৫৩৭৯৮১০৭	পারাপারের নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সাদেক আলী	০১৭৪৩২৭৮৯২৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ হাসিবুল	০১১৯৫৩২৮৮২০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সহিদুল ইসলাম	০১১৯৭৩৯৩৮৫০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ বাবুল	০১১৯৫৩৫৭১৫৬	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সবুজ	০১১৯৩১৮৮২৮০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ ফারুক	০১১৯৫২৫২৫১৬	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ জালাল	০১৮১১৭৯৬৮০৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মেজর	০১১৯৮৩৯৩৮৫৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রহিম	০১৮১৩৬০২০৪১	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার হরিপুর)ইউনিয়ন(	মোঃ কালাম	০১৮২০৩৯৫৫১১	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মমিন	০১১৯৭১১০৯৮১	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(ইউনিয়ন হরিপুর)	মোঃ আজাদ	০১৮১৪১১৭৮৬২	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ আজাহার	০১৮২৯৯৬৬৩০৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ তুফানি	০১৮২৪৪৮৩০৪৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রুবেল	০১৮২৮৬০১৫২০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ হাবিবুর	০১১৯১৮৮৫৭২২	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রাজ্জাক	০১১৯২০২৭১০৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ বাবু	০১৮১৪৫০৪০৩৪	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সামসুল	০১৭১৩৬০০০৬৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ হানিফ	০১৮১১৮৮২৬৬৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ারহরিপুর) ইউনিয়ন(	মোঃ ফারুক	০১৮১৩৭৪৬৭৮৪	পারাপারের নৌকা

চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ আসা	০১৮১৫২৭১৭৩৩	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(ইউনিয়ন হরিপুর)	মোঃ আসাদ	০১৮৩১৬২৩৩৮৪	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মাইনুল	০১১৯৪০৮৯৯৮৮	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মনারুল	০১১৯৩১৩৪০৭০	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মিনারুল	০১৮৪০১৫২০৯১	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মতি	০১৭৬৫৭১৮৪৫৯	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ জিল্লুর	০১১৯৫৫৫৫৬২৫	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ নওসাদ	০১৭১৮০১৭৫১৯	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ নুরনবী	০১৮৫১৭৮৯০৯৯	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ রেন্টু	০১৮১৮১৮৫৯৯৮	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সাহারুল	০১১৯০৭৪৬৫১২	পারাপারের নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মহাসিন	০১১৯৭৫৯৪৮৬৯	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সুকর	০১৮৩৪৯১৬৬২৩	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ কামরুল	০১১৯৫৫০৭৮৩১	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ মওলা	০১১৯২০৩২৪৭৩	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ পিয়া	০১৮১২৩৯৭০২৯	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(ইউনিয়ন হরিপুর)	মোঃ কালু	০১১৯১৮৮৫৮০২	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ লালন	০১১৯৮৩৫২৮৩৪	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ সরিফুল	০১৮২৩৩৬৮১৭৭	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ নাজমুল	০১৮১৮৯৮১৯০৫	মাছ ধরা নৌকা
চর মাঝার দিয়ার(হরিপুর ইউনিয়ন)	মোঃ পেনু	০১১৯৮৩৩৭৩২৭	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ লালন	০১৯৩৩৯৭৪১০১	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ মুসা	০১৮১৫৭৬০০৩০	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সহিদুল	০১৯২৯৪২৮৫০৫	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ রানা	০১৮৫৮১০০০২৯	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ মফিকুল ইসলাম	০১৭৪৮৬৯৫৮৪৭	মাছ ধরা নৌকা
চরক্ষিদিরপুর (হরিয়ান ইউনিয়ন)	মোঃ সফিকুল ইসলাম	০১৮৩২০৫৬৪৪৮	মাছ ধরা নৌকা

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

স্থানীয় ব্যবসায়ী

ইউনিয়ন/ ওয়ার্ডের নাম	স্থানীয় ব্যবসায়ীর নাম	মোবাইল	মন্তব্য
নওহাটা	মোঃ আব্দুস সামাদ	০১৭২৩ ৩০৯১৪৬	সভাপতি (নওহাটা ব্যবসায়ী সমিতি)
হরিপুর	মোঃ মসিউর রহমান	০১৭২৭ ০৩৯২৩৯	সম্পাদক (হরিপুর ব্যবসায়ী সমিতি)
নওহাটা	মোঃ আবু সামাদ	০১৭৭০ ৩৬৪০৬৩	সম্পাদক (নওহাটা মৎস্য জীবী সমিতি)
নওহাটা	মেছবাহুর রহমান	০১৭৪৩ ৫৮৮৭২৮	সম্পাদক (নওহাটা ব্যবসায়ী সমিতি)
কানপাড়া	মোঃ ইসহাক আলী	০১৭১২ ৪৩৮৫২৬	নির্বাহী সদস্য (কানপাড়া ব্যবসায়ী সমিতি)
পারিলা	মোঃ আবু তাহের	০১৭১৮৬২০৩১০	সম্পাদক (পারিলা বনিক সমিতি)
কাটাখালী	মোঃ মনির উদ্দীন মানিক	০১৯১৭২৩৮৫৮০	সদস্য শ্যামপুর মৎস্য জীবী সমিতি, কাটাখালী
দারুশা	মোঃ মুনতাজ আলী সরদার	০১৭১২২৪১৮৭৯	নির্বাহী সদস্য চৌমহনী থানাব্যবসায়ী সমিতি

তথ্যসূত্র: মাঠ পরিদর্শন, ২০১৪

সংযুক্তি ৫

এক নজরে পবা উপজেলা

সাধারণ	
নির্বাচনী এলাকা	৫৪, রাজশাহী-৩
আয়তন (বর্গ কিঃমিঃ)	৩৩৯.৬২
ইউনিয়ন সংখ্যা	৮ টি
পৌরসভা সংখ্যা	২ টি
মৌজা সংখ্যা	২১৬ টি
গ্রাম সংখ্যা	২৬২ টি
জনসংখ্যা	
পরিবার সংখ্যা	১৫৩২৪ টি
মোট জনসংখ্যা	৩১৪১৯৬ জন
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিমি)	৯৩৫.২৪ জন
পুরুষ সংখ্যা	১৫৯৪৫২ জন
মহিলা সংখ্যা	১৫৪৭৪৪ জন
অবকাঠামো	
ব্রীজ সংখ্যা	৩৫ টি
কালভার্ট সংখ্যা	৫১৫ টি
স্লুইচ গেট সংখ্যা	৩০ টি
উপজেলা রোড	১২০.৯৬ কিমি
ইউনিয়ন রোড	১১৮.০০ কিমি
ভিলেজ রোড এ	৫০৯.৩৭ কিমি
ভিলেজ রোড বি	৩৫৫.৮৫ কিমি
কাঁচা রাস্তা	৬৯৫.১২ কিমি
পাকা রাস্তা	৪০৯.০৬ কিমি
শিক্ষা	
শিক্ষার হার	৫৯.১৫%
সর্বমোট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংখ্যা	১৮২ টি
সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৮৪ টি
উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা	৪২ টি
মাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৯ টি
কলেজ সংখ্যা	১৬ টি
মাদ্রাসা(দাখিল,ফাজিল,এবতেদায়ী) সংখ্যা	২৪ টি
ভোকেশনাল উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা	৩ টি
টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট সংখ্যা	৪ টি

কৃষি	
গভীর নলকূপ সংখ্যা	২৮৮ টি
স্যালো মাশিন সংখ্যা	৫২৯৪ টি
সামাজিক সম্পদ	
মসজিদ সংখ্যা	৪৭০ টি
মন্দির সংখ্যা	১৮ টি
গীর্জা সংখ্যা	৯ টি
ঈদগাঁহ্ সংখ্যা	২১৩ টি
ব্যাংক	৭ টি
ব্যাংকের শাখা	২৫ টি
পোস্ট অফিস	১৫ টি
ক্লাব	২৮ টি
লাইব্রেরী	১ টি
সিনেমা হল	৫ টি
মহিলা সংগঠন	৬৪ টি
খেলার মাঠ	৭০ টি
হাট বাজার	২০ টি
কবরস্থান	১৫১ টি
শ্মশান ঘাট	১২ টি
জনস্বাস্থ্য	
উপজেলা স্বাস্থা কমপেক্সের সংখ্যা	১ টি
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৮ টি
কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	৩৩ টি
স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা	১৩৪২২ টি
অন্যান্য	
নদী	৩ টি
খাল	৩৫ টি
বিল	৪৭ টি
হাওড়	নেই
পুকুর	৬৫৩৮ টি
দিঘী	৩৫৮ টি
লবনাক্ততা	নাই

সংযুক্তি ৬

বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ন অনুষ্ঠান সূচী

বেতার কেন্দ্র	অনুষ্ঠানের নাম	সময়	বার
ঢাকা- ক	কৃষি সমাচার	সকাল ৬.৫৫-৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ৭.২৫-৭.৩০	প্রতিদিন
	স্বাস্থ্যই সুখের মূল	সকাল ১১.৩০-১২.০০	শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
	সোনালী ফসল	সন্ধ্যা ০৬০৫.০৬.৩৫	প্রতিদিন
	আবহাওয়া বার্তা	সন্ধ্যা ০৬.৫০-০৭.০০ প্রতিদিন	প্রতিদিন
চট্রগ্রাম	কৃষিকথা	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি খামার	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	সোমবার বাদে প্রতিদিন
	সুখী সংসার	রাত ০৮.১০-০৮.৩০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
রাজশাহী	ক্ষেত খামার সমাচার	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সবুজ বাংলা	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	প্রতিদিন
খুলনা	স্বাস্থ্য তথ্য	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	কৃষি সমাচার	বিকেল ০৪.২০-০৪.৩০	প্রতিদিন
	চাষাবাদ	সন্ধ্যা ০৬.১০-০৬.৫০	প্রতিদিন
রংপুর	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	ক্ষেত খামারে	সন্ধ্যা ০৬.০৫০৬.৩৫	প্রতিদিন
সিলেট	আজকের চাষাবাদ	সকাল ০৬.৫৫-০৭.০০	প্রতিদিন
	সুখের ঠিকানা	সকাল ০৭.২৫-০৭.৩০	প্রতিদিন
	শ্যামল সিলেট	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.৫০	শুক্রবারবাদে প্রতিদিন
ঠাকুরগাঁও	কিষাণ মাটি দেশ	সন্ধ্যা ০৬.০৫-০৬.২৫	শনি, সোম ও বুধবার
কক্সবাজার	আজকের কৃষি	বিকেল ০৩.০৭-০৩.১০	প্রতিদিন
	সোনালী প্রান্তর	বিকেল ০৩.৪০-০৩.৪৫	মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার
বরিশাল	কৃষি কথা	বিকেল ০৩.১৫-০৩.৩০	শনি ও বুধবার বাদে প্রতিদিন
	ছোট পরিবার	বিকেল ০৩.৩৫-০৩.৫০	সোম, বুধ ও শুক্রবার বাদে প্রতিদিন
রাঙ্গামাটি	জীবনের জন্য	দুপুর ০১.৫০-০১.৫৫	প্রতিদিন
	খামার বাড়ী	বিকেল ০৩.০৫-০৩.১৫	প্রতিদিন

*** সন্ধ্যা ৬.৫০মিনিটে আবহাওয়া বার্তা সকল কেন্দ্র হতে একযোগে প্রচারিত হয়।**

সংযুক্তি ৭

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা

ক্রমিক	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষিকা	অবস্থান/ ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
০১	বিলনেপাল পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৪৩	৫	দর্শনপাড়া	না
০২	বিলধর্মপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭২	৫	দর্শনপাড়া	হাঁ
০৩	প্রসাদপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	৫	দর্শনপাড়া	হাঁ
০৪	কুপাকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮	৫	দর্শনপাড়া	না
০৫	কর্ণহার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৭	৭	হুজুরিপাড়া	না
০৬	দারুশা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫৩৪	১০	হুজুরিপাড়া	না
০৭	ধর্মহাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০৬	৫	হুজুরিপাড়া	না
০৮	নেপাল পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২১৮	৬	হুজুরিপাড়া	না
০৯	টিকর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪০৩	৬	দামকুড়া	না
১০	শিতলাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৯	৮	দামকুড়া	না
১১	দামকুড়া হাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০৭	১২	দামকুড়া	না
১২	মুরারীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯০	১০	দামকুড়া	না
১৩	গহমাবোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৮	৬	হরিপুর	না
১৪	আন্ধারকোঠা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৬	৬	হরিপুর	না
১৫	সোনাইকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫১	৭	হরিপুর	না
১৬	হাড়পুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৮৮	৯	হরিপুর	না
১৭	চরনবীনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৫	৬	হরিপুর	না
১৮	কুলপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৯	৭	হড়গ্রাম	না
১৯	শিলিন্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৫	৯	হড়গ্রাম	না
২০	নওহাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৮	১২	নওহাটা	না
২১	পুঠিয়াপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮৯	৯	নওহাটা	না
২২	মদনহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৭৭	৫	নওহাটা	না
২৩	বাগধানী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৫	৫	নওহাটা	না
২৪	বাগসারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩২	৬	নওহাটা	না
২৫	চৌবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৬	৫	নওহাটা	না
২৬	দুয়ারী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৭	নওহাটা	না
২৭	বায়া মডেল সিন্দুর কুসুম্বি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৯৩	১১	নওহাটা	না
২৮	সিন্দুর কুসুম্বি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৮	৫	নওহাটা	না
২৯	শিয়ালবেড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০২	৪	নওহাটা	না
৩০	বড়গাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৭	১০	বড়গাছি	না
৩১	কালুপাড়া মাধাইপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪৯	৬	বড়গাছি	না
৩২	মাধবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৯	৫	বড়গাছি	না
৩৩	বড়গাছি কুঠিপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৫৮	৯	বড়গাছি	না
৩৪	বেতকুড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৮১	৯	বড়গাছি	না
৩৫	দাদপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১৩	৭	বড়গাছি	না
৩৬	ভালাম ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৭	৮	বড়গাছি	না
৩৭	চন্দ্রপুকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১১৯	৫	বড়গাছি	না
৩৮	হাটগোদাগাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৫৩	৭	পারিলা	না
৩৯	বজরাপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৬১	৬	পারিলা	না
৪০	পারিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০০	৬	পারিলা	না
৪১	হাটরামচন্দ্রপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৭৬	৮	পারিলা	না

ক্রমিক	বিদ্যালয়/ মাদ্রাসা/ কলেজের নাম	শিক্ষার্থী	শিক্ষক/ শিক্ষকা	অবস্থান/ ইউনিয়ন	আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হয় কিনা
৪২	খড়খড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৫০৪	৯	পারিলা	না
৪৩	কয়রা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩৬	৮	পারিলা	না
৪৪	মতিয়াবিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১	৬	পারিলা	না
৪৫	মুশরইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১১	৯	পারিলা	না
৪৬	কুখন্ডি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৩৪	৮	পারিলা	না
৪৭	নলখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০০	৫	হরিয়ান	না
৪৮	হরিয়ান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩০৮	৭	হরিয়ান	না
৪৯	সুচরন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩১	৭	হরিয়ান	না
৫০	কাপাশিয়ান সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২২	৬	কাটাখালী	না
৫১	মাসকাটাদীঘি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪১৮	৯	কাটাখালী	না
৫২	শ্যামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৪৭৭	১১	কাটাখালী	না
৫৩	চরখিদিরপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩১০	৭	হরিয়ান	না
৫৪	চরতারানগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮০	৬	হরিয়ান	না
৫৫	দর্শনপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩২৮	৭	দর্শনপাড়া	না
৫৬	পাকুরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৭	৫	পাকুরিয়া	না
৫৭	খিরশিন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫৮	৪	হড়গ্রাম	না
৫৮	তিশলাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	৪	দর্শনপাড়া	না
৫৯	ভাল্লুকপুকুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৫০	৪	পারিলা	না
৬০	ইটাঘাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯৩	৪	বড়গাছী	না
৬১	মধুসুদনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২২৬	৪	নওহাটা	না
৬২	এস এম শিশাপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯২	৪	হুজুরীপাড়া	না
৬৩	জাগিরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	৪	হরিয়ান	না
৬৪	তালগাছি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	৪	বড়গাছী	না
৬৫	হরিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	৩৩৬	৪	হরিপুর	না
৬৬	বেড়পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৮৩	৪	হরিপুর	না
৬৭	ভিমের ডাইং সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৪	৪	দামকুড়া	না
৬৮	তেতুলিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৪০	৪	হুজুরীপাড়া	না
৬৯	ভুগরইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৭	৩	নওহাটা	না
৭০	বড়বাড়ীয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮৬	৪	হড়গ্রাম	না
৭১	বারইপাতা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭৩	৪	দর্শনপাড়া	না
৭২	স্বরমংলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৭	৪	হুজুরীপাড়া	না
৭৩	বাড়ইপাড়া তিলোত্তমা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	২৩৫	৪	নওহাটা	না
৭৪	মল্লিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৬	৪	হরিয়ান	না
৭৫	ভবানীপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৬৫	৪	বড়গাছী	না
৭৬	চকপারিলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৮১	৪	পারিলা	না
৭৭	তেবাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫২	৪	পারিলা	না
৭৮	বশন্তপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৫৭	৪	নওহাটা	না
৭৯	ভেড়াপোড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৭২	৪	বড়গাছী	না
৮০	ঘোলহারিয়া কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৭	২	পারিলা	না
মোট		**৪৫৩৮**	**৯১**		**না**

সংযুক্তি ৮

উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি এর সাথে মতবিনিময়, শেয়ারিং এবং সুপারিশ সমূহ (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)

সূচনা

জুলাই ৬, ২০১৪ স্থান পবা উপজেলা অডিটরিয়মে সুশীলন (সিডিএমপি-২) এর অয়োজনে অনুষ্ঠিত হয় উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতবিনিময়, শেয়ারিংএবংসুপারিশ সমূহ (ভ্যালিডেশন ওয়ার্কশপ/মিটিং)। এ আয়োজনে বা সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা ও সুশীলনের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সহ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ মোকবুল হুসাইন।

মূলকার্যক্রম

সকাল ১০.২০ মিনিটে সুশীলনের এক জন সিনিয়র কর্মকর্তা সভার সভাপতি জনাব মোঃ মোকবুল হুসাইন এর অনুমতি নিয়ে এবং সকলের উপস্থিতিতে উপস্থাপনা শুরু করেন। পরে সুশীলনের অন্য এক কর্মকর্তা প্রজেক্টরের মাধ্যমে তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে সংগ্রহকৃত তথ্য-উপাত্ত সকলের সামনে তুলে ধরেন। তথ্য-উপাত্ত দেখে বিভিন্ন সদস্য বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন তখন সুশীলনের একজন সদস্য সেই সব মতামত শব্দ গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে এবং হাতে কলমে লিপিবদ্ধ করেন।

ফিডব্যাকসমূহ

উপরিক্ত আলোচনা হতে যেসব তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে সেগুলো নিচে দেওয়া হল

- প্রধান প্রধান আপদের মধ্যে খরা, বন্যা, কালবৈশাখী ঝড়, নদীভাঙ্গন, পানির স্তর, তাপদাহ, ফাঁপি, আর্সেনিক অবশ্যই থাকতে হবে।
- ঝুঁকির অগ্রাধিকারকরণ পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে হবে।
- বন্যার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- ২টি স্কুল কামসেল্টার, ৩ টি স্লুইসগেট, উপজেলায় ১৬ কি:মি: উঁচু বাঁধ ও নতুন বেড়ী বাঁধ করার জায়গা আছে।
- নদী ভাঙ্গানের ক্ষেত্রে সক্ষমতা-নদীর তীরে ব্যাপক ভাবে বাঁশ, নারিকেল (শিকড় বিস্তৃত) জাতীয় গাছ লাগানোর সুযোগ আছে।
- খরার ক্ষেত্রে সক্ষমতা- ৪৫টি গভীর, ২০৯৬টি পকুর এবং ২০.৯০ হেক্টর জলাশয় রয়েছে। ভূ-গর্ভস্ত পানির উপর চাপ কমিয়ে ভূপৃষ্ঠের পানি সংরক্ষণ করার সুযোগ আছে।
- মাস ভিত্তিতে আপদের দিনপঞ্জিতে বাংলা মাসের নাম উল্লেখ এবং বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।
- জরুরী অপারেশন সেন্টারের সার্বিক দায়িত্বে উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তাগন নিয়োজিত থাকবেন।
- উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে পরিকল্পনা ফলোআপ কমিটি পরিচালিত হবে।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও রক্ষনাবেক্ষন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন।
- দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার কমিটিসমূহ ৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে, তবে প্রয়োজনে অধিক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসার দ্রুত/ আগাম পুনরুদ্ধার কমিটিসমূহের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োজিত থাকবেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনাসমূহ ক্ষেত্রবিশেষে উপজেলা পরিষদ ২০-৬০%, কমিউনিটি ৫-১০%, ইউপি ২০-৩০% এবং এনজিও ২৫-৮০% করবে।
- পবা উপজেলাতে সেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালনের নিমিত্তে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় নাই। তবে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মতে সকল ইউনিয়নের মেম্বরদেরকে সেচ্ছাসেবক হিসেবে তালিকাভুক্ত করে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বিশেষ আলোচনা

এই আলোচনা সভায় উপস্থিত উপজেলার চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য বৃন্দ সকলের মতামত ও আলোচনার মাধ্যমে উপরিক্ত সংশোধনী পাওয়া গেছে। সর্বশেষ, সুশীলন (সিডিএমপি-২) কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান এবং এই সভার সভাপতি জনাব মোঃ জিন্নাত আলী বলেন, আমি ব্যক্তিগত ভাবে এবং সকলের পক্ষ থেকে সুশীলনকে ধন্যবাদ জানাই কারণ তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের কাজটি নিজেরাই করেছে। এটা আমাদের উপজেলার জন্য খুবই প্রয়োজন। সভাপতির বক্তব্যের সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, সদস্য সচিব ও উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সহ উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য একমত প্রকাশ করেন। তিনি সুশীলন কর্মীদেরকে বিনয়ের সাথে বলেন তারা যেন সংশোধনী গুলো বইতে অন্তর্ভূক্ত করে উপজেলাতে পৌঁছিয়ে দেন। এধরেনর একটি বই উপজেলাতে থাকা খুবই জরুরী। আমি আবারও সুশীলনকে ধন্যবাদ জানিয়ে এই আলোচনা সভা সমাপ্ত করলাম।

সংযুক্তি ৮: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)

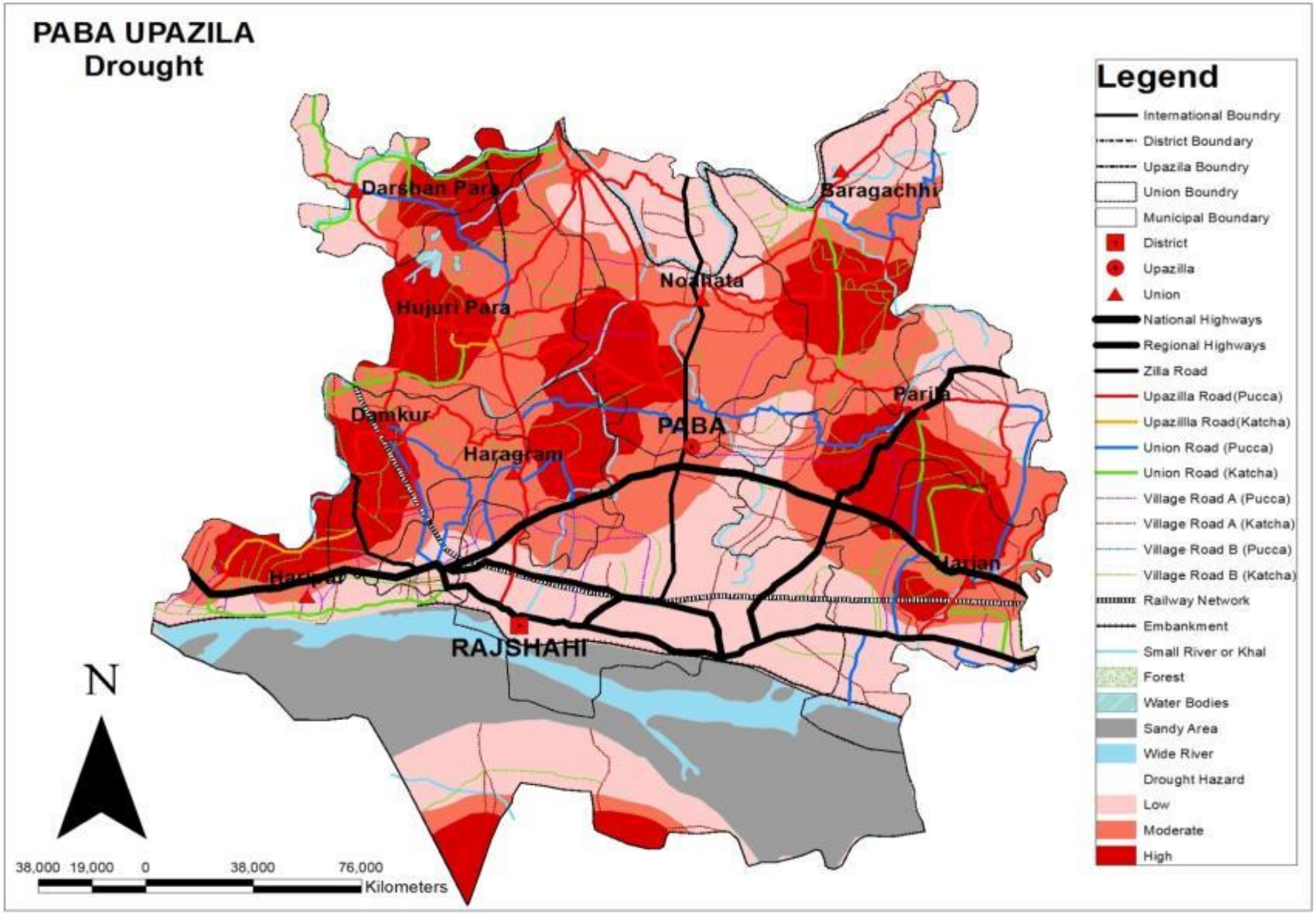

ঝুঁকির মানচিত্র (খরা)

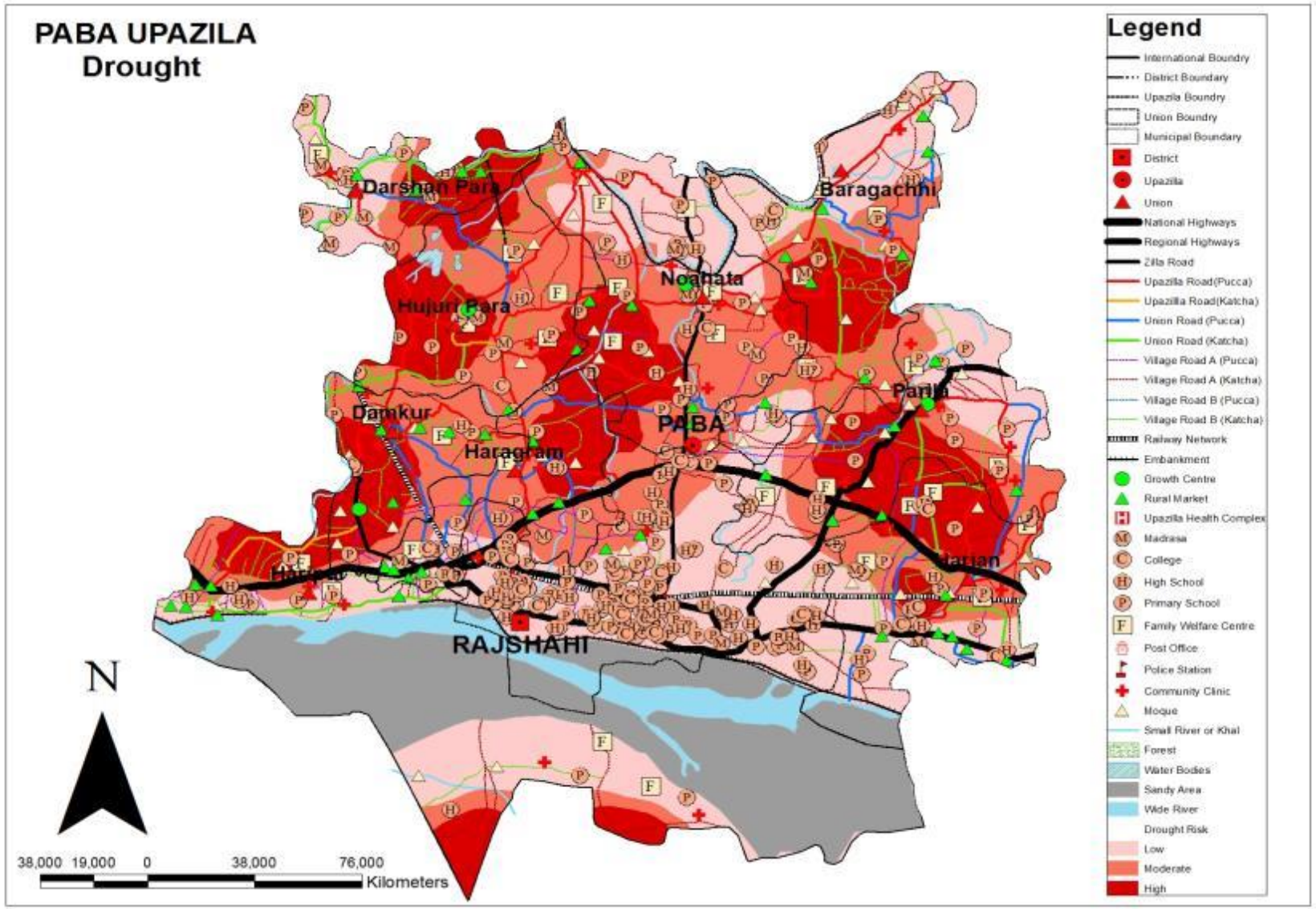

PABA UPAZILA
Drought
Darshan Para
Baragachhi
Noahata
Hujuri Para
Parila
Damkur
PABA
Haragram
Harian
RAJSHAHI
N
38,000 19,000 0 38,000 76,000
Kilometers
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundry
Municipal Boundary
District
Upazila
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazilla Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Growth Centre
Rural Market
Upazila Health Complex
Madrasa
College
High School
Primary School
Family Welfare Centre
Post Office
Police Station
Community Clinic
Moque
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Sandy Area
Wide River
Drought Risk
Low
Moderate
High

সংযুক্তি ৯: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

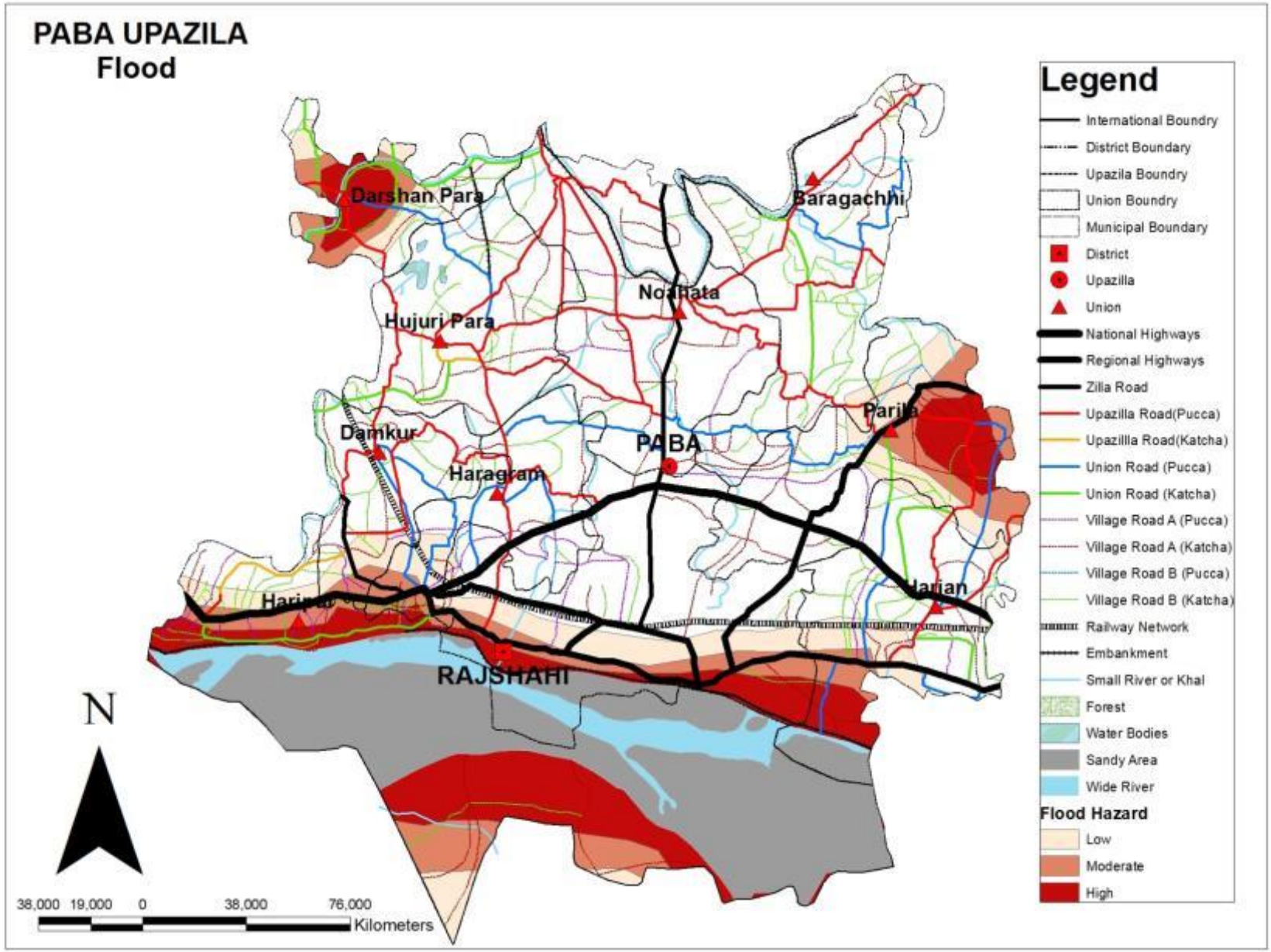

ঝুঁকির মানচিত্র (বন্যা)

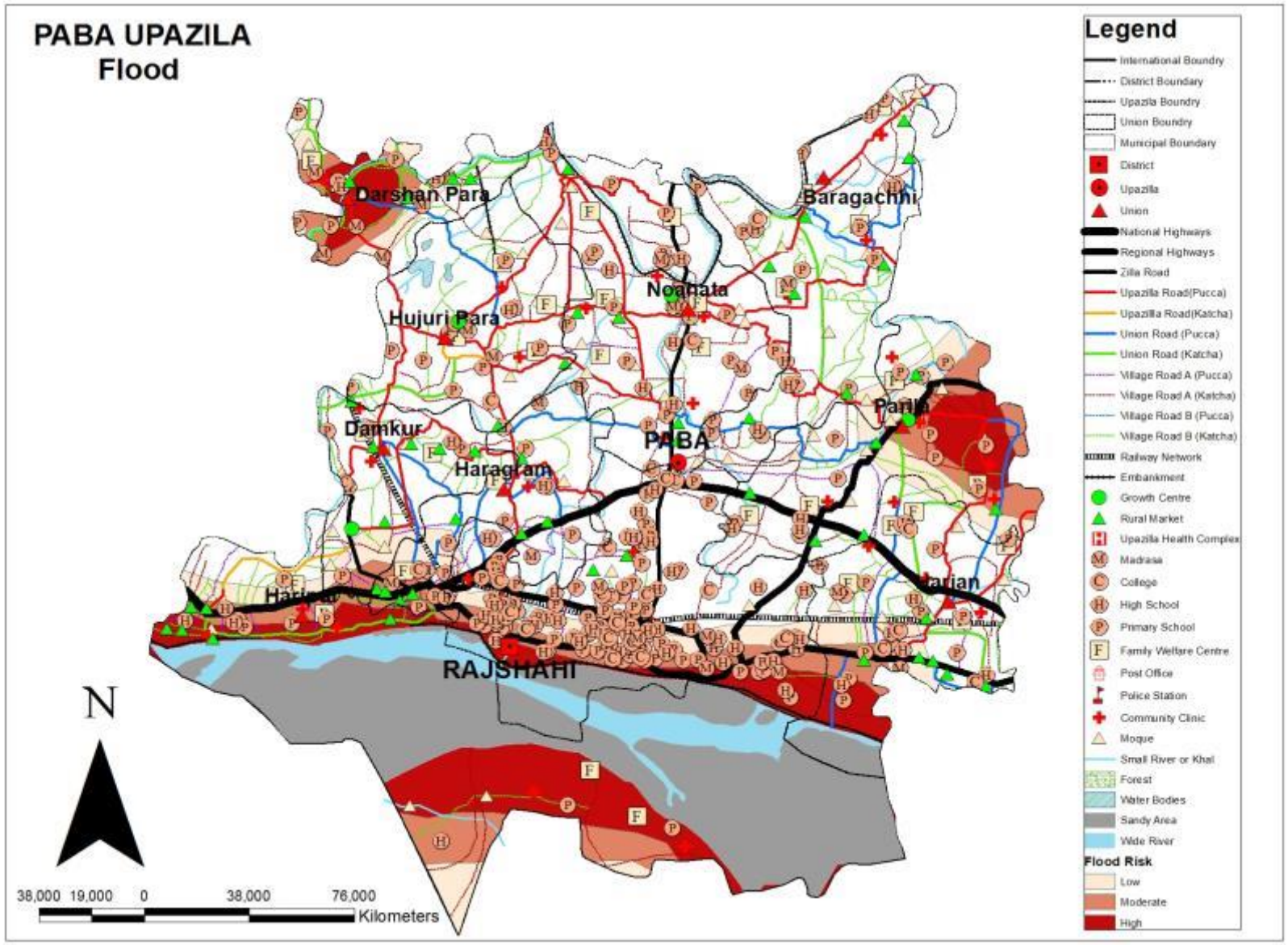

সংযুক্তি ১০: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী)

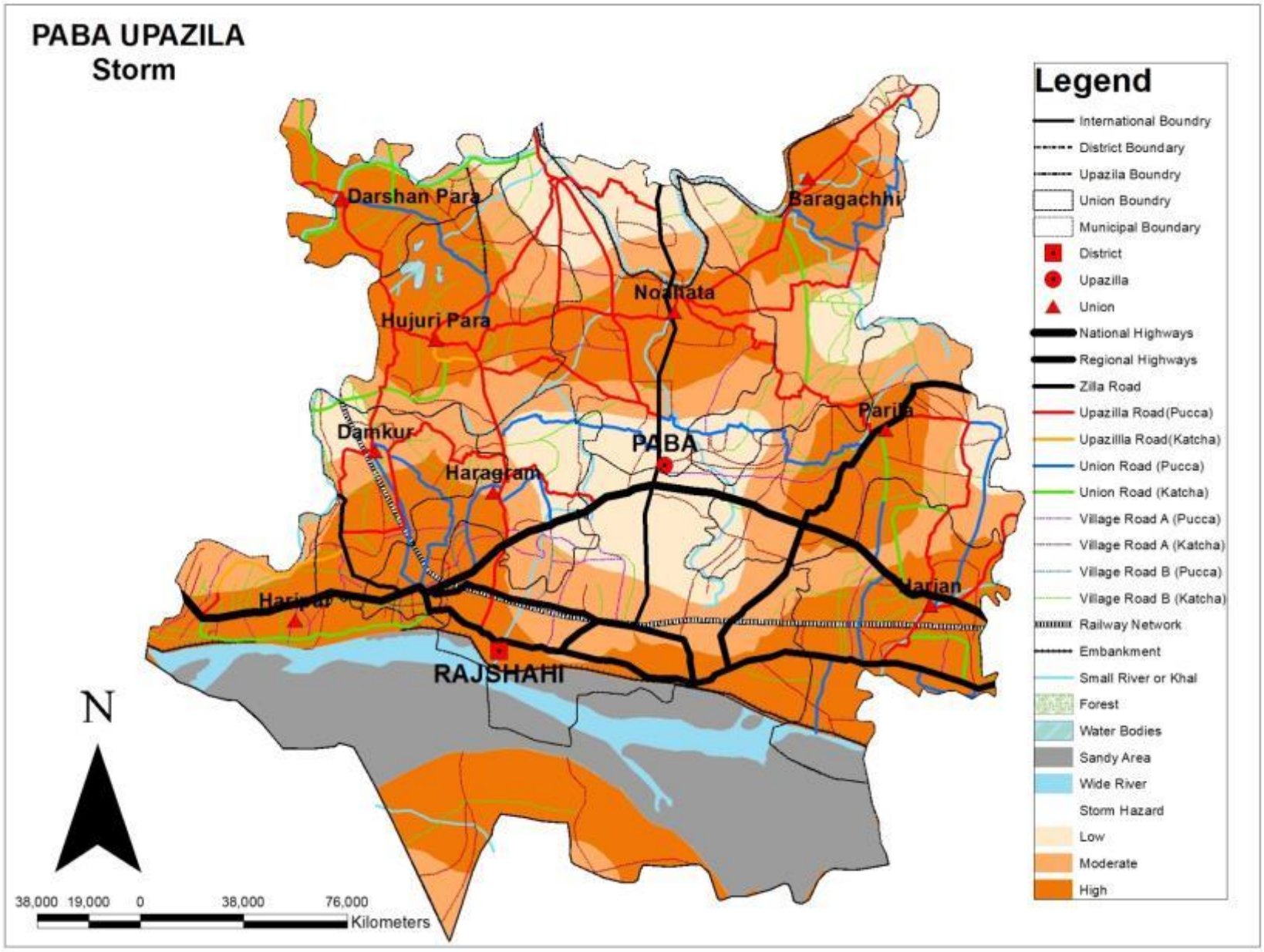

ঝুঁকির মানচিত্র (কালবৈশাখী)

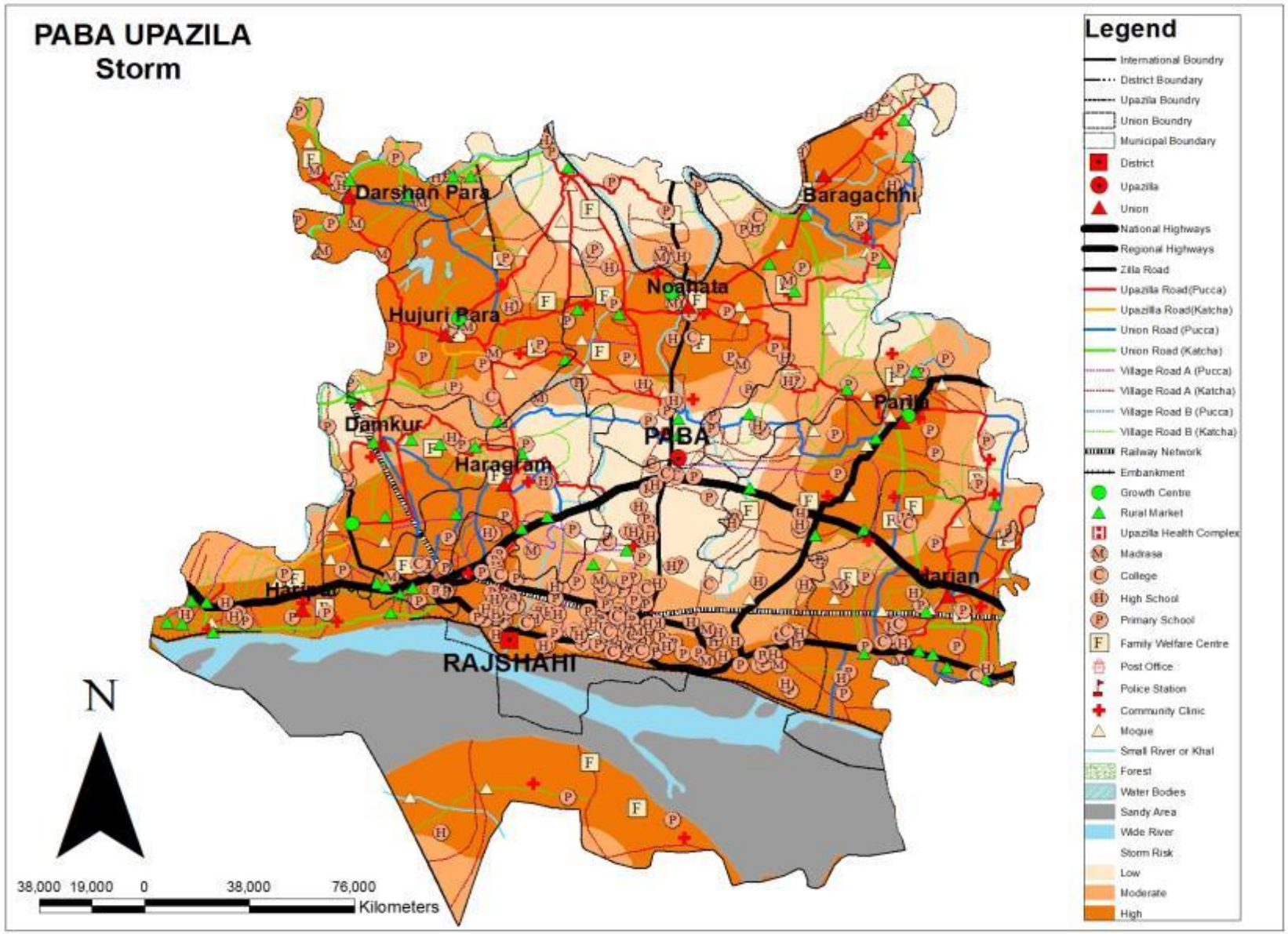

সংযুক্তি ১১: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙন)

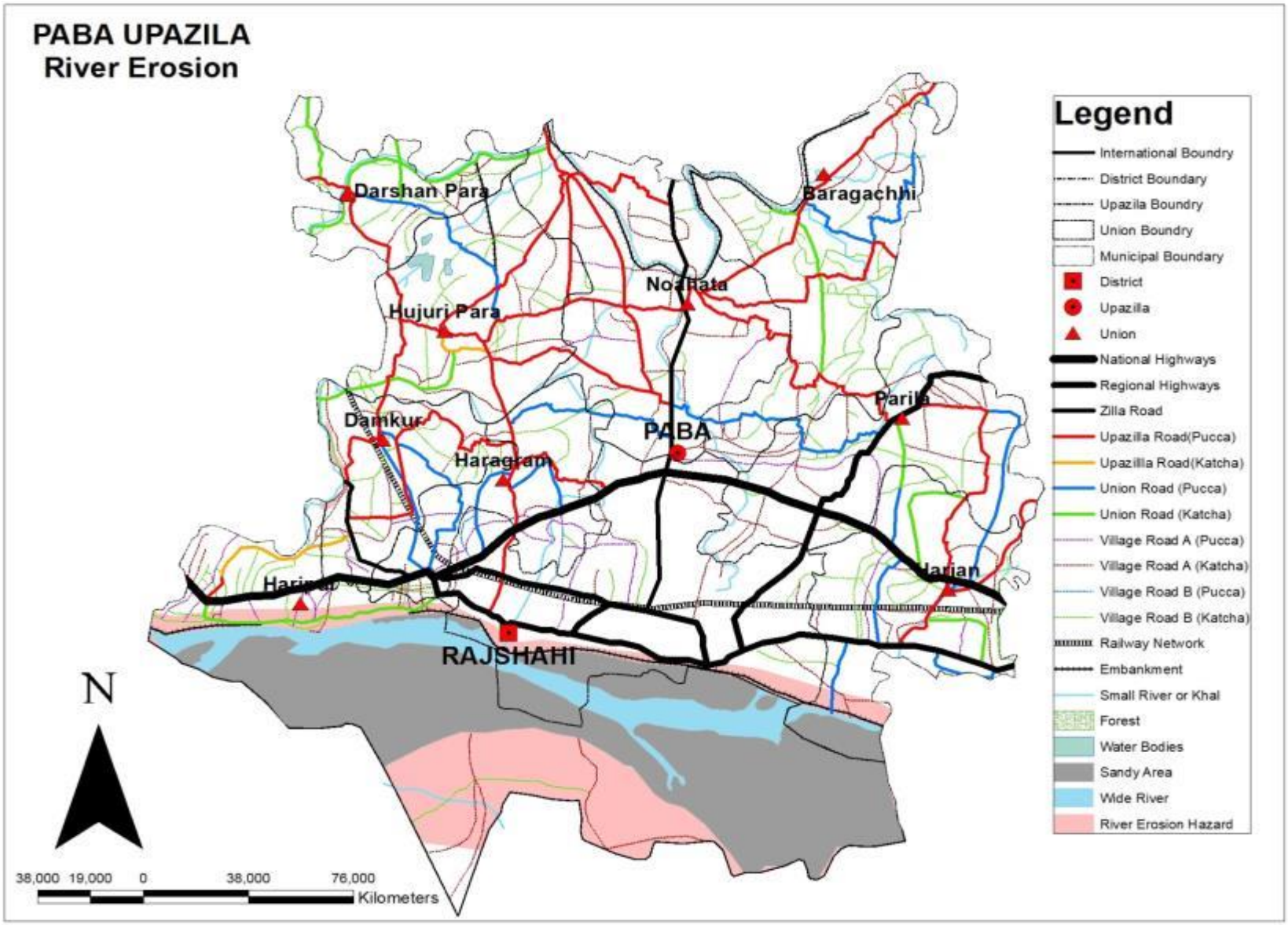

ঝুঁকির মানচিত্র (নদীভাঙন)

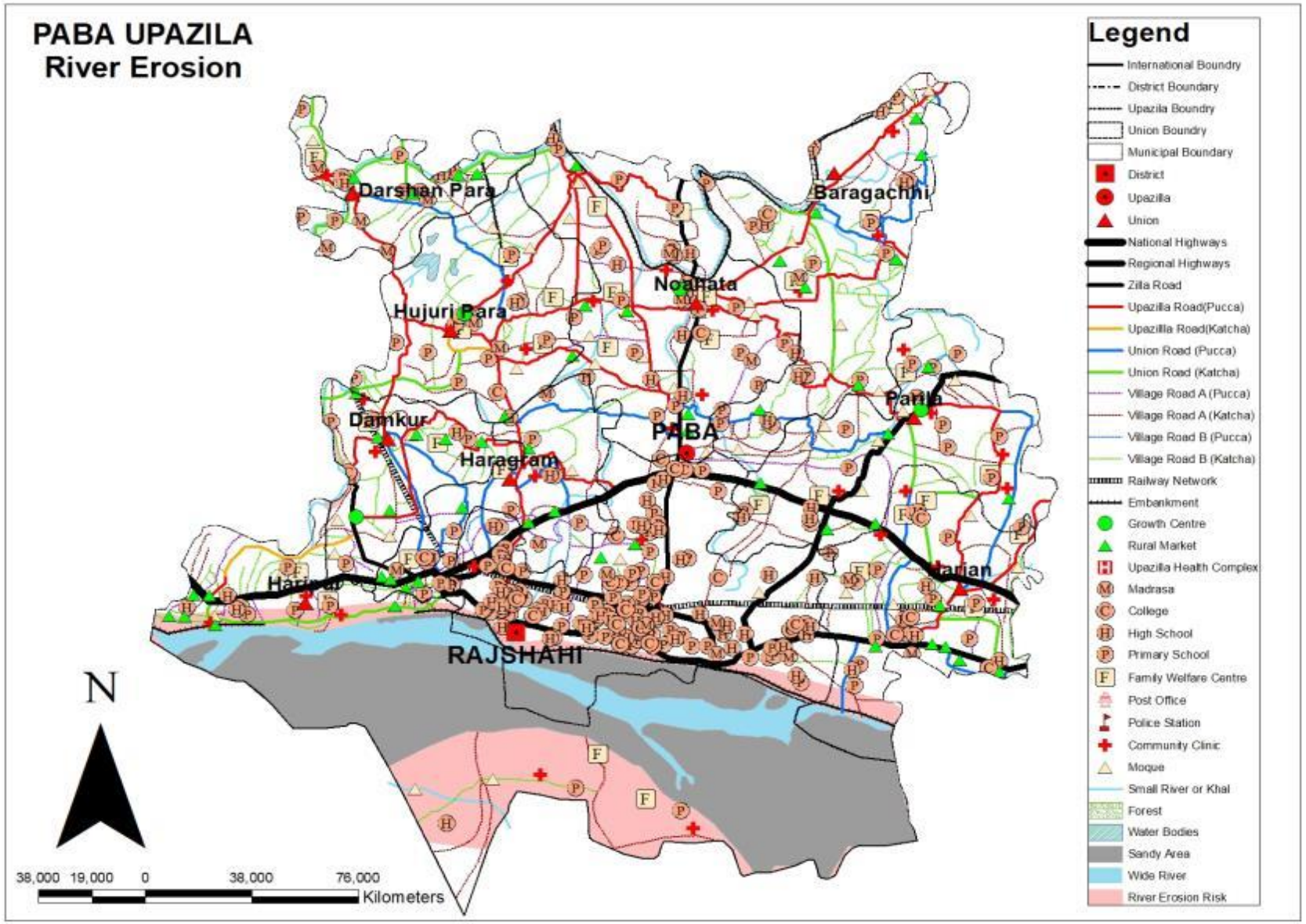

সংযুক্তি ১২: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ)

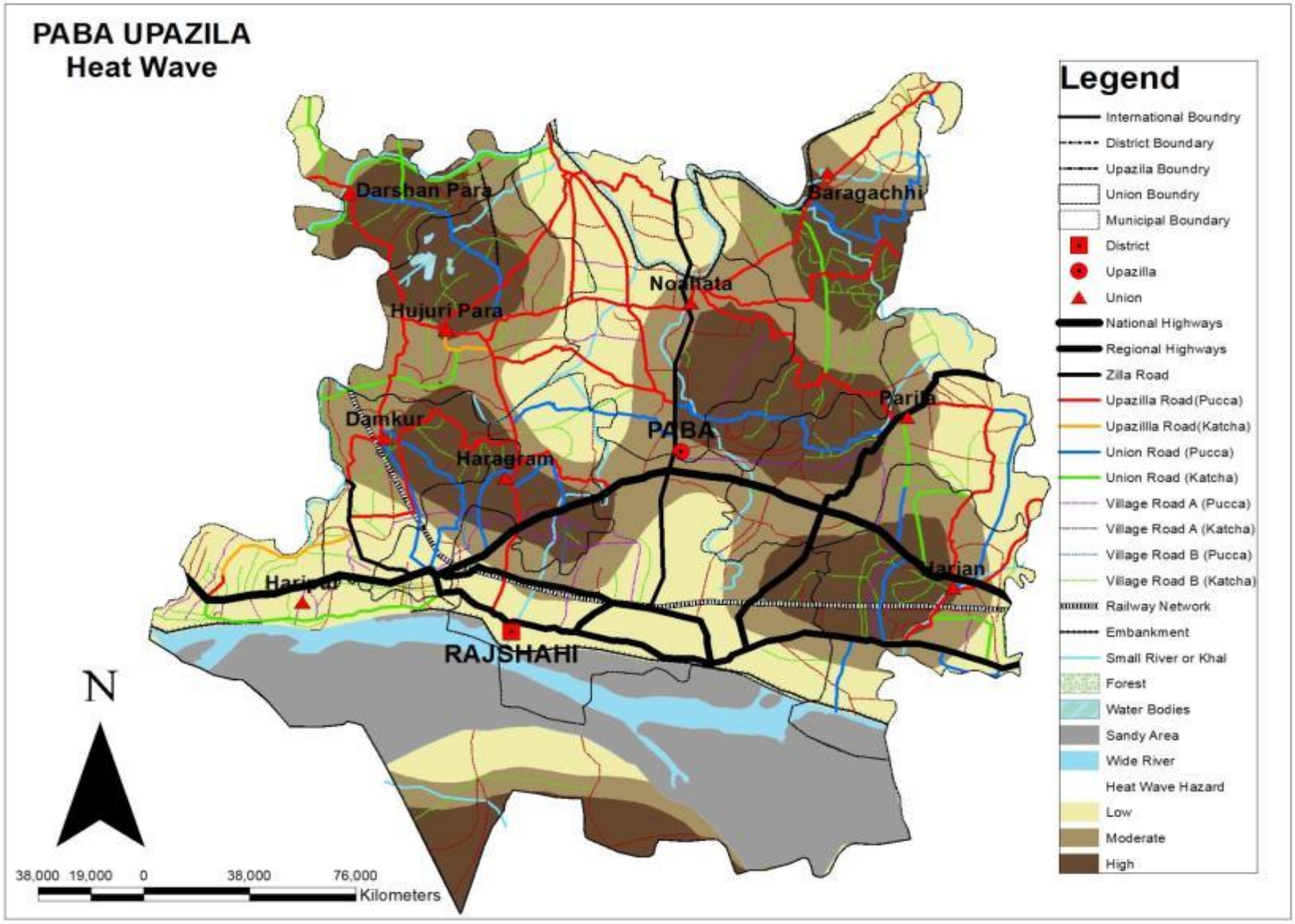

ঝুঁকির মানচিত্র (তাপদাহ)

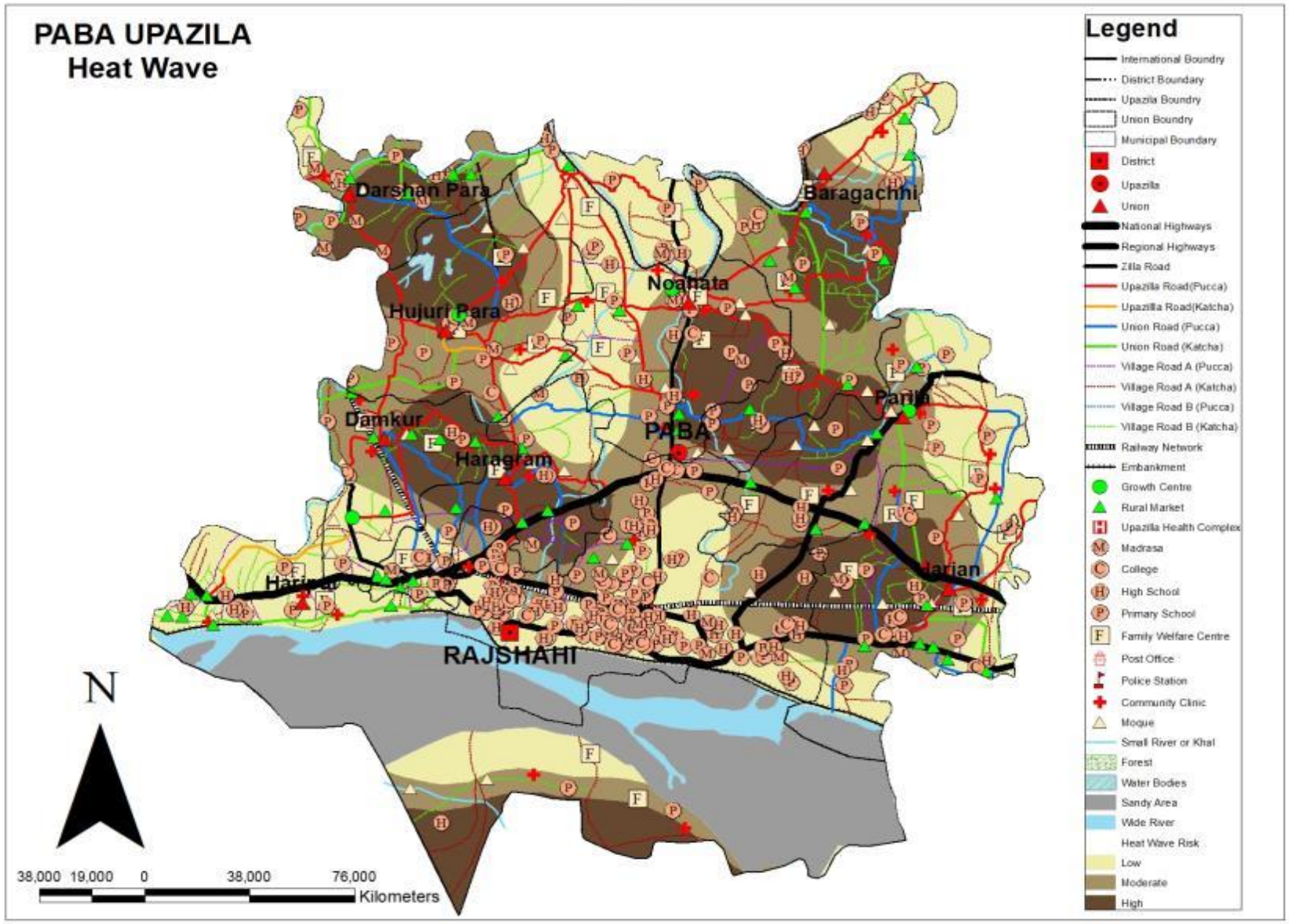

সংযুক্তি ১৩: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি)

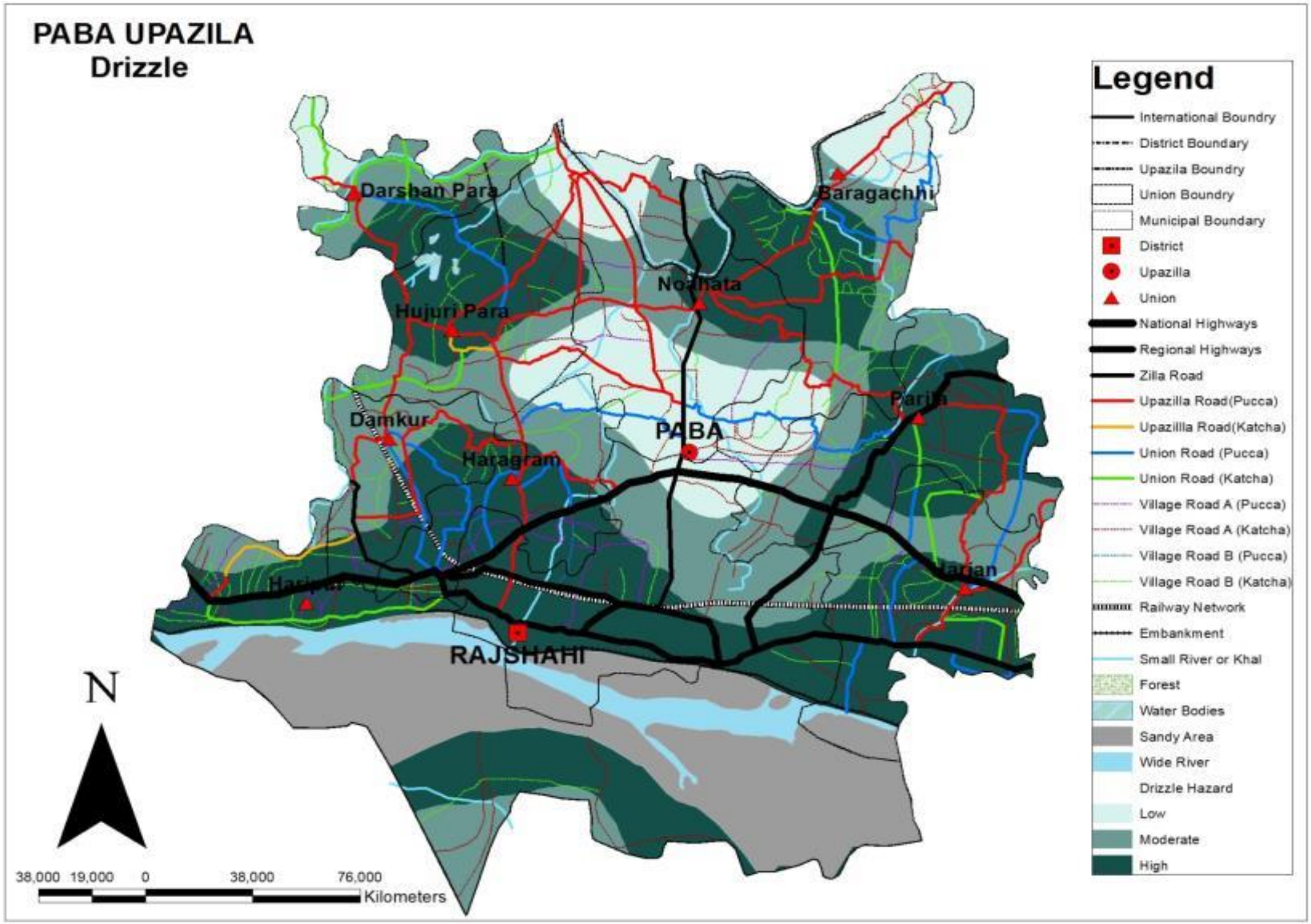

ঝুঁকির মানচিত্র (ফাঁপি)

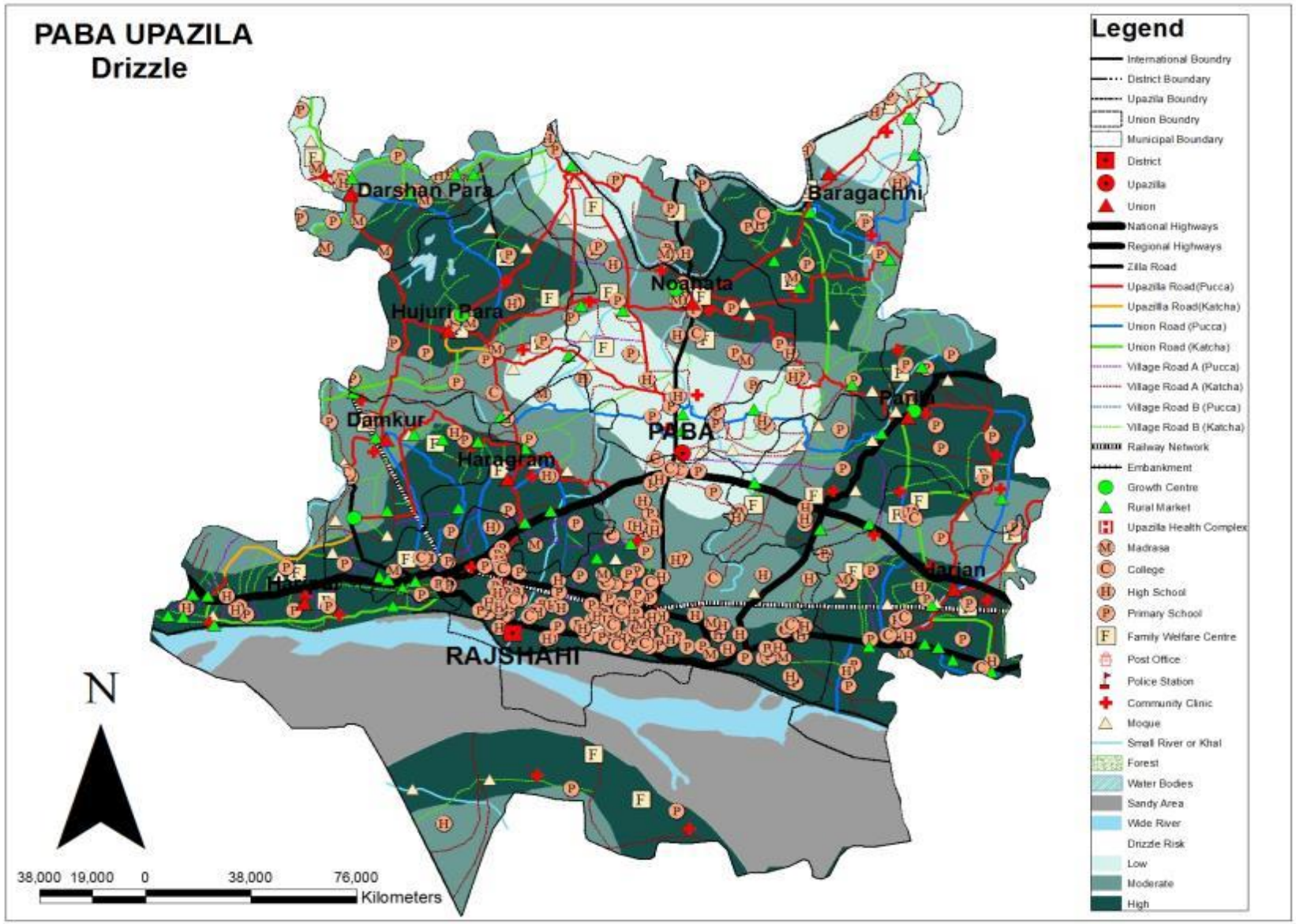

PABA UPAZILA
Drizzle
Darshan Para
Baragachhi
Noahata
Hujuri Para
Parila
Damkur
PABA
Haragram
Harian
RAJSHAHI
N
38,000 19,000 0 38,000 76,000
Kilometers
Legend
International Boundry
District Boundary
Upazila Boundry
Union Boundry
Municipal Boundary
District
Upazilla
Union
National Highways
Regional Highways
Zilla Road
Upazila Road(Pucca)
Upazilla Road(Katcha)
Union Road (Pucca)
Union Road (Katcha)
Village Road A (Pucca)
Village Road A (Katcha)
Village Road B (Pucca)
Village Road B (Katcha)
Railway Network
Embankment
Growth Centre
Rural Market
Upazila Health Complex
Madrasa
College
High School
Primary School
Family Welfare Centre
Post Office
Police Station
Community Clinic
Moque
Small River or Khal
Forest
Water Bodies
Sandy Area
Wide River
Drizzle Risk
Low
Moderate
High

সংযুক্তি ১৪: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক)

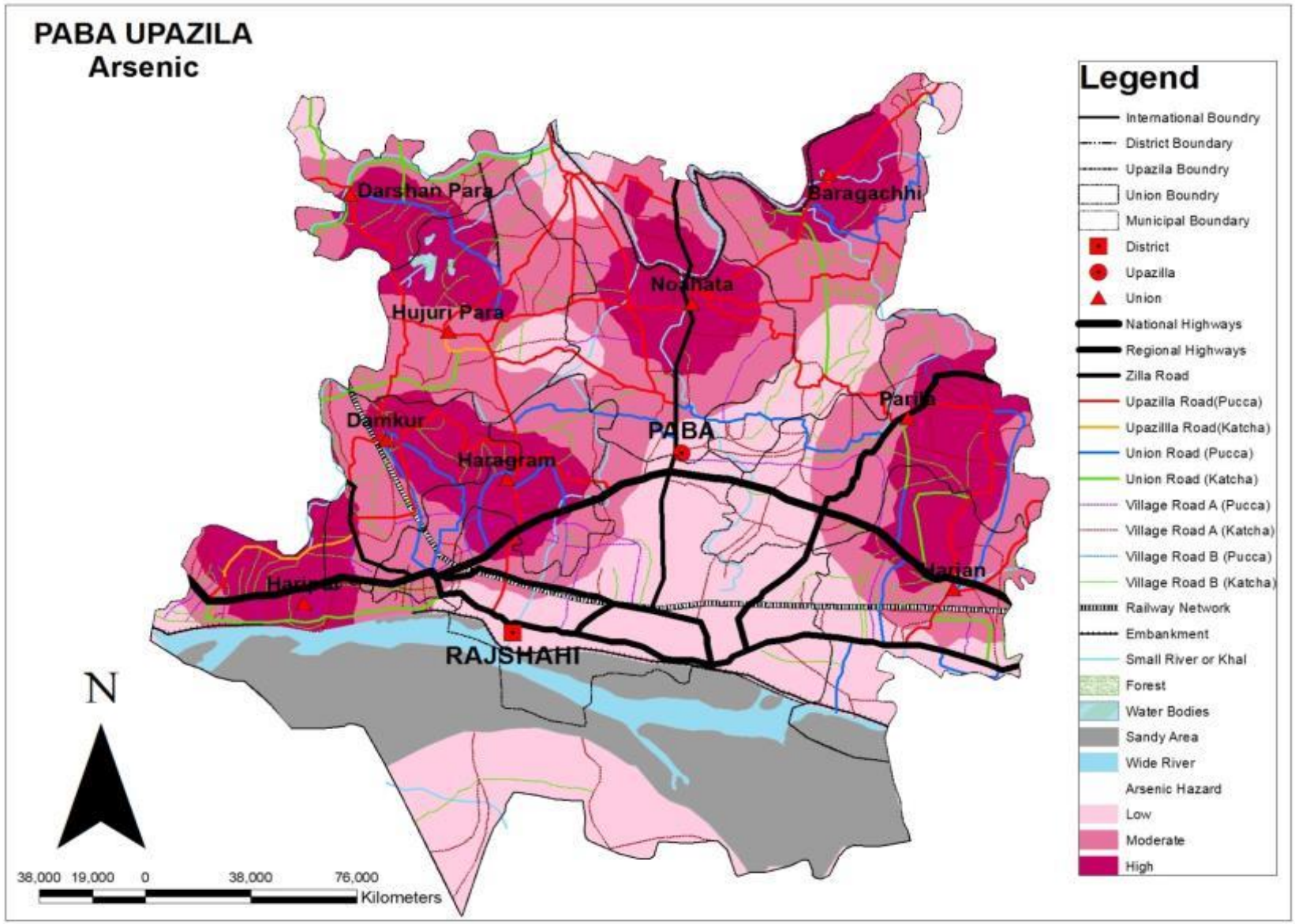

ঝুঁকির মানচিত্র (আর্সেনিক)

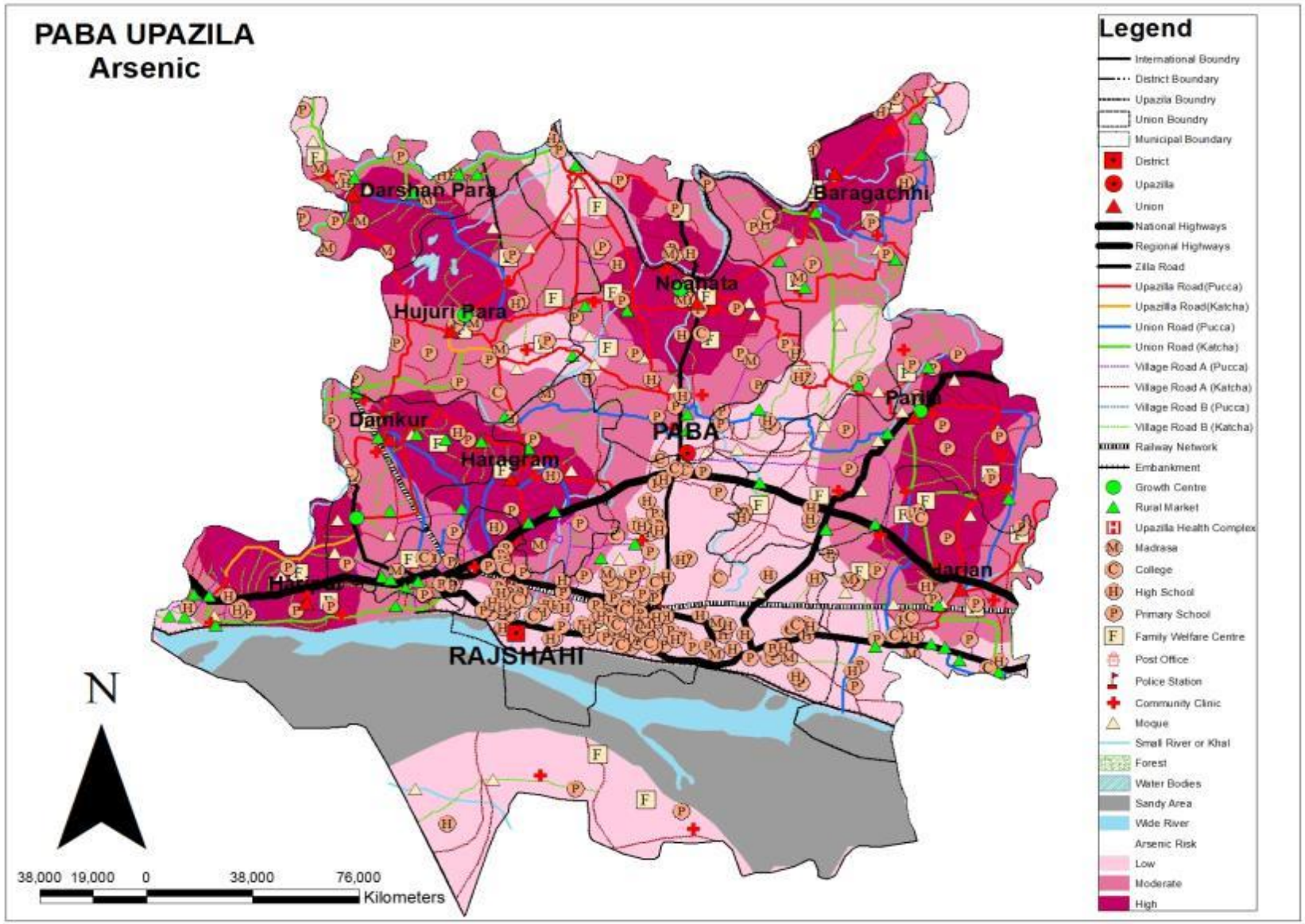

সংযুক্তি ১৫: আপদ ও ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)

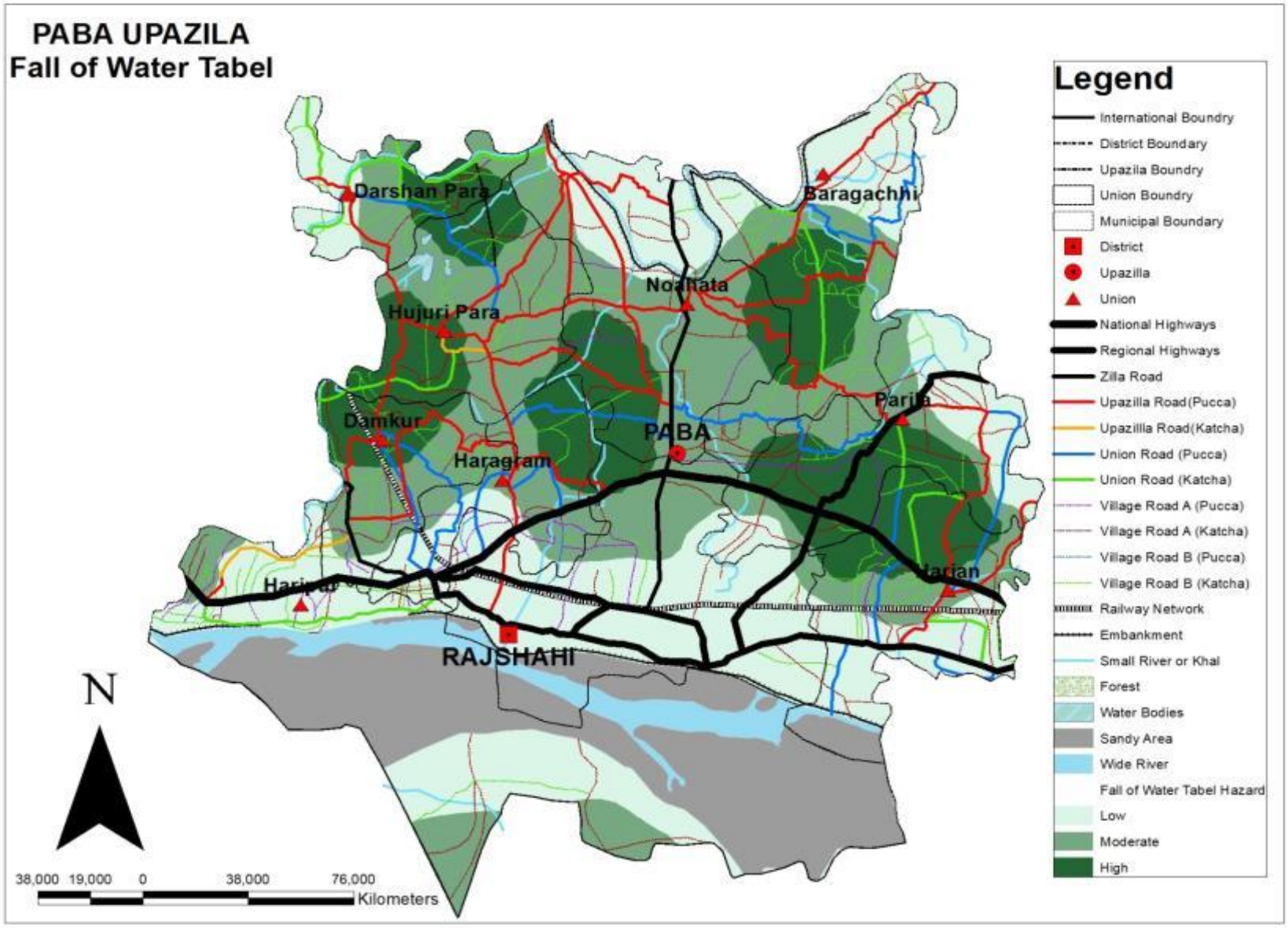

ঝুঁকির মানচিত্র (পানির স্তর)

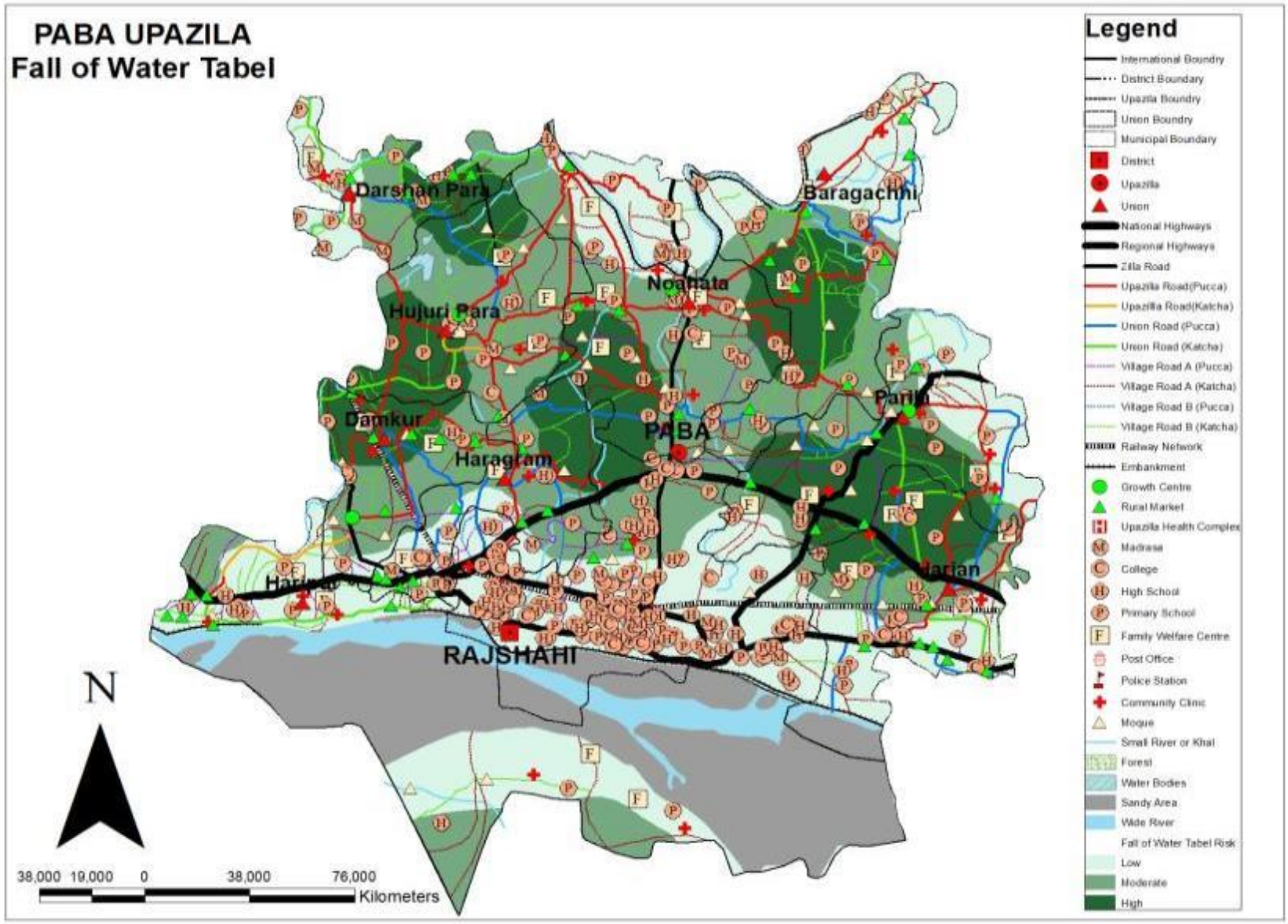

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
সরকার

UKaid
from the British people

European Union

NORWEGIAN EMBASSY

SWEDEN

Australian
Aid

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.